আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২২ || সোমবার || ফাল্গুন ৯ || ১৪২৭ || রজব ১০ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 22 || 22 February || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের ঢল



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর প্রথম প্রহরে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

কোম্পানীগঞ্জে কাদের মির্জা ও বাদল গ্রুপের সংঘর্ষে সাংবাদিকের মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক: নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আওয়ামী লীগের কাদের মির্জা ও বাদল সমর্থকদের দু'গ্রুপের সংঘর্ষের খবর সংগ্রহ (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে আগ্রহী বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক আরো সুগভীর করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সহিদুল ইসলামের পরিচয়পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণকালে জো বাইডেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আজ শনিবার ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

মাহফিলের পর আটক হলেন ইসলামি বক্তা আব্দুল্লাহ্ আল আমিন

ঢাকা : ওয়াজ মাইফিল থেকে ফেরার সময় ইসলামিক বক্তা আব্দুল্লাহ্ আল আমিনকে আটক করেছে পুলিশ। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**



১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসীকে নাগরিকত্ব দিতে বিল উত্থাপন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ কাগজপত্রহীন ১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসীর নাগরিকত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বাইডেন সরকার। এ সুযোগ সৃষ্টি করতে একটি বিল উত্থাপন করেছেন ডেমোক্র্যাটরা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিবাসন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার বিলটি উত্থাপন করা হয়। বিলে বলা হয়েছে, এই বিরাটসংখ্যক অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ না দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তারা সেই সুযোগ দিতেই বিলটি এনেছেন। এসব অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য অভিবাসন নীতি সংস্কার 'দীর্ঘদিনের চাওয়া' বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তিনি বলেছেন, পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ভুল নীতি' থেকে সরে আসার লক্ষ্য ছিল তাদের। বাইডেন প্রশাসনের আমলে উত্থাপিত নতুন বিলে লাখ লাখ অভিবাসীর আইনগত সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়টি জোর দেওয়া হয়েছে। এসব অভিবাসীর বেশিরভাগ মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

কেমন আছেন গাফফার চৌধুরী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ভালো নেই 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে ইউএস কংগ্রেসে রেজুলেশন

নানা আয়োজনে উত্তর আমেরিকায় একুশের অনুষ্ঠান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহান একুশে ফেব্রুয়ারী তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যেন উত্তর জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হয়েছে। একুশ উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটন ডিস্থি বাংলাদেশ দূতাবাস, জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশন এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট সহ বিভিন্ন সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। বরারের মতো **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

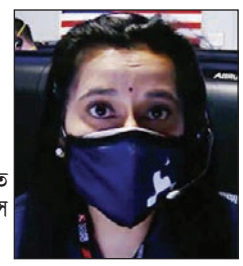


মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন

শাফকাত মুনীরের প্রশ্ন আমলে নিলেন জন কেরি

ঢাকা : নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ বিশ্ব নেতাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মিউনিখ **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

মঙ্গল অভিযানের অন্যতম 'কারিগর' ভারতীয় বংশোদ্ভুত মার্কিন বিজ্ঞানী!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজতে লালগ্রহ মঙ্গলে পা রেখেছে নাসার পার্সিভিয়ারেন্স রোভার। আর **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

কেন? বাড়ি বিক্রি করতে চলেছেন কমলা হ্যারিস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এখনও সরকারি বরাদ্দ ঘর পাননি। জানা গেছে, শিগগিরই হোয়াইট হাউসের স্থায়ী বাসিন্দা হতে চলেছেন তিনি। তাই **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

খাশোগি হত্যাকাণ্ডে ফেঁসে যাচ্ছেন সৌদি যুবরাজ!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মার্কিন সরকার শিগগিরই সৌদি রাজ পরিবারের কঠোর সমালোচক ভিন্ন মতাবলম্বী সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকা-ের **(বাকি অংশ১৭ পাতায়)**

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA Emirates ETIHAD KUWAIT AA AmericanAirlines QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

CORE MULTI SERVICES
CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA
ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৬৪৯+
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE

BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday //February 22 // 2021

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরলো যুক্তরাষ্ট্র



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে আবারো যোগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চুক্তিটি থেকে সরে আসার একশ সাতদিন পর শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারী) তাতে ফিরে যায় যুক্তরাষ্ট্র। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন চুক্তিটির গুরুত্ব না দিলেও জো বাইডেন প্রশাসন তাতে গুরুত্ব দেবেন বলে মনে করছেন বিশ্ব নেতারা। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্যারিসে কপ ২১ নামের এক সম্মেলনে জলবায়ু চুক্তির ব্যাপারে সম্মত হন বিশ্বনেতারা। ওই চুক্তির অধীনে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির হার দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে দু'শ দেশ। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক

অভিজিৎ হত্যা মামলা : ৫ জঙ্গির ফাঁসির আদেশ একজনের যাবজ্জীবন

ঢাকা ডেস্ক: বিজ্ঞান লেখক ও ব্লগার ড. অভিজিৎ রায় হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির মৃত্যুদন্ড ও এক আসামির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্য। মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মজিবুর রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে মৃত্যুদন্ডের পাশাপাশি পাঁচ আসামির প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামিকে অপর এক ধারায় ছয় মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে দুই বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। আদালতের ৩২ কার্যদিবসে চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায় ঘোষণা করা হলো।

এছাড়া রায়ের পর্যবেক্ষণে 'জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বন্ধ এবং নিরুৎসাহিত করে যাতে ভবিষ্যতে কেউ স্বাধীনভাবে লেখালেখি ও মতপ্রকাশ করতে না পারে- এজন্য অভিজিৎ রায়কে হত্যা করা হয়েছে' বলে উল্লেখ করেন বিচারক।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- চাকরিচ্যুত মেজর সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়া, আকরাম হোসেন, মো. আবু সিদ্দিক সোহেল, মোজাম্মেল হুসাইন ও মো. আরাফাত রহমান। আর আসামি শফিউর রহমান ফারাবীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। মোট ছয় আসামির মধ্যে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত প্রথম দুজন পলাতক ও বাকিরা কারাগারে। দন্ডিত আসামিদের মধ্যে চাকরিচ্যুত মেজর সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়া, আকরাম হোসেন, মো. আবু সিদ্দিক সোহেল ও মোজাম্মেল হুসাইনকে জাগৃতি প্রকাশনীর প্রকাশক ফয়সাল আরেফিন দীপন হত্যা মামলায়ও মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন একই বিচারক। গত ১০ ফেব্রুয়ারী দীপন হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য ২০১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী অভিজিৎ দেশে আসেন। ওইবার একুশে বইমেলায় তার দুটি বই প্রকাশিত হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় অভিজিৎ বইমেলায় যান। মেলা থেকে ফেরার সময় রাত সাড়ে ৮টায় টিএসসি চত্বরের সামনে স্ত্রী বন্যা আহমেদসহ হামলার শিকার হন তিনি। জঙ্গি হামলায় অভিজিতের মাথার মগজ বের হয়ে যায়। পরে হাসপাতালে নিলে মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। হামলায় চাপাতির আঘাতে বন্যার বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মর্মান্তিক এ ঘটনার পাঁচ বছর ১১ মাস ১৮ দিন পর এ রায় ঘোষণা করা হলো। রায় ঘোষণার আগে কারাগারে থাকা চার আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। রায় ঘোষণার পর তাদের মৃত্যু পরোয়ানা ও সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আর পলাতক দুই আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। রায় উপলক্ষে মঙ্গলবার আদালত চত্বরে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট পরিয়ে আসামিদের ট্রাইব্যুনালে তোলা হয়। এ সময় আসামিদের হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তারা একে অপরের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলেন। দুপুর ১২টা ১০ মিনিটের দিকে বিচারক রায় পাঠ শুরু করেন। ৫০ পাতার রায়ের কিছু অংশ পাঠ করেন বিচারক। রায় ঘোষণা শেষে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটের দিকে বিচারক এজলাস ত্যাগ করেন। এরপর আসামিদের ট্রাইব্যুনাল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। কারাগারে নেওয়ার উদ্দেশে প্রিজনভ্যানে তোলার সময় আসামিদের মধ্যে দুজন সাংবাদিকদের আঙুল তুলে 'ভি' চিহ্ন দেখান। এদিকে রায়ে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি মো. গোলাম ছারোয়ার খান জাকির সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী খায়রুল ইসলাম লিটন ও মো. নজরুল ইসলাম এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল



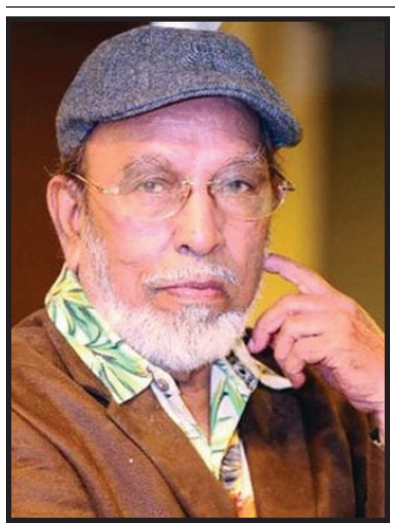
করবেন বলে জানিয়েছেন। অভিজিতের পরিবারের কেউ ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন না।

রায়ের পর্যবেক্ষণ: ট্রাইব্যুনালের বিচারক রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন- অভিজিৎ রায় একজন বিজ্ঞান লেখক ও ব্লগার ছিলেন। বাংলা একাডেমির বইমেলায় বিজ্ঞানমনস্ক লেখকদের আড্ডায় অংশগ্রহণ করে ফেরার পথে আক্রমণের শিকার হন। নাস্তিকতার অভিযোগ এনে নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্যরা অর্থাৎ এ মামলার অভিযুক্ত আসামিরা সাংগঠনিকভাবে অভিজিৎ রায়কে নৃশংসভাবে হত্যা করে। স্বাধীনভাবে লেখালেখি ও মতপ্রকাশের জন্য অভিজিৎ রায়কে নিজের জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হয়। অভিজিৎ রায়কে হত্যার উদ্দেশ্য হলো জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বন্ধ এবং নিরুৎসাহিত করা। যাতে ভবিষ্যতে কেউ স্বাধীনভাবে লেখালেখি ও মতপ্রকাশ না করতে পারে।

রায়ের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের জন নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে মতামত প্রকাশ ও স্বাধীন কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত আসামিদের অভিন্ন অভিপ্রায় ছিল বিজ্ঞানমনস্ক ব্লগার অভিজিৎ রায়কে হত্যা করা। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত আসামিদের কারও ভূমিকা ছোট বড় করে দেখার সুযোগ নেই। যেহেতু অভিযুক্ত পাঁচ আসামি- চাকরিচ্যুত মেজর সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়া, আকরাম হোসেন, মো. আবু সিদ্দিক সোহেল, মোজাম্মেল হুসাইন ও মো. আরাফাত রহমান আনসার আল ইসলামের সদস্য হিসেবে সাংগঠনিকভাবে অভিজিৎ রায় হত্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। সেজন্য ওই পাঁচ আসামির একই সাজা প্রদান করা হবে বাঞ্ছনীয়। অভিজিৎ রায় হত্যায় অংশগ্রহণকারী অভিযুক্ত আসামিরা বেঁচে থাকলে আনসার আল ইসলামের বিচারের বাইরে থাকা সদস্যরা একই অপরাধ করতে উৎসাহী হবে এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তমনা লেখকরা স্বাধীনভাবে লিখতে এবং মতামত প্রকাশ করতে সাহস পাবেন না। কাজেই ওই আসামিরা কোনো সহানুভূতি পেতে পারে না। তাই ওই পাঁচ আসামির প্রত্যেককে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯-এর ৬(২)(অ) ধারায় সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলেই ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। এতে একদিকে নিহতের আত্মীয়রা শান্তি পাবেন এবং মুক্তমনা লেখকরা স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশে সাহস পাবেন। অন্যদিকে ভবিষ্যতে এ ধরনের জঘন্য অপরাধ করতে ভয় পাবে এবং নিরুৎসাহিত হবে। আর আসামি শফিউর রহমান ফারাবীকে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯-এর ২৬(২)(আ) ধারায় সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা সমীচীন হবে।

মামলা, তদন্ত ও বিচার: যুক্তরাষ্ট্র থেকে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য ২০১৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী অভিজিৎ দেশে আসেন। ২৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় অভিজিৎ বইমেলায় যান। মেলা থেকে ফেরার সময় রাত সাড়ে ৮টায় টিএসসি চত্বরের সামনে স্ত্রী বন্যা আহমেদসহ হামলার শিকার হন তিনি। পরে হাসপাতালে নিলে মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় অভিজিতের বাবা ড. অজয় রায় বাদী হয়ে রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন। তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী এ মামলায় চাকরিচ্যুত মেজর সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়াসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দেওয়া হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম এ চার্জশিট দেন। ২০১৯ সালের ১১ এপ্রিল ওই চার্জশিট আমলে নিয়ে পলাতক দুই আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন আদালত। এরপর ওই বছরের ১ অক্টোবর আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের মাধ্যমে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়। ওই বছরের ২৮ অক্টোবর এ মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে রায় ঘোষণার জন্য এদিন ধার্য করেন বিচারক। মামলায় মোট ৩৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে।

বিচারের রায় দেখে যেতে পারেননি অভিজিতের বাবা-মা: রায়ের সময় অভিজিতের পরিবারের কেউ আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। অভিজিতের স্ত্রী বন্যা রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। আর অভিজিতের বাবা এ মামলার বাদী অধ্যাপক অজয় রায় বিচারের রায় দেখে যেতে পারেননি। ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় মন ভেঙে যায় তার। পরে শোক সইতে না পেরে স্ত্রীও গত হন। বিচার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর প্রয়াত হন অধ্যাপক অজয় রায়। অভিজিতের ছোট ভাই অনুজিত রায় বলেন, 'আমি এ রায়ে সন্তুষ্ট। তবে রায় দ্রুত কার্যকর করা হোক। জিয়াসহ যারা পলাতক, যারা হত্যাকানেমবর মাস্টারমাইন্ড, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। যদি গ্রেপ্তার করা না যায়, তাহলে আবার নতুন ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়।



বরেণ্য সংগীত পরিচালক আলী হোসেনের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের বরেণ্য সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলী হোসেন আর নেই (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মিডিয়াকে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পরিবার।

বাংলাদেশের সংগীত জগতের এক উজ্জল নক্ষত্র আলী হোসেন। বাংলা চলচ্চিত্রের অসংখ্য কালজয়ী গান তার হাত দিয়ে সৃষ্টি। তার মধ্যে রয়েছে 'হলুদ বাটো মেন্দি বাটো', 'চাতুরী জানে না মোর বধূয়া', 'অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান যেন ভুলে যেও না', 'আরে ও প্রাণের রাজা তুমি যে আমার', 'এ আকাশকে সাক্ষী রেখে এ বাতাসকে সাক্ষী রেখে', 'ও দুটি নয়নে স্বপনে চয়নে নিজেরে যে ভুলে যায় তুলনা খুঁজে না পায়', 'কে তুমি এলে গো আমার এ জীবনে'সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান।



সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থান এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন

এ কে এম আতিকুর রহমান

এই মাসের প্রথম দিন এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে দেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। সামরিক নেতারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এই কর্মটি করেছেন। অন্যদিকে মিয়ানমারের নির্বাচন কমিশন সামরিক বাহিনীর উত্থাপিত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে তাঁদের দাবির সমর্থনে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে উদ্দেশ্য আর কারণেই হোক, সামরিক বাহিনী অং সান সু চি ছাড়াও তাঁর দলের অন্য প্রবীণ নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে।

আমরা জানি যে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তিতে বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। সেই সময় ইউ নু নতুন সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্টবিরোধী পিপলস ফ্রিডম লীগের (এএফপিএফএল) নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৮ সালে অন্তঃকলহে এএফপিএফএলের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিলে প্রথমবারের মতো সামরিক বাহিনী মিয়ানমারের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল নে উইনকে মিয়ানমারের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ইউ নু জয়লাভ করলে জেনারেল নে উইন তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তবে মিয়ানমারের আকাশ থেকে মেঘের আনাগোনা দূর করা যায়নি, একদিন হঠাৎ করেই নেমে আসে বজ্রঝড়। ১৯৬২ সালে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল নে উইন নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে নেন। সম্ভবত এটিই ছিল মিয়ানমারের জনগণের গণতান্ত্রিক পরিবেশে সরকার নির্বাচিত করার অধিকারের সফল সমাপ্তি।

'গণতন্ত্রের বিকাশে শৃঙ্খল'-এর নামে মিয়ানমারের সামরিক সরকার ২০১১ সালে অনেক সংস্কার আনে, যদিও ২০০৮ সালে প্রণীত সংবিধান সামরিক বাহিনীকে জাতীয় সংসদে ২৫ শতাংশ আসন এবং সংবিধান পরিবর্তন করার নিখুঁত কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। অং সান সু চিসহ রাজনৈতিক নেতাদের অবাধে রাজনৈতিক কর্মকান্ড করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ছিল। সামরিক সরকার রাজনৈতিক নেতাদের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে দিচ্ছিল না। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিদ্যমান দৃশ্যপটের পরিবর্তন শুরু হয়, অন্তত বিশ্বকে দেখাতে যে সামরিক সরকার মিয়ানমারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। তারা মিসেস সু চি এবং অন্য নেতাদের মুক্তি দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সু চি মিয়ানমারের ৫০ বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার গঠন করেন।

সু চি সরকারের পাঁচ বছর এমনভাবে কেটে গেছে যে সামরিক বাহিনী যদিও আড়ালে থেকে তাঁর সরকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছিল, তবে তাদের চোখ বন্ধ রাখেনি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজনীতিবিদরা আশাবাদী ছিলেন যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। কিন্তু জনগণের দুর্ভাগ্য এই যে গণতন্ত্র সম্ভবত মিয়ানমারের সামরিকবাদী পরিবেশে লালিত-পালিত বা বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। মিয়ানমারের জনগণ যখন আকাশে একটি নতুন সূর্য দেখতে শুরু করে, তখনই সঞ্চিত মেঘ আবারও সেই সূর্যটিকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে, যা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের পীড়ার কারণ। যদিও গত নভেম্বরের নির্বাচনে অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) নিরঙ্কুশ জয়লাভ করেছে (৪৭৬টি আসনের মধ্যে পেয়েছে ৩৯৬টি), তবে ইউনিয়ন সলিডারিটি ও ডেভেলপমেন্ট পার্টির (পেয়েছে মাত্র ৩৩টি আসন) মতো সামরিক বাহিনীর সমর্থিত দলগুলো ওই নির্বাচনকে প্রতারণামূলক বলে অভিযোগ করে। নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় এনএলডির পাঁচ বছরের জন্য পরবর্তী সরকার গঠনের কথা ছিল। কিন্তু এনএলডির জয়ের পর থেকেই সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা বিরাজ করছিল এবং অবশেষে তা-ই ঘটে গেল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সু চির দল এনএলডির নির্বাচনে জয়লাভ এবং দ্বিতীয়বারের মতো আরো শক্তিশালী হয়ে সরকার গঠন করতে যাওয়াটাই সেনাবাহিনীর জন্য অভ্যুত্থান আবশ্যক হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনী এমন কিছুর আশঙ্কা করছিল যে ভবিষ্যতে এনএলডি সরকার সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ক্ষমতার লাগাম টানতে পারে, বিশেষ করে সংসদে তাদের নির্ধারিত আসনসংখ্যা হ্রাস করতে পারে। সুতরাং তারা ঝুঁকি নিতে চায়নি। এখন, এমনকি তারা যদি আগামী দুই, তিন বা পাঁচ বছরের মধ্যেও নির্বাচনের আয়োজন করে, যেমন জান্তা সরকার ঘোষণা করেছে, তাহলে সে রকম কোনো পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকবে না।

এরই মধ্যে এক বছরের জন্য সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে গণশোভাযাত্রা আর প্রতিবাদ মিছিল মিয়ানমারে প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্দোলনকারীরা অং সান সু চিসহ গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের মুক্তি দাবি করছে। পুরো মিয়ানমারেই সামরিক সরকারবিরোধী সমাবেশ ও মিছিল থেকে রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির জন্য জোরদার দাবি জানানো হচ্ছে। সামরিক সরকারের প্রধান বলেছেন যে তাঁরা সংবিধান অনুসরণ করবেন এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য শিগগিরই একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেবেন। আমরা জানি, অতীতেও বহুবার তাঁরা এ ধরনের প্রতিশ্রুতির কথা উচ্চারণ করেছিলেন।

আমরা জানি যে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তিতে বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। সেই সময় ইউ নু নতুন সরকারকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্টবিরোধী পিপলস ফ্রিডম লীগের (এএফপিএফএল) নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৮ সালে অন্তঃকলহে এএফপিএফএলের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিলে প্রথমবারের মতো সামরিক বাহিনী মিয়ানমারের রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

কোনো সন্দেহ নেই, মিয়ানমারের সামরিক সরকারের বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মিত্র রয়েছে, বিশেষ করে চীন, যারা রাজনৈতিক সমর্থন বাড়ানোর পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে আসছে। রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুদের গণহত্যায় সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি জানা সত্ত্বেও আসিয়ানের বেশ কয়েকটি সদস্য দেশ মিয়ানমারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান আমাদের কাছে এরই মধ্যে স্পষ্ট। মিয়ানমারের মিত্রদের কাছে রোহিঙ্গা ইস্যু একটি ছোটখাটো ইস্যু, যা মিয়ানমারে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার তুলনায় মোটেই গুরুত্ব রাখে না। সংগত কারণেই রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদের কৌশলগুলো নির্ধারণের সময় এই বাস্তবতাটি ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

আমরা জানি, ক্ষমতা দখলকারী সামরিক প্রধান সিনিয়র জেনারেল অং মিন হ্লাইং দেশের শীর্ষস্থানীয় জেনারেলদের একজন, যাঁদের রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুদের জাতিগত নির্মূলকরণে ভূমিকা থাকার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্য সব জেনারেলও বর্তমানে তাঁর সঙ্গে ক্ষমতায় রয়েছেন। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি থেকে আমরা বুঝতে পারছি, রোহিঙ্গা সংকটের কোনো ইতিবাচক ফল শিগগিরই আসবে বলে মনে হয় না। অং সান সু চির বেসামরিক সরকার যে কাজটি করেনি, তা আমরা সামরিক সরকারের কাছ থেকে কি আশা করতে পারি? সামরিক সরকার সত্যি যদি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনপ্রক্রিয়াটি শুরু করে, তবে সেটি হবে একটি অলৌকিক কাজ।

আন্তর্জাতিক আদালতে (আইসিজে) গাম্বিয়ার আনা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সংঘটিত রোহিঙ্গা গণহত্যা সংক্রান্ত মামলাটির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, ২০ জানুয়ারি ২০২১ সালে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আইসিজের এখতিয়ার নিয়ে মিয়ানমার প্রাথমিক আপত্তি জানিয়েছিল। অর্থাৎ ওই ঘটনাটি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের ঠিক দুই সপ্তাহ আগের। আইন বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই আপত্তিতে মিয়ানমার উল্লিখিত মামলার শুনানি আইসিজে করতে পারে কি না এবং গাম্বিয়া মামলাটি আনতে পারে কি না, সেসব প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ওই মামলার প্রাথমিক শুনানির সময় অং সান সু চি আন্তর্জাতিক আদালতেও অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। সন্দেহ নেই, এখন নতুন রাজনৈতিক পরিবর্তনকে পুঁজি করে মিয়ানমার বিচারপ্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার জন্য আরো একটি সুযোগের সন্ধান করবে, রোহিঙ্গা ইস্যুতে বরাবরই যা তারা করে আসছে। তবে গণহত্যার বিষয়ে জাতিসংঘের কনভেনশনের সংশ্লিষ্ট বিধান মতে যেকোনো রাষ্ট্রকেই অন্য কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে গণহত্যার জন্য মামলা আনার অনুমতি দেয়, এমনকি ওই রাষ্ট্রটি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও।

এটি সত্য যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে প্রত্যাবাসন চুক্তি করেছিল, যদিও গত তিন বছরে এ বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। মিয়ানমার সব সময়ই প্রত্যাবাসনপ্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির করে আসছে। আজ পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের সদিচ্ছা বা আন্তরিকতার কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। তারা শুধু টালবাহানা করেই যাচ্ছিল, এমনকি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অজুহাতে মিয়ানমারের সামরিক সরকার ২০২১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী নির্ধারিত দুই দেশের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাটিও স্থগিত করে দেয়।

বলা হয়ে থাকে, কোনো দেশ তার প্রতিবেশী পরিবর্তন করতে পারে না। মিয়ানমার বাংলাদেশের প্রতিবেশী এবং সেটি হোক না গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার বা সামরিক সরকার পরিচালিত, সে প্রতিবেশী হিসেবেই থাকবে। এরই মধ্যে সামরিক সরকারের প্রধান জেনারেল অং মিন হ্লাইং ঘোষণা করেছেন, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনসংক্রান্ত আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আমাদের যে ভরসা জাগে না, যদিও দুই দেশের মধ্যে সংলাপ শিগগিরই আবার শুরু হবে–এই প্রত্যাশায় বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখে যাচ্ছে। যা হোক, আমাদের শুধু এতটুকুই প্রত্যাশা (সব সময়ই যা করে আসছি) শিগগিরই রোহিঙ্গারা নিরাপদে এবং সম্মানের সঙ্গে নিজেদের গৃহে ফিরে যাবে।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী

বাঙালীর আবেগ, ভালোবাসা, আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া এক প্রেরণার উৎস একুশে ফেব্রুয়ারী। দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। বাঙালীর আত্মশক্তির উত্থান দেখা গিয়েছিল ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে। সেদিন মাতৃভাষা বাংলার সম্মান রক্ষার তাগিদে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন বাংলার দামাল ছেলেরা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা ঘাতকের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষার জন্য প্রকাশ্যে আন্দোলন করে শহীদ হওয়ার পূর্বদৃষ্টান্ত আর নেই। অমর সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশে তো বটেই, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকা বাঙালীরা আজ ছুটে যাবে শহীদ মিনারে। ফুলে ফুলে ভরে যাবে শহীদ মিনার। শহীদ মিনার রূপ নেবে স্মৃতির মিনারে। শুধু আমরা নই, সারা বিশ্বই দিবসটি পালন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের স্মরণ করে, শ্রদ্ধা জানাবে তাঁদের প্রতি। আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি ভাষা আন্দোলনের জানা-অজানা সব শহীদকে।

মাতৃভাষায় যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, অন্য কোনো ভাষায় তা করা যায় না। মাতৃভাষা ছাড়া জ্ঞানচর্চাও পূর্ণাঙ্গতা পায় না। দুঃখজনক হলেও সত্য, মাতৃভাষার চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি, যা ভাষা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। আদেশ-নির্দেশ দিয়ে সেটি করা সম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন না। এ জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে শাণিত করতে হবে, পরিভাষা, অভিধানসহ সম্ভাব্য সব উপকরণ সহজলভ্য করার মাধ্যমে ভাষাচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং বিজাতীয় মন-মান-সিকতা থেকে বিনা প্রয়োজনে বিদেশি ভাষা ব্যবহারের অপচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করতে হবে।

আমাদের মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পৃথিবীর ভাষা সংরক্ষণের মতো বিশাল কাজ আমরা করতে পারব না। তবে আন্তর্জাতিক পন্ডিতদের সহায়তায় গবেষণা করে প্রস্তাব করতে পারি বিভিন্ন দেশ কী পদক্ষেপ নিতে পারে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মাতৃভাষা সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। সরকার এর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে; কিন্তু সে প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা আরো বেশি জরুরি। বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের গর্ব। একই সঙ্গে মাতৃ ভাষার চর্চাটা খুবই দরকার। সবাই মিলে বাংলা ভাষার চর্চা করব, তাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়বে, আমরা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসব, একে অপরকে বুঝব, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা একই রকম হবে। বৃদ্ধি পাবে সামাজিকতা তথা মনুষ্যত্ব। পৃথিবীতে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী আমরা। এ জন্য জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত। বাংলা ও বাঙালীর ভাষিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে এগিয়ে নেওয়ার সার্বক্ষণিক চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। আর তার মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

বাংলা যেভাবে জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষার মর্যাদা পাবে

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

ভাষা একটি দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য, বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়নেও অবদান রাখবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য হলো, সব মাতৃভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া, বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা, বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া, দুর্বল বলে কোনো ভাষার ওপর প্রভুত্ব আরোপের অপচেষ্টা না করা।

এ দিবসে প্রত্যেকে নিজের এবং অন্য জাতির মাতৃভাষাকে মর্যাদা দেবে। এভাবে একুশকে চেতনায় ধারণ করে মাতৃভাষাকে ভালোবাসার প্রেরণা পাবে মানুষ। বাঙালী জাতি বুকের রক্ত দিয়ে বিশ্বকে শিখিয়ে দিয়ে গেল ভাষাকে ভালোবাসার মন্ত্র। মাতৃ ভাষা দিবসের তাৎপর্য লুকিয়ে আছে দেশ, দেশের মানুষ, দেশের সংস্কৃতি, দেশবাসীর জীবনাচারকে ভালোবাসা আর তার জন্য গর্ববোধ করার মধ্যে।

স্বাধীনতার পর সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। বিভিন্ন সরকারের আমলে আইনও প্রণয়ন করা হয়। আইনের প্রয়োগ না থাকা অথবা মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞার কারণে দেশের বেশির ভাগ স্তরেই বাংলা বিমুখতা প্রকট আকার ধারণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হাইকোর্ট থেকে রুলসহ দু'টি আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়নি। এভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা একদিন অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ভাষাবিদরা বলছেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের যে দাবি ছিল তা আজও পূরণ হয়নি। শুধু কাগজে-কলমে রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কিন্তু সর্বত্রই ইংরেজীসহ বিদেশী ভাষার দাপট। এ অবস্থা চলতে থাকলে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি বিলীন হয়ে যেতে পারে। ভাষা শহীদদের চাওয়া এখনো পূরণ হয়নি। এত বছর পরও সমাজ ও রাষ্ট্রের সব জায়গায় বাংলা ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ার পেছনে ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলোর সদিচ্ছার অভাব ছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তথ্য মতে, 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' প্রয়োগ করতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় 'বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ' এবং বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বান-ানরীতি' প্রণয়ন করে। কিন্তু জাতীয় ভাষানীতি না থাকায় বানানে সমতা আনা যাচ্ছে না। সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানার অনেক প্রতিষ্ঠান প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করছে না। এ ভাষানীতির অভাবেই বিভিন্ন সরকারের আমলে সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হলেও তা কার্যকর হয়নি। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ যাতে বৃথা না যায় সে দিকে দৃষ্টি রেখেই সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার চালু করতে হবে। প্রথমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। যাতে অন্যরাও এতে উৎসাহিত হয়।

বাংলা বিশ্বের ৩০ কোটির বেশি মানুষের মাতৃভাষা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও সরকারি ভাষা। এক কালের 'ভাবের ভাষা' একালের কাজের ভাষাও বটে। বাংলাদেশের সরকারি অফিস-আদালত, বেসরকারি অফিস, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহ, সব পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, মননজীবী সবাই তাদের ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-চেতনায় ও কর্মজীবনে নানাভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দ, সুখ ও গর্বের বিষয়। কেননা ভাষা স্থবির নয় বরং জঙ্গম। তা প্রবাহমান নদীর মতো দু'কূল ছাপিয়ে চলে উদ্দাম গতিতে। পথে নানা স্থান হতে সংগৃহীত হয় নানা উপকরণ যা ভাষাকে সতত সমৃদ্ধ করে চলে। তাই ভাষার বহুমাত্রিক ও কলেবর ক্রমাগত বেড়েই চলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, কালের পর কাল। যুগ যুগ ধরে ভাষা সমৃদ্ধশালী হয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় নতুন আঙ্গিক ও অবয়বে। বাংলা অনেক সমৃদ্ধ ভাষা। এর শব্দ ভান্ডার অফুরন্ত। রয়েছে নানা বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য। শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষকদের এবং গণমাধ্যমের জন্য একটি পরিমিত বাংলা ভাষা দরকার। শিক্ষকরা যদি নিজেই ভালো বাংলা না বলতে পারেন তাহলে শিক্ষার্থীদের শেখার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের গ্রামে এবং শহরে মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা

সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনে গুরুত্ব দিয়েই ভাষা বিকাশের ধারা উজ্জীবিত রাখতে হবে। বাংলার বিকাশ সাধনে গবেষণা, অনুবাদ, পরিভাষা, শুদ্ধ ভাষার কথন ও উচ্চারণ, প্রমিত বাংলা বানানরীতি, ভাষানীতি ইত্যাদি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পড়ানোর মতো ভালো কোনো শিক্ষক নেই। এটি একটি বড় সঙ্কট। এক সময়ে স্কুলে পন্ডিত মশাইরা ছিলেন যারা বাংলা পড়াতেন। শব্দের উৎপত্তি, বাংলা ব্যাকরণে তাদের ভালো দখল ছিল। সেই পন্ডিত মশাইরা এখন আর নেই।

আমরা তথ্যপ্রযুক্তির ওপর জোর দিয়েছি, তবে ভাষার দিকে কোনো খেয়াল নেই। এতে আমরা ভালো বাংলা বা ইংরেজি শিখতে ও বলতে পারছি না। আমরা এখন দাবি করছি জাতিসংঘের ভাষা হবে বাংলা। সেজন্য যদি পরিভাষা তৈরি করতে না পারা যায়, তাহলে আমরা সমস্যায় পড়ব। এ জন্য আইন, বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের পরিভাষা তৈরি করতে হবে। কারণ জাতিসংঘ নানা আইন প্রণয়ন করে থাকে। জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আগে আমাদের উচিত হবে বাংলাকে আরো সমৃদ্ধ করা।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করার আগে জরুরি হলো আমরা শুদ্ধভাবে বাংলা বলতে এবং লিখতে পারি কি না তা যাচাই করা। যারা বাংলায় লেখালেখি করেন তারা অবগত আছেন ব্যাকরণসম্মতভাবে বাংলা বাক্য তৈরি করা এবং শুদ্ধ বানানে বাংলা শব্দ লেখা কতটা কঠিন। প্রথমত, আমাদের কতকগুলো বিষয় আইনগত বাধ্যবাধকতার ভেতর নিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের মনমান-সিকতার পরিবর্তন করতে হবে। মাঝে মাঝে ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারা মানে বড় কিছু হয়ে যাওয়া– এই মান-সিকতা থেকে বের হয়ে আসা খুবই জরুরি। আরেকটি বিষয় হলো, বিশ্বায়নের যুগে আমাদের শিল্প-সাহিত্য চর্চা। এই বিষয় এখন সারা বিশ্বে আদান-প্রদান হচ্ছে। এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশে অনূদিত হচ্ছে এবং প্রভাব পড়ছে। বিশ্ব শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য জানতে হলেও আমাদের বাংলা ভাষার দুয়ার খুলতে হবে। পৃথিবীর সেরা সাহিত্যগুলো কিন্তু ইংরেজি ভাষায় নয়। আমাদের অনুবাদ সাহিত্য আরো বাড়াতে হবে। কালজয়ী বইগুলো বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। আমাদের মনোজগতে ইংরেজি নিয়ে একটি ঔপনিবেশিকতা তৈরি হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন নেই কিন্তু তাদের চিহ্ন থেকে আমরা বের হতে পারিনি। আমরা চাচ্ছি সর্বস্তরে বাংলা চালু হোক, বাংলা ভাষা যথাযথ মর্যাদা পাক কিন্তু এই ঔপনিবেশিক মনোভাব থেকে বের হতে না পারলে তা সম্ভব হবে না।

আমরা খাদ্যদূষণ, ফরমালিন, ভেজাল তেল, দুধে পানি মেশানোসহ ভোগ্যপণ্যের বিষয়ে খুবই সচেতন। কিন্তু আমাদের ভাষা যে দূষণের কবলে সে বিষয়ে আমরা কথা বলি না। বর্তমানে এফএম রেডিওতে ভাষার কী পরিমাণ দূষণ হয়েছে তা বর্ণনাতীত। বাংলা ভাষার ঐতিহ্য হারিয়ে আমরা জগাখিচু-রির মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছি। বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে আমরা যে ভাষা তৈরি করছি তা আমাদের আত্মমর্যাদার জন্য অসম্মানজনক। বাংলায় প্রচুর বিদেশী শব্দ রয়েছে যেগুলো আমরা বাংলা হিসেবেই গ্রহণ করেছি।

১৯৫২ সালের ভাষার দাবী কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল স্বাধিকারের আন্দোলন। এরই প্রেক্ষাপটে হলো সশস্ত্র সংগ্রাম; অর্জিত হলো স্বাধীনতা। বাংলা ভাষাকে বিশ্বপরিমন্ডলে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও থেমে ছিল না। অবশেষে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কান-াডা প্রবাসী বাঙালী তরুণদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে একুশের চেতনা ধারণ করে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারীকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এরপর ২০০০ সালে ১৬ মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মাতৃভাষার প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিতে বিশ্বের প্রতিটি দেশ দিবসটি পালন করবে।

সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনে গুরুত্ব দিয়েই ভাষা বিকাশের ধারা উজ্জীবিত রাখতে হবে। বাংলার বিকাশ সাধনে গবেষণা, অনুবাদ, পরিভাষা, শুদ্ধ ভাষার কথন ও উচ্চারণ, প্রমিত বাংলা বানানরীতি, ভাষানীতি ইত্যাদি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ, যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং শুদ্ধ বানানরীতির অনুসরণে সব বাঙালীকে যত্নবান হতে হবে। তাহলেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা একদিন আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে।

বাংলা ভাষা সেভাবে বিকশিত হলেই একদিন তাকে জাতিসংঘের ব্যবহারিক ভাষা করার দাবি উচ্চকিত হবে এবং বাংলা হবে জাতিসংঘের দাফতরিক ভাষা।

লেখক: কলামিস্ট

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারী	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
ফজর	৫.২২	৫.২১	৫.২০	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৫	৫.১৪
সূর্যোদয়	৬.৩৯	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩১	৬.৩০
জোহর	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৮	১২.০৮
আসর	৩.৫৭	৩.৫৮	৩.৫৯	৪.০০	৪.০১	৪.০২	৪.০৩
মাগরিব	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭
এশা	৬.৫৫	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০১	৭.০২

সামরিকতন্ত্র, এ যেন মহাকালের অনাদি রূপ



গোলাম মাওলা রনি

আমরা অসামরিক লোকেরা প্রায়ই এ কথা ভেবে অবাক হই, যখন শুনি আধুনিককালের প্রায় সব সামরিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন জমানার গাওগেমেলার যুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয়। ৩৩১ সালের ১ অক্টোবর পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসের আড়াই লাখ সেনাবাহিনীর সামনে মাত্র ৪৭ হাজার বাহিনী নিয়ে তরুণ আলেকজান্ডার, যখন তিনি দিগ্বিজয়ী হননি কিংবা সম্রাটরূপে পরিচিতির বদলে তার পরিচয় ছিল কেবলই মেসিডোনিয়া নামক ক্ষুদ্র একটি ইউরোপীয় রাজ্যের শাসক, দুনিয়া তার কর্মকান্ডকে পাগলামোর ছলে সদলবলে আত্মহত্যার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছিল। কারণ তৎকালীন দুনিয়ার এক নম্বর সুপার পাওয়ার পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো দূরের কথা, তাদের কোনো হুকুম নির্দেশ অথবা সুপারিশ এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রের ছিল না।

এ অবস্থায় পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস যখন আলেকজান্ডারের যুদ্ধাভিলাষ সম্পর্কে জানলেন তখন সদলবলে তার শাহী দরবারে বসে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের অট্টহাসি শুরু করে দিলেন। পরে তিনি যখন সৈন্য সমাবেশের খবর শুনলেন, তখন নেহাত মজা করার জন্য আড়াই লাখ সৈন্য নিয়ে গাওগেমেলা নামক প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। যে সাহসিকতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মেধা, বাগ্মিতা, বীরত্ব এবং অনবদ্য কৌশল খাটিয়ে মহাবীর আলেকজান্ডার অভাবনীয়ভাবে পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করলেন সেই কৌশল বর্তমান সুপারসনিক ডিজিটাল যুগের পারমাণবিক হাইড্রোজেন আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তির যুদ্ধের ময়দানেও কাজে লাগবে! ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিনিরা অপারেশন যার নাম 'ডেজার্ট স্টর্ম' দিয়েছিল সেই যুদ্ধেও নাকি আমেরিকান সেনাপতি হারবার্ট নরমান সোয়ার্জকপ আলেকজান্ডারের গাওগেমেলা যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো আলেকজান্ডার ছিলেন আইরন এজ বলে খ্যাত লৌহযুগের সেনাপতি। অন্য দিকে পারস্য যুদ্ধ যার অন্য সাংস্কৃতিক নাম ছিল ভিডিও গেম ওয়ার, এই দুইয়ের কৌশল এক এবং অভিন্ন হয় কী করে? একইভাবে মার্কিনিরা যখন ১৯৫৫ সালে ভিয়েতনাম আক্রমণ করে তখন ভিয়েতনামি যোদ্ধারা আজ থেকে দুই হাজার ৬০০ বছর আগে রচিত যুদ্ধসংক্রান্ত একটি বইয়ের সূত্রগুলো প্রয়োগ করে পৃথিবীর এক নম্বর সুপার পাওয়ার আমেরিকান বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত ও অপমানিত করে ভিয়েতনাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। প্রাচীন চীনের এক মহাবীর যাকে কিনা পৃথিবীর সর্বকালের সেরা মিলিটারি জিনিয়াসদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়, সেই জেনারেল সান ঝু রচিত 'আর্ট অব ওয়্যার' বইটি কেন এখনো সারা দুনিয়ার সামরিক স্কুল-কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয় তা জানার জন্যও আমি মাঝে মধ্যে নিদারুণ কৌতূহল অনুভব করি।

ব্যাটেল অব গাওগেমেলা, আর্ট অব ওয়ার ছাড়াও মহাবীর জুলিয়াস সিজারের ব্যাটেল অব ফারসালুস, মহাবীর হানিবলের ব্যাটেল অব ক্যান্নি, নোপালিয়ন বোনাপার্টের ব্যাটেল অব পিরামিডসহ পৃথিবীর প্রথম সম্রাট সারগন আক্কাছ এবং পারস্য সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেটের যুদ্ধ কৌশলগুলোও উচ্চতর সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। আপনি যদি সেই আদিকালের সামরিক বাহিনীর নিয়ম-কানুন, খাবার-দাবার, পোশাক, প্রশিক্ষণ, ভাতা, বিনোদন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বিবেচনা করেন তবে দেখতে পাবেন, কোনো কিছুরই পরিবর্তন হয়নি কেবল সময় ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া। আগে যেভাবে রাজা বাদশাহরা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, লোভ-লালসার বাস্তবায়ন, পরিবারতন্ত্র বজায় রাখা ইত্যাদি কর্মের জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতেন তদ্রুপ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারাও রাজা-বাদশাহদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বসতেন। কেউ কেউ সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক ও মেধাবী রাজনীতিবিদ হওয়ার কারণে তাদের অতীত সেনা অভ্যুত্থান গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়াত এবং তারা নিজেরাই নতুন রাজপরিবার প্রতিষ্ঠিত করে ফেলতেন।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সেনাবাহিনী নাকি সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। তবে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রীয় বেতনভুক সেনাবাহিনী প্রথা চালু করেছিল তুর্কি অটোমানরা যার নাম ছিল জেনিসারি বাহিনী। এর আগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী রাষ্ট্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপলক্ষে সৈন্যবাহিনী গড়তো এবং যুদ্ধ শেষে তা ভেঙে দেয়া হতো। বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য সারা বছর সেনাবাহিনী রাখত বটে তবে কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে তাদের কোনো বেতনভাতা দেয়া হতো না। একেকজন সেনাপতিকে তার পদ-পদবি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সফলতার ওপর ভিত্তি করে জমিদারি দেয়া হতো। সেই আয় দিয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, তীরন্দাজ ইত্যাদি শিরোনামে সেনাবাহিনী পুষতে অনুমতি দেয়া হতো, যারা রাজার নির্দেশে যুদ্ধ করতে বাধ্য হতো।

সামরিক বাহিনীর জন্য জনবিচ্ছিন্ন জীবন, কঠোর অনুশীলন, পরিমিত ও প্রয়োজনীয় আহার এবং দুর্নীতিমুক্ত নির্দিষ্ট আয়-রোজগার যারা নিশ্চিত করতে পেরেছেন তারাই সেনাবাহিনী দ্বারা নিজেরা উপকৃত হয়েছেন এবং দেশ-জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করে ইতিহাসে স্থান করে নিতে পেরেছেন। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। হজরত ওমর রা:-এর জমানায় সেনাপতি আমর ইবনুল আস যখন মিসর জয় করলেন তখন সেখানে একদল সেনাবাহিনী নিয়মিত রাখা দরকার বলে খলিফার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। খলিফা ওমর সে অনুমতি দিলেন; তবে সেনাবাহিনীর জন্য ক্যান্টনমেন্ট নির্মাণ এবং সেই ক্যান্টনমেন্ট যেন শহর বন্দর রাজধানী থেকে বহু দূরে তৈরি করা হয় সে ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা পাঠালেন। খলিফা ওমরের জমানায় সর্বপ্রথম যে ক্যান্টেনমেন্টটি নির্মিত হয়েছিল মিসরে সেটিই এখনকার মিসরের রাজধানী কায়রো, যা তৎকালীন জমানায় বিরানভূমি ছিল।

সাইরাস লিডিয়া জয় করলেন– লিডিয়ার সাবেক সম্রাট তার কর্মচারী নিযুক্ত হলেন; কিন্তু তার পরও লিডিয়ার সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিট অব্যাহত গেরিলা যুদ্ধ দ্বারা সাইরাসকে আতঙ্কিত করে তুলল। সাইরাস লিডিয়া সম্রাটের পরামর্শ চাইলে ক্রেসাস উত্তর দিলেন, গেরিলা যোদ্ধাদের পেটুক ও সঙ্গীতপ্রিয় করে তুলতে হবে। তাদের হাতে বাদ্যযন্ত্র, পায়ে নরম স্যান্ডেল এবং গায়ে আরামদায়ক পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও হজরত ওমর রা:-এর সময়ের। সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ তার অসামান্য বীরত্ব, প্রতিটি যুদ্ধে বিস্ময়কর বিজয় এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তার কারণে রীতিমতো জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হলেন। ঠিক এই সময়ে জনৈক কবি সেনাপতিকে নিয়ে নাতিদীর্ঘ এক কবিতা রচনা করলেন এবং সেনাপতি খুশি হয়ে যুদ্ধ তহবিল থেকে বড় একটা অনুদান কবিকে দিলেন। খলিফা সেনাপতিকে এর কারণ দর্শাতে বললেন এবং সেনাপতির জবাব সন্তোষজনক না হলে তিনি কেবল সেনাপতিকে পদচ্যুতই করবেন না বরং একজন সাধারণ সিপাহিরূপে তাকে নতুন সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। খলিফা ওমর এত বড় সিদ্ধান্ত তখন নিয়েছিলেন যখন মুসলিম বাহিনী সিরিয়াতে যুদ্ধরত ছিল না।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি যে, সেনাবাহিনীর মতো স্পর্শকাতর বিষয়াদি কঠোরতার সাথে পরিচালনার জন্য কতটা সততা, ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিকতা এবং সাহসের প্রয়োজন পড়ে। রাজা যদি নিজে রাজভান্ডার লুট করেন, প্রজাদের বধূ-কন্যা হরণ করেন এবং রাজ্যে অবিচার-অনাচার ও অত্যাচারকে ভাত-মাছের মতো সাধারণ ঘটনা বানিয়ে ফেলেন তাহলে রাজার সেনাবাহিনী তাদের মালিকের সাথে পাল্লা দিয়ে কতটা খারাপ হতে পারে তা আমরা বাংলার জমিনে আফ্রিকীয় ক্রীতদাস তথা মামলুক যুগে দেখেছি। অন্য দিকে বাংলার সেনাবাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস দেখেছি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এবং শায়েস্তা খানের জমানায়।

নিবন্ধের শুরুতে যে কজন ভুবনবিখ্যাত 'সেনাপতি কাম রাজা'র নাম বলেছি তারা সবাই প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হলো– কেবল সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন লোকজনকে সেনাসদস্যরূপে মনোনীত করেন। যোগ্যদের কঠোর পরীক্ষা, হাজারো অনুশীলন, যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতা এবং যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে পান্ডিত্যের ওপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দিতেন। নিজের ছেলে-সন্তান, ভাই বেরাদর বা আত্মীয়রা যোগ্য না হলে সেনাবাহিনীর ধারেকাছেও ভিড়তে দিতেন না। সেনা সদস্যদেরকে রাজধানী, রাজদরবার, রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিনোদন, বিলাসিতা, অধিক পানাহার তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ, ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যাওয়া, বাজারে গমন ইত্যাদি ব্যাপারেও মারাত্মক কড়াকড়ি ছিল। কেবল যুদ্ধজয়ের পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লুটপাট, নারী ধর্ষণের অনুমতি ছিল। কিন্তু লুটপাটের অর্থ সেনা কমান্ডারের মাধ্যমে রাজকোষে জমা দিতে হতো। ফলে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্ট যুদ্ধ করার জন্য পাগলপারা হয়ে থাকত। একটি ক্ষুদ্র সেনাদল কিভাবে একটি সাম্রাজ্য গঠনে ভূমিকা রাখে আবার পৃথিবীর বৃহত্তম সেনাবাহিনী কিভাবে ক্ষুদ্রতম একটি সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা সম্রাটকে যুদ্ধক্ষেত্রে কবরে পাঠিয়ে দেয়, সেই কাহিনী বলে আজকের নিবন্ধটি শেষ করব। ইতিহাসের জনক হিরোডোটাস তার বইয়ে পারস্য সম্রাট মহামতি সাইরাসের উত্থানপর্ব এবং মৃত্যুপর্বে নাটকীয় যে দুটো কাহিনী বলেছেন তা আজকের নিবন্ধের পাঠকদের কাছে বর্ণনা করে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

মহামতি সাইরাসকে বলা হয় 'পৃথিবীর সর্বকালের সেরা সম্রাট' যিনি সবচেয়ে বড় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সেই প্রাচীন জমানাতেও ন্যায়বিচার, সুশাসন, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করে যে অনবদ্য নজির স্থাপন করেছেন এর দ্বিতীয় নজির নেই। অধিকন্তু তার প্রতিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্য যেমন হাজার বছর টিকে ছিল, তেমনি তার উত্তরাধিকারীরাও সুদীর্ঘ সময় ধরে শাসন করার নজির স্থাপন করেছিলেন। সাইরাসের বিজয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে সম্পদশালী রাজ্য লিডিয়া দখল। তিনি কেবল লিডিয়া অর্থাৎ আজকের তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চল তথা উসাক, মানিসা, ইজমিরসহ পশ্চিমা এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমিই দখল করলেন না, বরং লিডিয়ার সম্রাট ক্রেসাসকে নিজের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন।

সাইরাস লিডিয়া জয় করলেন– লিডিয়ার সাবেক সম্রাট তার কর্মচারী নিযুক্ত হলেন; কিন্তু তার পরও লিডিয়ার সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিট অব্যাহত গেরিলা যুদ্ধ দ্বারা সাইরাসকে আতঙ্কিত করে তুলল। সাইরাস লিডিয়া সম্রাটের পরামর্শ চাইলে ক্রেসাস উত্তর দিলেন, গেরিলা যোদ্ধাদের পেটুক ও সঙ্গীতপ্রিয় করে তুলতে হবে। তাদের হাতে বাদ্যযন্ত্র, পায়ে নরম স্যান্ডেল এবং গায়ে আরামদায়ক পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে তারা যুদ্ধ ভুলে লোভী-অলস-দুর্নীতিপ্রবণ এবং কলহপ্রিয় হয়ে পড়বে। সাইরাস তখন যুদ্ধপ্রবণ এলাকা ত্যাগ করে সেখানে সঙ্গীতশিল্পী ও নর্তকী পাঠালেন। নামমাত্র মূল্যে উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র, রেশমি কাপড় এবং নরম স্যান্ডেল ফেরিওয়ালাদের মাধ্যমে গেরিলাদের (বাকী অংশ ৮ পাতায়)

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সামরিকতন্ত্র, এ যেন মহাকালের অনাদি রূপ

(৬ পাতার পর)

কাছে পৌঁছে দিলেন। যুদ্ধপ্রবণ এলাকাগুলোতে সুন্দরী দাসী, খাদ্য ও মদভর্তি যানবাহন পরিত্যক্ত বা মালিকানাবিহীন অবস্থায় দেখা গেল যা হাসিলের জন্য সেনারা যুদ্ধ ফেলে নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি ও দ্বন্দ্ব সঙ্ঘাত আরম্ভ করল। ফলে শক্তিশালী লিডিয়া সাম্রাজ্যের গেরিলা ইউনিটটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল।

আলোচনার এই পর্যায়ে আপনাদের সাইরাসের পতন ও মৃত্যুর কাহিনী বলছি। তিনি বলতে গেলে এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অংশ জয় করার পর নতুনভাবে জয় করার কোনো অঞ্চল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কারণ দূরের ও কাছের সব রাজ্যই তাকে কর দিত এবং আনুগত্য প্রকাশ করত। কিন্তু যুদ্ধপ্রিয় সাইরাস যুদ্ধের জন্য উতলা হয়ে পড়লেন এবং কার সাথে কিভাবে যুদ্ধ বাধানো যায়, সে পাঁয়তারা শুরু করলেন। তৎকালীন মধ্য এশিয়ার অর্থাৎ আজকের তুর্কমেনিস্তান-আজারবাইজান ও আফগানিস্তান এলাকার মধ্যখানে মাসাগাতাই নামের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল যার রাজা সাইরাসকে কর দিতেন। রাজা মারা গেলে তার স্ত্রী তমিরি রানী হন। এই সুযোগে সাইরাস রাজ্যটি দখলের উদ্দেশ্যে প্রথমে রানীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। রানী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সাইরাস মাসাগাতাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রানী তমিরি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী একটি পত্র লিখে নিজের ক্ষুদ্রত্ব, বার্ধক্য এবং সাইরাসের সাম্রাজ্যের বিশালতা বর্ণনা করে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাইরাস সব কিছু উপেক্ষা করে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হন।

এ অবস্থায় রানী তার রাজ্যের সমুদয় অর্থ দিয়ে দামি খাবার, মদ, বস্তু ও স্বর্ণমুদ্রাসহ বিরাট এক বহর তৈরি করেন। তারপর সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দুর্বল অংশকে সেই বহরের দায়িত্ব দিয়ে পড়ন্ত বিকেলে আমুদরিয়া নদীর পাড়ে সাইরাস বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে পাঠান এবং নিরাপদ দূরত্বে শক্তিশালী আত্মঘাতী ইউনিট নিয়ে গোপনে অপেক্ষা করতে থাকেন। সাইরাসের বাহিনী গোধূলিলগ্নে রানীর ফাঁদে পা দিয়ে একটি সাজানো যুদ্ধে জয়লাভ করে অবিশ্বাস্য ধনসম্পদ-খাদ্য-পানীয় এবং নারীদের পেয়ে সারা রাত মাতলামি করে ভোররাতে মরণনিদ্রায় ঢলে পড়ে। ঠিক সেই সময় রানীর গেরিলা বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে পুরো সাইরাস বাহিনীকে কচুকাটা করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সাইরাসকেও হত্যা করতে সমর্থ হয়।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

স্বাধীনতার সেনাবাহিনী

(৯ পাতার পর)

বলে জানা যায়। সামরিক বাহিনী সবসময়ই তার করপোরেট স্বার্থ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। যখনই এতে ব্যাঘাত ঘটে তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

১৯৪৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার গোটা পৃথিবী থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন থাকে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এ সময়কালকে বলে থাকেন 'রেজিম অব আইসোলেশন'। সেনাবাহিনী এই সময়কালে সেখানে একধরনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের কথা বলে। এ ব্যবস্থাটি ছিল অনেকটা চীনা ধারায়। ভৌগোলিকভাবে মিয়ানমারের সাথে রয়েছে চীনের বিশাল সীমান্ত। বিচ্ছিন্নতার সময়কালে মূলত চীনই ছিল মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিভাবক।

২০১৫ সাল থেকে সেখানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক তৎপরতা বেড়ে যায়। বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য নিজেদেরকে খানিকটা উন্মুক্ত করে মিয়ানমার। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকেও বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসে। অং সান সু চি চীন এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে কষ্টকর ভারসাম্যের চেষ্টা করেন। ভাষ্যকাররা বলছেন, মিয়ানমারের উন্মুক্তকরণ নীতির ফলে অসন্তুষ্ট হয় চীন। তাই সামরিক বাহিনী যখন ক্ষমতা দখল করে তখন চীন প্রকারান্তরে এর প্রতি সমর্থন জানায়। চীনের ভাষায়, এটি হচ্ছে প্রশাসনিক রদবদল। নিরাপত্তা পরিষদে চীন সম্মত না হওয়ায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নেয়া যায়নি। পরে নিরাপত্তা পরিষদকে 'সেনাশাসন প্রত্যাহার করার' আহ্বানের মধ্যেই সীমিত থাকতে হয়। অপর দিকে আমেরিকা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হলে অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি দিয়েছেন। উল্লেখ্য, সেনাশাসনের ফলে দীর্ঘকাল ধরে মিয়ানমারের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপিত ছিল। আবার যদি এ ধরনের অবরোধ আরোপ করা হয় তা মিয়ানমারের জনসাধারণের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমরা আগেই বলেছি, মিয়ানমারে দীর্ঘকাল ধরে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকার কারণে গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্ত হয়ে ওঠেনি। তবে বিগত বছরগুলোতে আধাগণতন্ত্রের অনুশীলন যুবসমাজ ও জনগণকে অনেকটাই সচেতন করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে অভ্যুত্থান-পরবর্তী গণপ্রতিক্রিয়ায়। লক্ষ করা যাচ্ছে, ধীরে ধীরে সেখানে জোরদার হচ্ছে বিক্ষোভ। ২ ফেব্রুয়ারি দেশের বৃহত্তম শহর ইয়াঙ্গুনে জনগণ অভ্যুত্থানের প্রতিবাদ করে। সে দেশের কালচার অনুযায়ী, থালাবাটি ও ঢোল বাজানো বিদায়ের ঘণ্টা স্বরূপ। ইয়াঙ্গুন শহরবাসী দেশটির স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চির গ্রেফতারের প্রতিবাদ এভাবেই জানায়। এরপর দেশটির স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্যাপক প্রতিবাদের আয়োজন করে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ইয়াঙ্গুনের দাগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা ব্যাপক বিক্ষোভের আয়োজন করে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও বিক্ষোভে শামিল হচ্ছে। রাজধানী নেইপিডোতেও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এবারে সামরিক বাহিনীর এই অভ্যুত্থান ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। যদিও এ ধরনের গণবিক্ষোভ দমনে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছে সামরিক সরকার, তবুও মিয়ানমারের জনগণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে– এই প্রত্যাশা গণতান্ত্রিক বিশ্বের।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ ঠরংধঁর সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

স্বাধীনতার সেনাবাহিনী

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

ষাটের দশকে রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও গ্রন্থনা চোখে পড়ে। সিলভারস্টেইন সে দিনের বার্মা আর আজকের মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর রাজনীতি নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 'বার্মা : অ্যান আর্মি অব দ্য লিবারেশন'। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কেন বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে এই গ্রন্থে। সিলভারস্টেইন সামরিক হস্তক্ষেপের মূল কারণ হিসেবে 'মুক্তিযুদ্ধের সেনাবাহিনী' তত্ত্বকথার আয়োজন করেছেন। তার প্রত্যয় অনুযায়ী, যেসব দেশ সামরিক শক্তি প্রয়োগ বা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে তারা সে দেশের শাসনব্যবস্থায় চির অংশীদারিত্ব দাবি করে। প্রথাগত রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে তারা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। তারা সাধারণত দেশের সার্বিক ক্ষমতাকে তাদের আওতার বাইরে যেতে দিতে চায় না। স্বাধীনতার সেনাবাহিনী দেশপ্রেমকে একান্তই তাদের বিষয় বলে মনে করে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে ইন্দোনেশিয়া। সে দেশের শাসনব্যবস্থায়ও সেনাবাহিনী জেঁকে বসেছিল। ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক তরঙ্গে সেখানে সুদীর্ঘকালব্যাপী সেনাশাসনের অবসান ঘটে। ভিয়েতনামও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। সেখানে সামরিক বাহিনীর পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি প্রধান্য অর্জন করে। তুরস্ক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন না হলেও কামাল আতাতুর্কের নেতৃতে সে দেশের সেনাবাহিনী অবশেষে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়। সেখানেও দীর্ঘকাল ধরে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় ছিল। সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ সম্পর্কে অনেক বড় বড় তত্ত্বকথা আছে। এখানে এই পরিসরে সেটির আলোচনা সম্ভব নয়-বাঞ্ছিতও নয়। ইন্দোনেশিয়া এবং তুরস্কে সাংবিধানিকভাবেই সেনাবাহিনী ক্ষমতায়িত ছিল। ইতিহাস বলে, মিয়ানমার বা বার্মার সেনাবাহিনীর উৎস সে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনী বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে তা ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীন। অপরপক্ষে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গঠন, বিকাশ ও উন্নয়ন একান্তই যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। আমরা সবাই জানি, বার্মাও উপমহাদেশের মতো ব্রিটিশের উপনিবেশ ছিল। সেখানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীও ছিল। কিন্তু তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালে জাপানি আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। জাপান গোটা বার্মা দখল করে নেয়। সেনাবাহিনীর এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন উ নু। তিনি দখলদার জাপানি বাহিনীর সাথে এক হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বার্মা গড়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। মহাযুদ্ধের অবসানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্যান্য উপনিবেশগুলো ক্রমেই স্বাধীনতা অর্জন করলেও সেকালের বার্মার পথটি যুদ্ধেই নির্মিত হয়। ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাপানের সাথে পরাজিত হয়ে যেমন 'সসম্মানে পশ্চাদপসরণ' করেছে, ঠিক তেমনি উ নুর পরিচালিত সেনাবাহিনীর সাথে আপসরফার মাধ্যমেই বার্মা ত্যাগ করে। উ নু হয়ে দাঁড়ান বার্মার পিতৃপুরুষ। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মার জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করলেও শতধাবিভক্ত বার্মার এথনিক



গোষ্ঠীগুলোর আস্থা অর্জনের চেষ্টা করেন। সবার কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হলেও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নেতৃত্বে বিভক্ত সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পারস্পরিক কোন্দলে লিপ্ত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। ক্ষমতা ত্যাগ করেও তিনি রক্ষা পাননি, একপর্যায়ে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। জীবন দিয়ে তিনি একরকম অমরত্ব লাভ করেন বার্মার জনগণের হৃদয়ে। সে কারণেই অনেক বছর অতিক্রান্ত হলেও তার উত্তরাধিকার নিয়ে অং সান সু চি মিয়ানমারের রাজনীতিতে প্রবল শক্তিধর হয়ে ওঠেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বেসামরিক লেবাসে মূলত দেশটি শাসন করে উ নু পরিত্যক্ত সেনাবাহিনী। সে সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেভাবে বিকশিত হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে মিয়ানমার এক দিনের জন্যও নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র উপভোগ করেনি। ফলে রাজনীতি সচেতন নাগরিক শ্রেণী অথবা ছাত্র আন্দোলনের মতো বিষয় ছিল সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে বিক্ষিপ্ত ছাত্র আন্দোলনের ঘটনা ঘটলেও তা সফল হয়নি কখনো। ১৯৬২ সালে নামকাওয়াস্তে গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটে। জেনারল নে উইন এখনকার স্টাইলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। ১৯৬২ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনী সরাসরি দেশটি শাসন করে। নে উইন এবং পরবর্তী জান্তারা সে সময় দেশকে তথাকথিত উন্নয়নের মহাসড়কে স্থাপন করে। পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খানের মতো নে উইন বার্মার 'লৌহমানব' হিসেবে পরিচিতি পান। ১৯৯০ সালে গোটা বিশ্বে যে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান লক্ষ করা যায়, মিয়ানমারে তার ঢেউ লাগে বৈকি, কিন্তু সামরিক স্বৈরাচার তা প্রতিহত করে। তবে তারা কথিত বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। ক্রমেই বাহ্যিক গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি সম্পন্ন করে। ১৯৯০ সালেই একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে অং সান সু চির দল-ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসি-এনএলডি জয়লাভ করে। কিন্তু সেবারও সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে। তারা একেক সময় একেক ধরনের কমান্ড কাউন্সিলের নামে দেশ শাসন করে। এ সময় বহির্বিশ্বে গণতন্ত্রায়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো ক্রমশ চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে সেনাবাহিনী কিছু শাসন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। তারা পার্লামেন্টে সেনাবাহিনীর জন্য এক-চতুর্থাংশ আসন সংরক্ষিত রাখে। পৃথিবীর কোথাও এর স্বীকৃতি না থাকলেও ইন্দোনেশিয়াসহ যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিগুলোয় এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ২০০৮ সালে সেনাবাহিনী প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও সীমান্তের মতো বিষয়াবলির ওপর সেনাবাহিনীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অং সান সু চি যাতে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন সে জন্য শাসনতন্ত্রে বিশেষ বিধান রাখা হয়। এ বিধান অনুযায়ী, যারা বিদেশী নাগরিক বিয়ে করেছেন এমন ব্যক্তি বা তাদের সন্তানরা প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। ২০১৫ সালে নির্বাচিত হয়েও সু চি সে কারণে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। ২০১১ সালের শাসন সংস্কারের ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে সু চির দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে সীমিতভাবে সু চি দেশ পরিচালনার চেষ্টা করেন। মূল ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতেই থেকে যায়। সেনাবাহিনীর সাথে একরকম আপস করেই দেশ চালাতে হয়। আরাকান থেকে যখন অন্যায়ভাবে রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি গণহত্যা পরিচালিত হয় তখন নোবেল শান্তি পদক বিজয়ী সু চি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে ব্যর্থ হন। বরং রোমের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে সেনাবাহিনীর পদক্ষেপের পক্ষে দাঁড়ান তিনি। আন্তর্জাতিকভাবে এতে তার সুনাম ও সুখ্যাতির ব্যাপক ঘাটতি ঘটে। কিন্তু তিনি সেনাবাহিনী তথা বৃহত্তর বর্মি জনগোষ্ঠীকে তুষ্ট করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করেন।

২০২০ সালের নির্বাচনে সু চি অনুসৃত জনতুষ্টি নীতির ফলে বিপুল বিজয় অর্জন করেন। তার দল এনএলডি পার্লামেন্টের ৪৭৬টি আসনের মধ্যে ৩৯৬টিতে জয়লাভ করে। সেনাবাহিনী সমর্থিত রাজনৈতিক দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি- ইউএসডিপি মাত্র ৩৩টি আসন পায়। তখনই সেনাবাহিনী নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। সামরিক বাহিনীর রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনেকেই তখন মন্তব্য করছিলেন, সেনাবাহিনী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে। সে দেশে এটি গুজব ছিল না। বিষয়টি ছিল ওপেন সিক্রেট। জাতিসংঘ এবং কোনো কোনো বিশ্ব সংস্থা এ সম্পর্কে মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দেয়। অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক দিন আগে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে এ ধরনের অভ্যুত্থানের প্রয়াস অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ১ ফেব্রুয়ারী ২০২১ নির্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে সেনাবাহিনী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। তারা অং সান সু চি'সহ এনএলডির প্রায় সব নেতাকে গ্রেফতার করে। দেশে এক বছরের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। বিস্ময়ের ব্যাপার, তারা সামরিক আইন জারি করেনি। অভ্যুত্থান বা বিপ্লব ধরনের শব্দ ব্যবহার করেনি। তারা বলেছে, সংবিধান অনুসরণ করেই যাবতীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হচ্ছে। তারা সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের কাছে সর্বাত্মক ক্ষমতা অর্পণ করেছে। রাজনৈতিক ভাষ্যে বলা হয়েছে, সেনাপ্রধান দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরিকল্পনায় ছিলেন। নির্বাচনী ফলাফল ও সু চির আপসহীন মনোভাব সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে দেয়। নির্বাচনে জয়ের পর সু চি এবং তার দল সেনাবাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করার চিন্তা করেছিল (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ইমিগ্রেশন সংস্কার বিল- ইউএস সিটিজেন এ্যাক্ট ২০২১ উত্থাপনঃ

১৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে তার ইমিগ্রেশন বিল ইউএস কংগ্রেসে পেশ করেছে। তার নির্বাচনী প্রচারণাকালে প্রেসিডেন্ট দেশের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করার এবং লক্ষ লক্ষ আনডকুমেন্টেড আমেরিকানের সিটিজেনশীপ লাভ সুগম করার অঙ্গিকার করেছিলেন। নিউজার্সীর সিনেটর বব মেনেন্ডেজ এবং ক্যালিফোর্নিয়ার রিপ্রেজেনটেটিভ লিন্ডা স্যান্ডেজ ডেমোক্র্যাট দলের একটি গ্রুপসহ কংগ্রেসে এই বিল পেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন। বিলটি ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যাক্ট ২০২১ নামে অভিহিত হবে।

আইনটির মূল কথা হচ্ছে- ১ কোটি ১০ লাখ আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের অধিকাংশের যারা ১ জানুয়ারীর পূর্বে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে, ৮ বছরের মধ্যে তাদের সিটিজেনশীপের পথ উন্মুক্ত হবে। ব্যাক গ্রাউন্ড চেকিং এবং ট্যাক্স প্রদান সাপেক্ষে তারা ৫ বছর যুক্তরাষ্ট্রে থাকার এবং কাজ করার সুযোগ পাবে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী স্ট্যাটাসের জন্য গ্রিনকার্ডের আবেদন করতে পারবেন। আরও ৩ বছর পর সিটিজেনশীপ লাভের সুযোগ পাবেন। রিপ্রেজেন্টেটিভ লিন্ডা স্যান্ডেজ (ডি-ক্যালিফোর্নিয়া) উত্থাপিত বিলটিতে তথাকথিত ড্রিমারদের জন্যে পথ ত্বরান্বিত হবে। এই বিলে ডাইভারসিটি ভিসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আরও ইমিগ্রেশন ও কাগিরগরি সুযোগ বৃদ্ধির জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ হবে। বিলটি প্রগতিশীল এবং ইমিগ্র্যান্ট এডভোকেটদের ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রেস প্রতিনিধি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

সূত্রে জানা যায় যে, ইমিগ্রেশন বিলে রিপাবলিকানরাও সমর্থন জানাবে বলে হোয়াইট হাউজ গভীরভাবে আশা করছে। বিলের কো-স্পন্সররাও আশা করছেন যে রিপাবলিকানরা বিলটি নিয়ে আলোচনায় যোগা দেবেন এবং সমর্থন করবেন। তবে মনে হচ্ছে রিপাবলিকনাদের দিক থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে না। আমরা বিলটির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবো এবং এ বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে এই বিভাগের মাধ্যমে আমাদের পাঠকদের জানাবো।

কংগ্রেসে বিলটি পাশে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট নির্বাহী আদেশ জারী করে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের কি বৈধ করতে পারবেন?

গত সপ্তাহে এই কলামে বলেছিলাম যে, প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্সিয়াল ডকুমেন্ট ইস্যু করতে পারেন। যার মধ্যে রয়েছেঃ নির্বাহী আদেশসমূহ, প্রক্লেমেশন এবং কতিপয় প্রশাসনিক আদেশ। প্রেসিডেন্টের এই ডকুমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেডারেল গভর্নমেন্টকে ম্যানেজ করা। প্রেসিডেন্টের ডকুমেন্ট নির্বাহী আদেশ এবং প্রক্লেমেশন আইনকে শক্তিশালী করে। ফেডারেল এজেন্সি সমূহের ইস্যুকৃত রেগুলেশনের মতো অনেকটা। নির্বাহী আদশে আইন নয়। মার্কিন সংবিধান মতে, আইন প্রনয়নের ক্ষমতা রয়েছে কংগ্রেসের। যদি কোন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসকে এড়িয়ে যেতে চান, তখন তা বাস্বায়নকে কঠিন এমনিক অসম্ভব করে দিতে পারে। যেমন পথ বরাদ্ধ বন্ধ করে দিতে পারে।

আসলে নির্বাহী আদেশ কখনই কংগ্রেসে পাশকৃত আইনের সমতূল্য নয়। প্রেসিডেন্সিয়াল আদেশের প্রাথমিক লক্ষ্য তার প্রশাসনিক শাখাকে নির্দেশ করা। অন্য কথায় নির্বাহী আদেশ হচ্ছে প্রেসিডেন্টের টুলবক্সের একটি টুল যা আইনকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। নির্বাহী আদেশ কংগ্রেসে পাশ হওয়া কোন আইনকে বাতিল বা পাল্টে দিতে পারে না।

আরও পরিষ্কার করে বলতে হয় যে, ইউএস প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশ হচ্ছে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশ। একমাত্র ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট এই আদেশ জারী করতে পারেন। নির্বাহী আদেশের জন্য প্রেসিডেন্টকে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হয় না- কংগ্রেসের বাতিল করারও ক্ষমতা নেই। কংগ্রেস বিল পাশ করে নির্বাহী আদেশের কার্যকারিত হ্রাস করতে পারে। কিন্তু নির্বাহী আদেশ জারি করা থেকে প্রেসিডেন্টকে নিবৃত্ত



করতে পারেনা।

নির্বাহী আদেশ জারী করার নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। যত প্রয়োজনীয়, প্রেসিডেন্ট ততই নির্বাহী আদেশ জারী করতে পারেন। নতুন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় আসলে তিনি পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টর নির্বাহী আদেশ বাতিল করে নতুন নির্বাহী আদেশ জারী করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন তেমনটাই করেছেন। প্রেসিডেন্ট যে সব শাখা এবং বিভাগের প্রধান, নির্বাহী আদেশ জারী করে তাদের নির্দশনা দেন। এসব বিভাগের মধ্যে আছেঃ পরিবেশ রক্ষা এজেন্সী (ইপিএ) পরিবহন বিভাগ এবং ল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। নির্বাহী আদেশের এই ব্যাখ্যার পর আশা করা যায় উপরের প্রশ্নোত্তরগুলোর উত্তর দেয়া সহজ হয়ে যাবে।

কংগ্রেস ইমিগ্রেশন বিল পাশ না করলে, প্রেসিডেন্টের পক্ষে অন্য দেশ থেকে আগত আনডকুমেন্টেডদের বৈধ করার আইন পাশ করা সম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্ট নির্বাহী আদেশ আনুডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়া বিলম্বিত করতে পারবে এবং কিছু প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন এসে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়াকে আরও সহনীয় করতে পারবে।

নিউইয়র্ক থেকে ইমাম আলীর প্রশ্নঃ

আমি গ্রিনকার্ডধারী এবং বিবাহিত। আমি একা এদশে অবস্থান করছি। আমার স্ত্রী-সন্তানেরা বাংলাদেশে থাকে। আমার স্ত্রী সন্তানেরা এদেশে আসতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তারা এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত এদেশে আসার ব্যাপারে। আর আমিও তাদের এদেশে আনতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

ইমাম আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে আপনি ইচ্ছে করলে তাদের জন্যে আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করতে পারেন। গ্রীনকার্ডধারী হিসেবে আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করলে আপনি যখন সিটিজেন হবেন তখন স্বাভাবিকভাবে ক্যাটাগরী পরিবর্তন হয়ে গ্রিনকার্ডধারী থেকে সিটিজেনে চলে যাবে। আমরা একটি পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আপনি যখন পিটিশন ফাইল করবেন তখন পৃথক পৃথকভাবে আপনার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করতে পারেন। আর আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করার জন্যে ম্যারেজ সার্টিফিকেটসহ স্ত্রীর দুই কপি ছবিও লাগবে। তারপর আই-১৩০ গৃহীত হলে কারেন্ট জব লেটার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, তিন বছরের ট্যাক্স রিটার্ন লাগবে। আপনি ইচ্ছা করলে আই-১৩০ পিটিশন নিজেই ফাইল করতে পারেন। এ জন্যে এটর্নীর সাহায্য নেয়া জরুরী নয় তবে প্রয়োজনে এটর্নীও সাহায্য নিয়ে সুবিধা ও উপকার হতে পারে।

কুইন্স থেকে আশরাফুল হাসানের প্রশ্নঃ

আমি আজ আমার ভাই এর একটা প্রয়োজনে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় লিখছি। আশা করি এই বিভাগের মাধ্যমে আমার প্রশ্নের উত্তর পাব।

আমার ভাই পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছিলো। কিন্তু তার মাল্টিপল ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমার ভাই এখন স্ট্যাটাস-হীনভাবে এদেশে বসবাস করছে।

আমি একজন সিটিজেন হিসেবে আমার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলাম। আমার ভাইকে ইন্টারভিউ দেবার জন্যে দেশে ফিরে যেতে হবে কিনা? আর তাতে তার কোন সমস্যা হতে পারে কিনা?

আশরাফুল হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

পরিবার ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে এদেশের বৈধ প্রশ্ন এবং বৈধ স্ট্যাটাস দরকার। এথেকে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ইউএস সিটিজেনের সাক্ষাত আত্মীয় হওয়া। ইউএস সিটিজেনের সাক্ষাত আত্মীয় বলতে বোঝায়ঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তান এবং

মা-বাবা।

সুতরাং ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনার ভাই আপনার সাক্ষাত আত্মীয়ের তালিকায় পড়েন না। সে কারণে এক্ষেত্রে শুধু আপনার ভাইয়ের এদেশে বৈধ প্রবেশ হলেই চলবে না। তার বৈধ স্ট্যাটাস থাকতে হবে। আপনার ভাইয়ের স্ট্যাটাসের মেয়াদ যদি শেষ হয়ে যায় তবে তিনি আর ইউএস এ থেকে তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন না। যদি না ২০০১ সালের আগে তার জন্যে আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করা না হয়ে থাকে। আপনার জানার বিষয় হচ্ছে- আপনার ভাই যদি এদেশ ছেড়ে চলে যান তবে তিনি নিজ দেশে থেকে ভিসা নিয়ে এদেশে ফিরে আসতে পারবেন কিনা?

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি স্ট্যাটাসহীনভাবে এদেশে ১৮০ দিন অবস্থান করে তারপর এদেশের বাইরে চলে গেলে তিনি তিন বছরের মধ্যে এদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না। আর ১৮০ দিনের বেশি যদি এই অবস্থানের মেয়াদ হয় তবে তিনি এদেশের বাইরে গেলে দশ বছরের মধ্যে আর এদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না।

সুতরাং আপনার ভাই এদেশের বাইরে গেলে তার জন্যে এদেশে ফিরে আসতে সমস্যা হতে পারে। এ ব্যাপারে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন। কারণ ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন-কানুন পরিবর্তনশীল বলে একজন অভিজ্ঞ এটর্নী সাম্প্রতিক সময়ের নিয়ম পর্যালোচনা করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরামর্শ দিতে

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

চীনের ম্যাকাউ-এক দেশ দুই সিস্টেম

মো:



বজলুর রশীদ

ম্যাকাউ চীনের একটি অংশ এবং ক্যাসিনো ও জুয়া খেলার জন্য বিশ্বে সুপরিচিত। এক জেনারেশনের মাঝেই ম্যাকাউ বিশ্বের সবচেয়ে বড় জুয়ার শহরে পরিণত হয়েছে। জুয়াকেন্দ্রিক সব সুযোগ সুবিধা এখানে রয়েছে। বিশ্বের সব জুয়াড়ি জুয়ার নেশায় ম্যাকাউ ছুটে যায়। রমরমা ক্যাসিনো ইন্ডাস্ট্রির কারণে ভালো বেতনের চাকরির বাজারও রমরমা। হংকং ও ম্যাকাউ দু'টিই এখন চীনের অংশ এবং বিশেষ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করছে। বিষয়টি কিছুটা জটিল প্রকৃতির। চীনের 'এক দেশ দুই সিস্টেম' পলিসির কারণে দেশ দু'টি উচ্চপর্যায়ের অটোনমি ভোগ করে থাকে। মূলত ম্যাকাউ চীনের বিশেষ এক প্রশাসনিক অঞ্চল, যা পৃথক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সিস্টেমে পরিচালিত। ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে চীন ম্যাকাউ 'টেকওভার' করার পর চীনের সার্বভৌমত্বের অধীনে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত হয়। ১৯৯৭ সালের হংকংয়ের মতো, চীন ও ম্যাকাউয়ের সম্মিলন ছিল শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ।

ম্যাকাউ এত সমৃদ্ধ যে, এখানে অধিবাসীদের প্রশাসন উল্টো অর্থকড়ি দিয়ে থাকে। ক্যাসিনো থেকে প্রচুর আয় সরকারের তহবিলকে সবসময় সারপ্লাস রেখেছে। সরকার চেকের মাধ্যমে বার্ষিক এই অর্থ দেয়। ২০০৬ সালে চীনের ম্যাকাউ আমেরিকার লাস ভেগাসকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সেরা জুয়াড়ি শহরে পরিণত হয়। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে গড় আয়ের দেশ হিসেবে ম্যাকাউ বিশ্বে দ্বিতীয় ধনী এলাকা। লোকসংখ্যা সাত লাখেরও কম। এখানে লোকজন হংকংয়ের চেয়ে ৮০ শতাংশ বেশি ধনী। জুয়াকেন্দ্রিক কিছু সামাজিক সমস্যা এখানে আছে। দেড় শত বছর ধরে ম্যাকাউয়ের অধিবাসীরা জুয়ার সাথে জড়িত থাকলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বড় ধরনের অবনতি হয়নি। জুয়া, মদ্যপান এসব বিষয়ের সাথে মারামারি ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ পরিবেশ বিনষ্ট করলেও ম্যাকাউ-পরিস্থিতি ভালো। ২০০২ সালের পর থেকে ম্যাকাউয়ের জুয়ার জগত বিশ্বে চূড়ায় আরোহণ করতে পেরেছে। তথাপি ম্যাকাউর বিশিষ্টজন ও পলিসি মেকাররা জুয়াকে একটি 'সামাজিক সমস্যা' মনে করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের জুয়া খেলায় উৎসাহিত করা হয় না; তথাপি ১০০ মিলিয়ন হংকং ডলার ঋণ স্বাভাবিক মনে করা হয়। স্থানীয়দের জুয়ার নেশা কাটানোর জন্য আটটি কাউন্সেলিং কেন্দ্র কাজ করছে; সরকারিভাবে টাস্কফোর্সও রয়েছে। আগে বয়স ১৮ বছর না হলে স্থানীয় কেউ ক্যাসিনোতে ঢুকতে পারত না। এখন বয়স বাড়িয়ে ২১ বছর করা হয়েছে। জুয়ায় আসক্তদের জন্য ক্যাসিনোগুলোতে 'নো অ্যাডমিশন' তালিকাও ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ ছাড়া ৩৬ হাজার সরকারি কর্মচারীর ক্যাসিনোতে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১ জুলাই, ১৯৯৭ সালের মধ্যরাতে হংকং চীনকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, প্রিন্স চার্লস অব ওয়েলস, চীনা প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন ও যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট ম্যাডেলিন অলব্রাইট উপস্থিত ছিলেন। ম্যাকাউতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি আইন রয়েছে। এ রকমই একটি আইন হংকংয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ম্যাকাউবাসী পর্তুগিজ ও চীনা ভাষায় কথা বলে।

> **চীনের সংবিধান বিশেষজ্ঞ লি ঝানসু বলেন, ম্যাকাউর অধিবাসীরা নিজের পরিচিতি দিতে গর্ববোধ করে এবং এক দেশ দুই সিস্টেমের প্রতি বিশ্বাসী। সরকারের মধ্যে 'দেশপ্রেমিক'দের তিনি প্রশংসা করে বলেন, তারা সংবিধানে ২৩ ধারার নিরাপত্তা আইন সংযুক্ত করেছেন। যেমন, কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বা চীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদ কর্মের সাথে সংযুক্ত হলে তাকে চরম মূল্য দিতে হবে।**

তাইপা ও কাউলু ম্যাকাউয়ের দু'টি ছোট দ্বীপ। দুই দ্বীপের মধ্যে রয়েছে কোটাই, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। উন্নয়নের সব কাজ এখানেই সম্পন্ন হয়। এ শহরে প্রথম ১৯৬২ সালে জুয়া বৈধ করা হয়ছিল। চীনের মূল ভূখন্ড ও হংকং থেকে প্রচুর পর্যটক এখানে আসে, পুরো ম্যাকাউ ঘুরে বেড়ায়। জনসংখ্যা মাত্র ছয় লাখ ৬৭ হাজার। ২০১৮ সালে ৩১ মিলিয়ন পর্যটক ম্যাকাউ ভ্রমণ করেছিল। ২০১৯ সালে ম্যাকাউর জিডিপি ৮১ হাজার ডলারে দাঁড়ায়। বেশির ভাগ পর্যটক হংকং থেকে বাস বা ফেরি করে ম্যাকাউ আসে। বাসে যাতায়াত সস্তা। ২০১৮ সালে ৫১ কিলোমিটার লম্বা ব্রিজ চালু করা হয় যার ৬.৭ কিলোমিটার পানির নিচের টানেলে যুক্ত হয়েছে। হংকং জুহাই-ম্যাকাউ নামে ব্রিজটি নন্দিত হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে।

ম্যাকাউতে ৩৮টি ক্যাসিনো আছে। দ্য ভেনিসিয়ান ম্যাকাউ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্যাসিনো। এই ক্যাসিনোর কৃত্রিম খাল দিয়ে গন্ডোলা নিয়ে যাতায়াত করা যায়। ক্যাসিনো লিসবোয়া বিখ্যাত একটি ক্যাসিনো। এখানে রয়েছে জুয়ার মিউজিয়াম। বিশ্বের নামকরা বাদকরা এসে বাদ্য বাজায়। লাস ভেগাসে মানুষ যায় বেড়াতে। সেখানে জুয়া খেলা অপশনাল। আর ম্যাকাউতে আসে জুয়া খেলতে এবং বেড়ানোটা অপশনাল।

ম্যাকাউ থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে হংকং। কাউলুন পেনিনসুলা, হংকং আইল্যান্ড, লেনটাউ আইল্যান্ড ও নিউ টেরিটরিজ ও ২০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইল্যান্ড নিয়ে হংকং। হংকং ১৮৪২ সাল থেকে ব্রিটিশ কলোনি ছিল। নিউ টেরিটরিজ ৯৯ বছরের জন্য ব্রিটিশরা লিজ নেয়। লোকসংখ্যা ৭.৪ মিলিয়ন এখন।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে গড় আয়ের দেশ হিসেবে ম্যাকাউ বিশ্বে দ্বিতীয় প্রধান ধনী এলাকা। ম্যাকাউতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি আইন রয়েছে। এ রকমই একটি আইন হংকংয়ে প্রয়োগ করা হচ্ছে। হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থীরা আইনের বিরোধিতা করলেও ম্যাকাউয়ের বাসিন্দারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদের দরকার প্রচুর কারেন্সি। চীন ও ম্যাকাউয়ের একত্রীকরণের পরবর্তী সময় শান্তিপূর্ণ। হংকং ও ম্যাকাউ দু'টিই চীনের অংশ হলেও এ দু'টি অঞ্চল অনেক সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে। চীনের 'এক দেশ দুই সিস্টেম' পলিসির কারণে দেশ দু'টি উচ্চ অটোনমি ভোগ করছে। এভাবে ম্যাকাউ চীনের 'বিশেষ এক প্রশাসনিক অঞ্চল।' এ দু'টি বিশেষ অঞ্চল পৃথক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সিস্টেমে পরিচালিত, যা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ম্যাকাউ নিজে অর্থনীতির চালিকাশক্তি ও নিয়ন্ত্রক; তা ছাড়া আইন ও ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণও ম্যাকাউ সরকারের হাতে। একসময়ের পর্তুগিজ কলোনি ম্যাকাউয়ের আয়তনও কম; মাত্র ৩১ বর্গকিলোমিটার।

ম্যাকাউয়ের রাজনৈতিক অবস্থান বা স্ট্যাটাস হংকংয়ের মতো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ ভালো। বিশ্বের সেরা ১০টি অপরাধপ্রবণ এলাকার মধ্যে ম্যাকাউয়ের নাম নেই। জুয়া ও নেশার শহরে 'ক্রাইম রেট' কম থাকা প্রশাসনিক বড় সাফল্য।

ম্যাকাউকে প্রায়ই হংকংয়ের রাজনৈতিক মডেলের 'এক দেশ দুই সিস্টেমের' সাথে তুলনা করা হয়। চীন ম্যাকাউকে খুব উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা ও স্বায়ত্তশাসন দিয়ে আসছে। বিগত ৫০ বছর ধরে ম্যাকাউ বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে। হংকংয়ে চীন শুধু প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে কয়েক মাস ধরে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে সেখানে। গণতন্ত্রপন্থীদের রাজনৈতিক দল চীনের সাথে সংযুক্তি চায় না। কিন্তু ম্যাকাউ শান্ত থাকায় চীন ম্যাকাউ প্রশাসনের প্রশংসা করেছে এবং উন্নয়ন ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো হংকংবাসীদের বুঝিয়ে দেখানো হচ্ছে। একই সাথে তাইওয়ানের জন্যও ম্যাকাউ একটি উদাহরণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানে এক দেশ দুই সিস্টেম কত সুন্দরভাবে কাজ করছে, সেই সিস্টেম তাইওয়ানেও সমান প্রযোজ্য। চীনা প্রেসিডেন্ট শিজিনপিং বলেছেন, ম্যাকাউ-জনগণের এই প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও শান্তির প্রয়াসকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করা হবে। তিনি হুঁশিয়ার উচ্চারণ করেন যে, হংকংয়ের বিরোধিতা সহ্য করা হবে না এবং বিদেশীদের অপতৎপরতা কঠোর হাতে বন্ধ করা হবে। হংকংয়ের সমস্যা চীনের সমস্যা, চীন সেটি সমাধান করতে জানে।'

চীনের দক্ষিণ উপকূলের ছোট্ট ও গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দর হংকং থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে। ১৫৫৭ সালে ম্যাকাউ পর্তুগালকে লিজ দেয়া হয়েছিল। পর্তুগিজ কলোনি হলেও তখন ম্যাকাউয়ে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে সব খাবারদাবার আসত। পর্তুগিজরা চীনের সাথে সবসময় সুসম্পর্ক রেখে চলেছিল। ১৯৮৭ সালে চীন-পর্তুগিজ যৌথ চুক্তির ভিত্তিতে ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে চীনের কাছে ম্যাকাউ হস্তান্তরিত হয়েছে। ম্যাকাউর নিজস্ব সরকার, আইন ও অর্থনীতি, নিজস্ব মুদ্রা, নিজের জুয়া আইন রয়েছে। এতদঞ্চলের নেতা ও প্রধান নির্বাহীকে বেইজিং কর্তৃক অনুমোদিত ৪০০ জনের আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীর কমিটি নির্ধারণ করে। সাধারণ মানুষ প্রধান নির্বাহী নিয়োগের বিষয়ে কিছু বলে না। হংকংয়েও এ নিয়ম প্রচলিত। বাস্তব অবস্থা দেখে মনে হয়, হংকংয়ের চেয়ে ম্যাকাউতে এক দেশ দুই সিস্টেম অধিক কার্যকর। এ পদ্ধতিতে ম্যাকাউ অর্থনীতি ও লেখাপড়ায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কম লোকের বসতি ম্যাকাউ মাথাপিছু জিডিপিতে বিশ্বে তৃতীয় স্থানে, লুক্সেমবার্গ ও সুইজারল্যান্ডের পরই। গত বছর ম্যাকাউ সরকার সম্পদ-ভাগাভাগি কর্মসূচির অধীনে ১২৪৬ ডলার করে স্থায়ী রেসিডেন্টদের দিয়েছে। চীন বিশ্বের জুয়াড়ি ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের জন্য ম্যাকাউ জুয়া ইন্ডাস্ট্রিকে উন্মুক্ত করে একে আন্তর্জাতিক জুয়ার কেন্দ্রে পরিণত করেছে। 'পশ্চিমে না গিয়ে পূর্বে আসুন' নীতির জন্য চীন সব আয়োজন সম্পন্ন করছে। তাতে ম্যাকাউর অর্থনীতি ফুলে উঠেছে। ম্যাকাউর অর্ধেক অধিবাসী চীন থেকে অভিবাসী হয়ে স্থায়ী হয়েছে। হংকং ও তাইওয়ানের জন্য ম্যাকাউ যেন 'পোস্টার বয়'।

চীনের সংবিধান বিশেষজ্ঞ লি ঝানসু বলেন, ম্যাকাউর অধিবাসীরা নিজের পরিচিতি দিতে গর্ববোধ করে এবং এক দেশ দুই সিস্টেমের প্রতি বিশ্বাসী। সরকারের মধ্যে 'দেশপ্রেমিক'দের তিনি প্রশংসা করে বলেন, তারা সংবিধানে ২৩ ধারার নিরাপত্তা আইন সংযুক্ত করেছেন। যেমন, কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বা চীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদ কর্মের সাথে সংযুক্ত হলে তাকে চরম মূল্য দিতে হবে। চীনা ভূখন্ডের সাথে ম্যাকাউর সম্পর্ক আরো নিবিড় করার জন্য ম্যাকাউর জন্য চীনা মূল ভূখন্ডে আরো কিছু স্থান দেয়া হবে যেখানে ম্যাকাউ সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার আরো উন্নয়ন ঘটাতে আধুনিক কমপ্লেক্স নির্মাণ করবে। ম্যাকাউতে হংকংয়ের মতো কোনো বিক্ষোভ নেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিয়ে তাইওয়ানের মতো কোনো ঝামেলা নেই। মিডিয়াও সেখানেও কোনো ব্যাপার নয়। ম্যাকাউ চীনের জন্য কোনো ঝামেলা নয়, কারণ, চীন যা বলছে সেটিই সানন্দে প্রতিপালিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে বিধানটি হংকংয়ে বলবৎ করার চেষ্টা করা হয় তখন কয়েক লাখ লোক রাস্তায় বিক্ষোভ করতে নেমে আসে এবং এ নিয়ম প্রত্যাহারের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে।

চীনের জন্য ম্যাকাউ, হংকং ও তাইওয়ান গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি অঞ্চলকেই চীন তার বলে দাবি করে। এ তিনটি দেশে মূল ভূখন্ডের প্রচুর চীনা নাগরিক রয়েছে। ম্যাকাউ নিয়ে চীনের কোনো ঝামেলা ও মাথাব্যথা না থাকলেও হংকং ও তাইওয়ান নিয়ে চীনকে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। চীনের অভ্যন্তরে ম্যাকাউয়ের জন্য যে বিশেষ ভূমি বরাদ্দ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স করা হয়েছে; তেমন প্রস্তাব তাইওয়ানকেও দেয়া হয়েছিল। তাইওয়ান সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার হংকংয়ে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন নেই। ভারত তাইওয়ানকে সহায়তা দিয়ে চীনের সাথে বিরোধের আরো একটি ফ্রন্ট খুলেছে। ভারত মেকং অববাহিকা নিয়েও চীনের বিরুদ্ধে 'অফেনসিভ' খেলতে চায়। চীনও ভারতবিরোধী সীমান্ত ইস্যুগুলোকে উত্তপ্ত রেখেছে। অথচ চীন সীমান্তগুলো রক্ষা ও মজবুত করা ভারতের অন্যতম প্রধান কাজ। চীনের হাত থেকে হংকং বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাইওয়ানের ক্ষেত্রেও তাই। এ দুটি দেশ ম্যাকাউ ফর্মুলা গ্রহণ না করলে চীন পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে যেগুলো মোটেই ঠিক হবে না।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

MITU DISABILITY CENTER





ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

রফিকুল ইসলাম



বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালী মাতৃভাষার জন্য রক্ত দেয়, সেই অমর একুশে নিয়ে আমাদের দেশে যত কবিতা লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া আর কোনো একক ঘটনা নিয়ে তত কবিতা রচিত হয়নি, ২১ ফেব্রুয়ারি যত গভীরভাবে আমাদের কবিতাকে আলোড়িত করেছে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বিষয় তা করতে পারেনি। একুশের রক্তাক্ত স্মৃতি কবিতায় তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছে। একুশে ঘটেছিল ঢাকায় অথচ কবিতার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তার অনুরণন উঠেছিল চট্টগ্রামে। সেইদিনই রচিত হয়েছিল মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। কবিতাটি দ্রুত রচিত হয়েছিল, প্রকাশিত ও প্রচারিতও হয়েছিল সমান গতিতে আর নিষিদ্ধ হবার গৌরবও লাভ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে। কবিতাটি আর দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়নি, তবে পুনঃপ্রকাশের আগে কবির স্মৃতি থেকে যতটুকু উদ্ধার করা গিয়েছিল তার কিছুটা:

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নিচে
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে-ওখানে জ্বলছে রক্তের আলপনা,
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই,
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই,
আমি আজ রক্তের গৌরবে অভিষিক্ত।...
যে শিশু আর কোনোদিন তার পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার
সুযোগ পাবে না,
যে গৃহবধূ আর কোনোদিন তার স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ
ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না,
যে জননী খোকা এসেছে বলে উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর
জড়িয়ে ধরতে পারবে না,
যে তরুণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বার বার একটি প্রিয়তমার
ছবি চোখে আনতে চেষ্টা করেছিল,
তাদের সবার নামে শাস্তি দাবি করতে এসেছি
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে হত্যা করেছে,
যারা আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ভাষায় অভ্যস্ত
মাতৃ সম্বোধনকে কেড়ে নিতে গিয়ে
আমার এইসব ভাইবোনদের হত্যা করেছে
আমি তাদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি...।

একুশের ঘটনাবলির তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ক্রোধের, ক্ষোভের, ঘৃণার, প্রতিশোধের। ঘটনার আকস্মিকতা, অমানুষিকতা সেদিন মানুষকে কি তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছিল একুশের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামে রচিত মাহবুব-উল-আলম চৌধুরীর সতের পৃষ্ঠার দীর্ঘ কবিতায় তা ধরা পড়েছিল বিশ্বস্তভাবে। উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পঙিক্তনিচয়ে যে দাবি সোচ্চার তা ছিল সেদিনকার দেশবাসীর সকলের। যা কখনো পূরণ হয়নি। দেশে দেশে যুগে যুগে যে দাবি ওঠে, যা কখনো পূরণ হয় না। যে দাবি পূরণের জন্য আরো অনেক রক্ত ঝরে। একুশেতে আমাদের রক্ত ঝরতে শুরু করেছিল তাই আমরা তার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সম্বিত ফিরে পেতে আমাদের বিলম্ব হয়নি, তারপর আমরা দেখেছি একুশেতে ইতিহাসের এক অভিযাত্রার শুরু।

ঠিক তাত্ক্ষণিক না হলেও একুশের প্রথম বছরের মধ্যেই যে কয়েকটি কবিতা রচিত হয়েছিল অর্থাৎ ঘটনার উত্তাপ নির্বাপিত হওয়ার পূর্বেই আরো যেসব আবেগ কবিতায় বিধৃত হয়েছিল হাসান হাফিজুর রহমানের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে তা গ্রথিত হয়েছে। এ সংকলনটিও নিষিদ্ধ হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়নি, তবে সৌভাগ্যক্রমে তা পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়।

একুশের ঘটনা একজন কবিকে তৎক্ষণাৎ কীভাবে আলোড়িত করেছিল একুশে নিয়ে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, সে কথা তাঁরা এখনো লেখেননি, তা আজও স্মৃতি, কিন্তু সে আবেগ যে কত তীব্র, বিশ্বস্ত ও উত্তপ্ত ছিল তা অনুভব করতে পারি যখন শামসুর রাহমান-এর কবিতা পাঠ করি:

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোনো হীরার সকাল,
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা, সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান আর
রাত্রি রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে,
কেঁপে না ওঠে পৃথিবীর দীপ্তিমান দিগন্তের তারা।

এই সুন্দর পৃথিবীর নিসর্গের রূপ থেকে কবি নিজেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন, ঘটনার পাশ-বিকতায় ব্যাকুল, বিহ্বল, শোকাতুর কবি প্রকৃতির মোহ থেকে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন। উদ্ধৃত পঙিক্তসমূহে যে কামনা প্রকাশিত তা আবেগের কোন স্তর থেকে উত্সারিত তা আরো স্পষ্ট হয় কবি যখন আরো ভয়ংকর কিছুর জন্য অনুনয় করেন :

আগুনতাতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো আমার
দুটি চোখ
সেই দুটি চোখ, যাদের প্রাজ্ঞ দীপ্তির মৃত্যুহীন, বিদ্রোহী জ্বালায়
দেখেছি নির্মম আকাশের নিচে মানবিক মৃত্যুর তুহিন-স্তব্ধতা,
দেখেছি বাস্তুহারা কুমারীর চোখের বাষ্পকণার মতো কুয়াশা ঢাকা
দিন,
দেখেছি মোহাম্মদ, যীশু আর বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়, তাদের রক্ত
ঝরে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা দাঁতের কুটিল হিংসতায়।

এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'সুরদাসের প্রার্থনা'–এই অপার ভুবন, উদার-গগন, শ্যামল কাননতল, বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি, স্বচ্ছ নদীর জল, বিবিধ বরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময় নিশি, বিচিত্র শোভা শস্যক্ষেত্র, সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা সুরদাসকে সতত ভোলায়, কোথায় নিয়ে যায়। তাই প্রার্থনা :

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ দীপ্ত প্রভাতরশ্মি-সম–
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই, ফুটেছে মর্মতলে–
নির্বাণহীন অঙ্গার-সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ, (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.


Sultan's Dine
সুলতান ডাইন
SULTAN 001
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
25% off
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন
যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান,
ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম
অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও
শেফ-এর তত্বাবধানে পরিচালিত
সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।
শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।
● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।
সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।
Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।


BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY
MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, লোকাল চায়না, ডিটি মুরগী ও রেড মোরগ, বাঙ্গি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাফেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
ডোনার বাসমতি রাইস $18.99
বাহার বাসমতি রাইস $13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস $12.99
কচুর লতি (৩-প্যাক) $4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ $4.99
১ জজন ডিম .99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি) .99c
ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011


ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব
কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:
● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।
ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।
All Service Provided by Attorneys Admittied in State & Federal Court,
CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

একুশের কবিতা

(১২ পাতার পর)

সুরদাসের প্রার্থনা ছিল তার চক্ষু দুটির উৎপাটন কিন্তু শামসুর রাহমানের আবেদন :

টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো আমার সূর্যের মতো হৃপিন্ড...
কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন পড়ে না মাটিতে,
কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের মতো
বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান ।
তোমরা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলো আমার হৃপিন্ড–
যে হৃপিন্ডে ঘনঘন স্পন্দিত হচ্ছে আমার দেশের গাঢ় ভালোবাসা,
কবির হৃপিন্ডে ঘনঘন স্পন্দিত 'আমার দেশের গাঢ় ভালোবাসা', কবির হৃদয়ের এ দেশ কোন দেশ? সে দেশের পরিচয় কী? সে দেশের সীমানা কী? কবির অবচেতনায় কি দেশ তথা স্বদেশের আবহমান চিরন্তন প্রতিকৃতি উদ্ভাসিত? তারপরে কবির চেতনায় ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে :

দোহাই চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংসতার,
দোহাই ফ্যারাওয়ের মামিগন্ধি বীভত্সতার,
দোহাই তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার
তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,...
পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করে দাও
উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব
নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও॥

উদ্ধৃত স্তবকে চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংসতার, ফ্যারাওয়ের মামিগন্ধি বীভৎসতার, তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার উল্লেখ প্রতিপক্ষের স্মারক কিন্তু যে অস্তিত্ব ভাস্বর তাকে নিশ্চিহ্ন করার শক্তি কার? কবিতার পরিসমাপ্তিতে উত্তরাকাশের তারার মতো ভাস্বর অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার যে আহ্বান তা বস্তুত চেঙ্গিস, ফ্যারাও, তৈমুরের উত্তরসূরিদের প্রতি চ্যালেঞ্জ, সে অস্তিত্বের বোধ কবিকে শোকের স্তব্ধতা থেকে বিদ্রোহীতে রূপান্তরিত করে ।

একুশের শহিদের নাম প্রথম কবিতায় উচ্চারণ করেন হাসান হাফিজুর রহমান, যে কবিতায় সে নামগুলো উচ্চারিত সে কবিতার শুরুতে রয়েছে মাতৃ সম্বোধন । কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে 'আম্মা' শব্দটি দিয়ে, একটা গভীর বেদনার অভিব্যক্তি প্রশ্নের আকারে উত্থাপিত হয়েছে, 'আম্মা তাঁর নামটি একবারও ডাকবে না তবে আর?' এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পঙিক্তগুলোতে নিঃসৃত হয়ে আবার জিজ্ঞাসার রূপ নিয়েছে :

ঘূর্ণিঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে ডাকবে,
দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না?
কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতদিন?

তারপর শহিদের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তার দৈহিক গঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিকে মথিত করে, এ শহিদ অচেনা অজানা দূরের মানুষ ছিল না, পরিচিত চত্বরেই ছিল তার আনাগোনা, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় সে পরিচয়ের অন্তরঙ্গ ছাপ:

আবুল বরকত নেই; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে
তাকে ডেকো না;

ঐ কবিতায় শহিদের নামের পরিচর্যা করা হয়েছে বেদনা আর মমতা দিয়ে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা গৌরব একটা অহংকার:

সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার– কি বিষণ্ন থোকা থোকা নাম;
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে; একটি বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি মৃত্যু, যারা এর নায়ক তারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেল, কিন্তু সে কয়টি নাম মুছে না গিয়ে কী করে চিরন্তন হয়ে গেল, কী করে একটা জনগোষ্ঠীর বিস্মৃত স্বদেশকে নতুন করে সৃষ্টি করে দিয়ে গেল, কবির চেতনায় তা অনুভূত হয়েছে:

যাদের হারালাম তারা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে, কণা কণা করে প্রাণে দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে
আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম! এক সার জ্বলন্ত নাম॥

থোকা থোকা এক সার বিষণ্ন নামের এক সার জ্বলন্ত নামে রূপায়ণ এবং দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে কণা কণা করে প্রাণে দীপ্তি ছড়িয়ে দেওয়া । হাসান হাফিজুর রহমানের এ দেশ কি শামসুর রাহমানের দেশ থেকে আলাদা? নিশ্চয়ই নয় । হাসানের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের কথা এসেছে, কবি বিশ্বাস রেখেছেন জনতার গভীরে :

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলি
রেখে আসে সোনালি শস্যের জন্মের আকাংখায়
তেমনি সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে বুনে এসেছি ।

একুশের তাৎপর্য দেশ ও দেশের মানুষের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস অর্পণ–দেশকে আপন জানা থেকে দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হয়, সেদিন মানুষ একটি দেশের কথা জানতে পেরেছিল যা তার নিজের দেশ । স্বদেশের অনুভূতিতে সেদিন যারা গভীরভাবে স্নাত হয়েছিল তাদের আবেগ এ কবিতায় ধরা পড়েছে :

দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছে, তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে দেখিয়েছ– বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিল;
সমকালীন মানুষের চেতনায় স্বদেশ সেদিন সহসা সচকিত হয়ে উঠেছিল, দেশ ছিল, ছিল মানুষ । ছিল না স্বদেশ আর তার সন্তান । একুশে দেশকে স্বদেশ করেছে, দেশের মানুষকে দেশের সন্তান করেছে, দেশ হয়ে উঠেছে দেশমাতৃকা । একটি দিন কি আশ্চর্যজনকভাবে সব বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে একটি জাতিকে তার মাতৃভূমি দিয়ে গেল:

দেশ আমার তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম...
একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে নিয়ে
লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ শিখাগুলো দেখি,
কি আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছ– একটি দিন আগেও তা বুঝতে পারিনি,
কি আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে সংক্রমিত হয়েছে–
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারিনি দেশ আমার॥

'দেশ আমার' বাক্যটির পূর্বশর্ত দেশকে একান্ত আপনার অনুভূত হওয়া, এক্ষেত্রে তা ঘটেছিল । রাষ্ট্র আর দেশ যে একার্থ বা অভিন্ন ছিল না সে বোধেরও সৃষ্টি একুশে থেকে, আবার যে বোধ থেকে স্বদেশ চেতনার সৃষ্টি, এ বোধ ও চেতনার তথা স্বদেশের শত্রুর মোকাবেলার জন্যে কবিকে স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রের সাধনা করতে হয়েছে :

হে আমার জ্ঞান একটি মাত্র উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও
যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়,
ওষধি জন্মের মতো একবার স্পন্দিত হয়ে যে ঘৃণা আর
কখনো মৃত্যুকে জানে না, হে আমার জ্ঞান ।

এ জ্ঞান মাতৃভাষার মন্ত্র, একুশের সঙ্গে মাতা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির চেতনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । যে মাতৃভাষায়:

আয়ুর প্রথম হৃদয়মথিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে

সেই মাতৃভাষার সম্মানের জন্যে যারা যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জীবনের শত্রু শয়তানেরা সেই পবিত্র দেহগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে । কিন্তু তাদের অমর আত্মা ছিনিয়ে নিতে পারেনি, তা আজ স্বদেশ আর স্বদেশবাসীর হৃদয়ে সম্প্রসারিত:

আর আমরা সেই অমর শহিদদের জন্যে
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো এক হয়ে গেছি
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি ।
হে আমার দেশ বন্যার মতো
সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে গড়িয়ে এনে একটি চেতনাকে উর্বর করেছি;

একটি চেতনাকে সমস্ত অভিজ্ঞতা সেদিন উর্বর করেছিল, সেই চেতনা মানুষকে একাত্ম করেছিল, স্বদেশের শত্রুর সঙ্গে দ্বৈরথে সেদিন সবাই এক হয়ে গিয়েছিল:

এখানে রয়েছে মা আর পিতা
ভাই আর বোন, স্বজন বিধুর পরিজন
আর তুমি আমি, দেশ আমার!
এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেষ ক'টি বছরের ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি,
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষ থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছে:
এবার আমরা তোমার॥

স্বদেশের শত্রু মোকাবেলায় সেদিন মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচেছিল, দূর হয়েছিল মাতা আর মাতৃভূমির ব্যবধান । মা তথা মাতৃভূমির জন্যে মানুষ নিবেদন করেছিল নিজেকে । মানুষ সেদিন শহিদ ভাইয়ের মৃত্যুশোক বিস্মৃত হতে পেরেছিল । মা তথা মাতৃভূমিকে খুঁজে পেয়ে মায়ের আকাংখা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতাটির সমাপ্তি । সে আকাংখা কবির মতো সবারই জানা । বায়ান্নর একুশের পর একুশের প্রথম শহিদদের রক্ত যেখানে ঝরেছিল সেখানে মানুষ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিল, মাত্র একটি রাতের মধ্যে অসংখ্য হাত শহিদদের স্মৃতিতে ওই প্রতীকটি স্থাপন করেছিল, পরদিন সেটি হয়ে উঠেছিল তীর্থক্ষেত্র কিন্তু প্রতিক্রিয়ার হস্ত ঐ প্রতীকটি নিশ্চিহ্ন করে দিতে বিলম্ব করেনি । কিন্তু ঐ একটি মাত্র দিনের ঘটনা, প্রথম শহিদ মিনারে পুষ্পের স্তবক সেদিন মানুষের জন্য ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা । সেই স্মৃতির মিনার যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিকণাসহ অপসৃত হলো তারও একটি তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সমকালীন কবির কবিতায় ধরা পড়েছিল । আলাউদ্দিন আল আজাদের ভাষায়:

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো ।...
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক ।
ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার ॥

শুধু শহিদ মিনার নয়, যাদের স্মৃতিতে সেই মিনার, তাদের মৃত্যুকে মহিমাময় করেছেন আজাদ । যে মৃত্যুতে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ওঠে, রচিত হয় কবিতা, বাঁধা হয় গান, সে মৃত্যু অমরতার অপর নাম ।

৩১ নম্বর কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে

২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিসের পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কাউন্সিল সদস্য ৩১ নম্বর কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট
কুইন্স কাউন্টি

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার বিষয়ে আরও জানার জন্য **VOTE.NYC** দেখুন
অথবা **(866) 868-3692**, টিটিওয়াই **(212) 487-5496** নম্বরে কল করুন

১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে। আপনার অগ্রিম ভোটকেন্দ্র খুঁজে পেতে এবং একটি নমুনা ব্যালটের জন্য, আমাদের ওয়েব সাইট **findmypollsite.vote.nyc** দেখুন।
অথবা **(866) 868-3962** নম্বরে ফোন করুন
টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Frederic M. Umane - প্রেসিডেন্ট
Miguelina Camilo- সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Gino A. Marmorato
Michael Michel
Rodney L. Pepe-Souvenir
Simon Shamoun
Patricia Anne Taylor
Tiffany Townsend
John Wm. Zaccone

THE BOARD OF ELECTIONS IN THE CITY OF NEW YORK
Executive Office, 32 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10004

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ভাষা সংস্কারে বিতর্কিত অধ্যায় এবং বাঙালী চেতনা

স্বপন ধর

দ্বিজাতিতত্ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ ভারতবর্ষ। সম্প্রদায়-প্রীতি থেকে সাম্প্রদায়িক জালের ঘূর্ণাবর্তে তখন সমগ্র পাকিস্তান। ব্রিটিশ পিড়িয়ডের ভারতে সে বীজ ক্রমশ অঙ্কুরিত হচ্ছিল। অশোক কিংবা আকবরের ভারতকে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজি সুভাষ বসু, আব্দুল গাফফার খান, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের চেতনার রাজ্য থেকে তা নির্বাসিত। ভারতের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কংগ্রেস তখন মূলচেতনা থেকে একটু একটু করে সরে আসছিল। ফল ফলল উল্টো। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংকটে জর্জরিত ভারত জেনে শুনে বিষ পান করতে থাকল। এরই এক ফাঁকে একজন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত পরিপাটি স্যুট পরা, মাথায় কাশ্মিরি টুপি চাপিয়ে গোড়া মুসলিম সেজে বসলেন। তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। প্রথম দিকে তার ভূমিকা যদিও এমন ছিল না। তিনি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতার সুযোগে বলে বসলেন–মুসলমানদের ভাগ্য জড়িত রয়েছে পাঁচটি শব্দের মধ্যে। আর তা হলো 'দি মুসলিম আর অ্যা নেশন।' ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মুসলিমরা এক জাতি। তার এই এক জাতি তত্ত্বই অবশেষে দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দেয়। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বই তার শেষ কথা ছিল না। ফলে দ্বিখন্ডিত ভারত থেকে আলাদা 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার পরপরই তাকে বলতে শোনা যায়–'পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না; মুসলমান মুসলমান থাকবে না; সকলেই হবে পাকিস্তানী।' যদিও বাস্তবে তার লেশমাত্র উপস্থিত ছিল না। টাইবালদাঙ্গা, শিয়া-সুন্নি; পাঞ্জাবি-বেলুচ; বাঙালী-সিন্ধি বিরোধ সূচনালগ্নেই ধূমায়িত হতে থাকল।

ধর্মীয় মোহ থাকার পরেও ভাষার প্রশ্নে সেই ধূমায়িত আগুনের তেজে ক্রমশ জ্বলে উঠতে থাকল পূর্ববাংলা। পরবর্তী সময়ে দিন যত গড়িয়েছে, সিন্ধু-পদ্মা বেয়ে যত জল গড়িয়েছে; ততই সম্প্রীতির বন্ধন আলগা হতে হতে ধর্মীয় জাতিবিদ্বেষ থেকে জন্ম নিয়েছে ভাষাভিত্তিক জাতী-য়তা। সেই জাতীয়তা বাঙালী জাতীয়তা। ভাষার প্রশ্নে যতই কান্ডজ্ঞানহীন আচরণে পাকিস্তান ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে; ততই এক পাকিস্তানী চেতনার বাঁধন আলগা হচ্ছে। আর এতে নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী। ড. কুদরাত-ই-খোদা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ. ড. এনামুল হক ছিলেন নতুন এক চেতনার পথিকৃৎ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত অধ্যায় পেরিয়ে, থেকে থেকে তখনো আগুন জ্বলেছে-নিভেছে; সেইসাথে পূর্ববাংলার মানুষের



ধর্মীয় মোহ থাকার পরেও ভাষার প্রশ্নে সেই ধূমায়িত আগুনের তেজে ক্রমশ জ্বলে উঠতে থাকল পূর্ববাংলা। পরবর্তী সময়ে দিন যত গড়িয়েছে, সিন্ধু-পদ্মা বেয়ে যত জল গড়িয়েছে; ততই সম্প্রীতির বন্ধন আলগা হতে হতে ধর্মীয় জাতিবিদ্বেষ থেকে জন্ম নিয়েছে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা। সেই জাতীয়তা বাঙালী জাতীয়তা। ভাষার প্রশ্নে যতই কান্ডজ্ঞানহীন আচরণে পাকিস্তান ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে; ততই এক পাকিস্তানী চেতনার বাঁধন আলগা হচ্ছে। আর এতে নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী।

হৃদয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ঘোর কাটিয়ে জমতে শুরু করেছে নতুন এক স্বপ্ন। নতুন এক ঠিকানা 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। খুব দ্রুত, খুবই আকস্মিকভাবে যে তা হয়েছে তা মোটেও নয়।

দেশীয় তথা বাঙালীদের মধ্যে যে ঘরের শত্রু বিভীষণরা ছিল, তারা উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা চায় পাকিস্তানকে মূল চেতনায় ফিরিয়ে নিতে। তাদের চেতনায় ভারতীয় ষড়যন্ত্র, দেশবিরোধী চক্রান্তের গন্ধ মেশানো থাকে। এতে করে এদের প্রেসক্রিপশনে বাংলা এলোপাথারি অযৌক্তিক সংশয়ের দোলাচলে নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থায় দাঁড়ায়। সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষে জল ঢেলে একদল শুরু করে ধুতি-লুঙ্গি; জল-পানি, লোটা-বদনা বিতর্কিত তত্ত্ব। সেই তত্ত্বমতে ইসলামি গৌরবে ফেরা এবং হিন্দুর সকল কিছু বর্জন; যেমন : আচার-অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ভাষা-সংস্কৃতি পর্যন্ত। ভাষার মাঝে, হিন্দুগন্ধ খুঁজে বের করার প্রাণান্ত চেষ্টা চলল। ষাট লাখ টাকা খরচ করে আরবি; এবং রোমান হরফের বাংলা লেখার চেষ্টা ব্যর্থ হলো : তবু ক্ষান্ত হলো না তাদের অশুভ তৎপরতা। এমন এক প্রচেষ্টা ছিল ভারতবর্ষের ইংরেজদের, তারা ভারতীয় লিপিগুলো পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল; এই বলে যে, রোমান লিপি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। পরে অবশ্য বুদ্ধিমান ইংরেজগণ বুঝে নিয়েছিল বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে লিপি পরিবর্তন যৌক্তিক নয়। চেষ্টা থেকে তারা সরে এসেছিল; কিন্তু পাকিস্তানপন্থিগণ কান্ডজ্ঞানহীন ঔদ্ধত্য ক্রমশ দেখাতে চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তারা বর্ণমালায় 'য'-এর স্থলে 'জ' করা; ন-বর্জন, যুক্তাক্ষর বর্জন করে 'বিশ্ব'-এর পরিবর্তে বিশশ লেখা, 'বিজ্ঞান' এর বদলে 'বিগ্যান' 'স্বামী'র পরিবর্তে শামী', বর্ণের ওপর কার মাত্রা বর্জন; ফলা বর্জন, বর্ণের ডানে 'কার' চিহ্ন বসানো ইত্যাদি ভাবধারায় অগ্রসর হতে হতে, আইয়ুব খান নির্দেশিত 'শ্রী'-এর স্থলে জনাব লিখতে গিয়ে, 'জনাব জনাব দুর্গাপূজা' পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এমন হাস্যকর কর্মযজ্ঞের পেছনের রহস্য ধরেছিলেন চিন্তামণি অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ। তাঁর মতে, 'কোলকাতার ভাষা-বর্ণ-বানান অবিকৃত রাখলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই যেন ব্যর্থ হয়ে যায়।' তাই সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে চরম রক্ষণশীল ভূমিকা দিয়ে ১৯৪৭ সালের 'দি মুসলিম আর অ্যা নেশন'-এর জোসটি-কে ফিরিয়ে আনার সেই প্রাণান্ত চেষ্টার লোক একেবারেই কম ছিল না। জনগণকে মুসলিম জোসে উন্মত্ত করে বলে এক উদ্ভট রাষ্ট্রের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্ববাংলার শোষণের প্রক্রিয়া বেশি করে ঘনীভূত হতে থাকে। একদিকে ইসলামি জোস, অন্যদিকে শোষণ এমন দুধারি তলোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে বার বার। এত কিছুর পরেও বাঙালির ঘরে ফেরা সম্ভব হয়েছিল, চর্যার বৌদ্ধবাঙালি কবি, মধ্যযুগের আলাওল, আব্দুল হাকিম সহ চন্ডীদাসের ধ্বনিত সেই কাব্যপ্রেম 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এমন অমোঘ উচ্ছ্বসিত বাণীর জন্য। যে বাণী ফল্গুধারার মতো বাঙালীর রক্তনালী দিয়ে তির তির বয়ে চলছিল আবহমানকালের বঙ্গভূমি জুড়ে।

পছন্দের ক্রমানুসারের প্রক্রিয়া ব্যাবহার করে
৩১ নম্বর কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্টে আগামীকাল
বিশেষ নির্বাচন

নির্বাচনের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২১

ভোটকেন্দ্র সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

এই নির্বাচনের শুধুমাত্র নিবন্ধিত ভোটার ভোট দিতে পারবেন

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেওয়া সম্পর্কে জানতে আমাদের ওয়েব সাইট VOTE.NYC দেখুন অথবা

(866) 868-3962 নাম্বারে ফোন করুন। টিটিওয়াই নম্বর: (212) 487-5496, আমাদের ওয়েব সাইট দেখুন: vote.nyc

আপনার ভোটকেন্দ্র খুঁজে পেতে এবং একটি নমুনা ব্যালটের জন্য, আমাদের ওয়েব সাইট
findmypollsite.vote.nyc দেখুন।
অথবা (866) 868-3962 নাম্বারে ফোন করুন
টিটিওয়াই নম্বর: (212) 487-5496

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করার জন্য অনুগ্রহ করে nyc.electiondayworker.com এর মাধ্যমে আবেদন করুন

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Frederic M. Umane - প্রেসিডেন্ট
Miguelina Camilo- সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Gino A. Marmorato
Michael Michel
Rodney L. Pepe-Souvenir
Simon Shamoun
Patricia Anne Taylor
Tiffany Townsend
John Wm. Zaccone

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।



Payment : As per wage parity $19.09



CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?

তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর করতে আগ্রহী বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জোসেফ আর. বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রে নব-নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত মো. শহিদুল ইসলামের পরিচয়পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছেন। ২০২১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত এক গ্রহণপত্রে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রে নব-নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানান। বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার বিদ্যমান শক্তিশালী ও স্থায়ী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীর করতে এবং দু'দেশের অভিন্ন লক্ষ্যগুলো আরো এগিয়ে নিতে তার সরকারের আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কভিড-১৯ মহামারির কারণে মার্কিন সরকার প্রেসিডেন্টের কাছে রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র সরাসরি হস্তান্তরের প্রথাগত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেনি। এতে আরো বলা হয়, প্রেসিডেন্টের এই আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র গ্রহণ 'কাগজভিত্তিক' প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসীকে নাগরিকত্ব

(প্রথম পাতার পর)

থেকে যাওয়া, যারা অনেক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তাদের ব্যবসা, বাড়ি, যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া সন্তান ও নাতি-নাতনিও রয়েছে।

এক বিবৃতিতে বাইডেন বলেছেন, 'অভিবাসন আমাদের শক্তির যে অপরিমেয় উৎস এবং এটা আমাদের জাতির জন্য অপরিহার্য।' অভিবাসন নীতি সংস্কারকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'অভিবাসন নীতিগুলো উপযোগী করার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটি। এটা পরিবারের সদস্যদের পুনর্মিলন ঘটাবে, আমাদের অর্থনীতির উন্নতি ও শক্তিশালী করবে এবং আমাদের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হবে।'

নতুন এই বিলের প্রধান লক্ষ্য হলো, আগামী আট বছরে যুক্তরাষ্ট্রে কাগজপত্রহীন অবস্থায় বসবাস ও কমব্রত ১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসীকে নাগরিকত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এই অভিবাসীদের মধ্যে কৃষিশ্রমিক এবং শিশুকালে পরিবারের সঙ্গে আসা ব্যক্তিদের (ড্রিমার্স) দ্রুত স্থায়ী বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে অথবা বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে তাঁদের দেওয়া হবে গ্রিন কার্ড।

এই বিলের প্রধান সমর্থক ডেমোক্রেটিক দলের সিনেটর বব মেনডেজ বলেছেন, কাগজপত্রহীন ১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসীর সবাইকে অন্ধকার থেকে বাইরে আনার এখনই উপযুক্ত সময়। তিনি বলেন, এই বিল অভিবাসীদের জীবনমানের যেমন উন্নয়ন ঘটাবে, তেমনি উন্নতি হবে দেশের অর্থনীতি ও অগ্রযাত্রার।

অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো বলেছে, তারা আশা করছে, বিলটি কংগ্রেসে পাস হবে। যদি পাস না-ও হয়, তাহলে বিকল্প উপায় বিবেচনা করতে বাইডেন প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে তারা।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল- অবৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ ঠেকানো, বৈধ অভিবাসী কমানো এবং দশকের পর দশক ধরে বসবাস করা কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের বিতাড়িত করাই ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেন। অভিবাসীদের ঢল থামাতে সীমান্তজুড়ে দেয়াল নির্মাণ, বৈধ অভিবাসীদের বিতাড়ন ও বিদেশি দক্ষ কর্মীদের ভিসা দেওয়া কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল ট্রাম্পের শাসনামলে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

(প্রথম পাতার পর)

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফুল হাতে দলে দলে মানুষ এসে হাজির হয়েছেন শহীদ বেদীতে।

রবিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১২টা ১ মিনিটে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধিদল, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার ব্যক্তিবর্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে সাধারণ মানুষের জন্য শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ খুলে দেওয়া হয়। সারিবদ্ধভাবে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ফিরে যাচ্ছেন তারা।

তবে এবারের শহীদ মিনারে আগত ব্যক্তিদের মানতে হচ্ছে বিশেষ সতর্কতা। মাস্ক পরা এবং নির্দিষ্ট রুটম্যাপ অনুসরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন তারা। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঁচ এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দুজন করে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়ার নির্দেশনা কর্তৃপক্ষের।

একুশের প্রথম প্রহরে ফুল দেওয়ার জন্য ছাত্র-জনতা ব্যানার, পোস্টার, ফুলের তোড়া নিয়ে প্রণীত রুটম্যাপ অনুযায়ী পলাশীর মোড় হয়ে জগন্নাথ হলের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে ছাত্র-জনতা। রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকে সর্বসাধারণের জন্য গেট খুলে দিলে দলবদ্ধ ও এককভাবে শহীদ মিনারে প্রবেশ করে শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হওয়া মানুষ।

খাশোগি হত্যাকাণ্ডে ফেঁসে যাচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ গোয়েন্দা তথ্য প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

নিভৃতযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট শুক্রবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন আগামী সপ্তাহ নাগাদ এই প্রতিবেদন প্রকাশ করবে।

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা সূত্রগুলো নিশ্চিত হয়েছে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মাদ বিন সালমানের নির্দেশেই খাশোগিকে হত্যা করা হয়েছে।

২০১৮ সালের অক্টোবরে ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে প্রবেশের পর নিখোঁজ হন সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি। তার সঙ্গে ছিলেন তার তুর্কি বাগদত্তা খাদিজা চেঙ্গিস।

বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনতেই ওই বছর ২ অক্টোবর ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে প্রবেশ করেছিলেন খাশোগি।

তার নিখোঁজ রহস্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হলে তাকে হত্যার কথা স্বীকার করে সৌদি সরকার।

ট্রাম্প খাশোগি হত্যাকা-ের দলিল গোপন রাখার নির্দেশ দিলেও বাইডেনের নির্দেশে তা উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে।

সৌদি কনস্যুলেট কর্মকর্তারা প্রথমে দাবি করেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কর্মকর্তাদের ভুলে নিহত হন ওই সাংবাদিক। তবে তার মৃতদেহের কোনও সন্ধান দেননি তারা।

হত্যাকা-ের ঘটনায় গত বছরের অক্টোবরে সৌদি যুবরাজের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা দায়ের করেছেন নিহতের বাগদত্তা। এতে অভিযোগ করা হয়েছে, সৌদি যুবরাজই খাশোগিকে নির্মমভাবে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে ওই হত্যাকা-ের পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে বিষয়টি টপ অব দ্যা ওয়ার্ল্ডে পরিণত হলেও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সৌদি যুবরাজকে বাঁচিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং তার দৃঢ় অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বিষয়টি নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি।

মাহফিলের পর আটক হলেন ইসলামি বক্তা

(প্রথম পাতার পর)

ঘোনা ইউনিয়নের ভাড়ুখালি এলাকার মাহফিল শেষে গতকাল মধ্যরাতে তাকে আটক করা হয়।

ভাড়ুখালি হাফিজিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির আয়োজনে ভাড়ুখালি বল্ডফিল্ড মাঠে মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে অতিথি করা হয় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুনসুর আহম্মেদ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ নজরুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিবর্গকে। প্রধান বক্তা ছিলেন ইসলামি চিন্তাবিদ আব্দুল্লাহ্ আল আমিন।

ঘোনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান মোশা জানান, গতকাল বিকেল থেকে ওয়াজ মাহফিলের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্থানীয় বক্তারা বক্তব্য দিচ্ছিলেন। সেখানে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককেও অতিথি করা হয়। তবে তারা তারা আসেননি। আমি ওয়াজ মাহফিলে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে ফিরে এসেছি।

তিনি বলেন, রাজনৈতিক বক্তব্য না দিতে প্রধান বক্তা আব্দুল্লাহ্ আল আমিনকে বলে এসেছিলাম। তিনি রাত ১০টার দিকে বক্তব্য দিতে মঞ্চে ওঠেন। সোমবার সকালে জেনেছি তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন ও পুলিশ তাকে আটক করেছে।

রাজনৈতিক বক্তব্য কি দিয়েছেন এমন প্রশ্নে চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান মোশা বলেন, বর্তমানে রাজনৈতিক জোয়ার চলছে ভাটাও আসবে। এমন কিছু ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এর থেকে বিস্তারিত কিছু আমি জানি না।

আটকের বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফিজুর রহমান বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি ডিবি পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। তার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

আইআরএস অনুমোদিত e-file

- ট্যাক্স সার্ভিসেস
- নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং
- নূন্যতম ফি

Our Services

> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.

Immigration

> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents

All Kinds of Immigration Services

Kaysar Rahman, *Tax Practitioner*
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পুর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস

170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL

ার পরিবারের সবার
ীয় দাঁতের চিকিৎসার
জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে
আমাদের ডেন্টাল অফিস।
আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা
সরঞ্জাম ব্যবহার করি।
মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।



We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধু ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

আ'লীগের তথ্য ও গবেষণা উপকমিটি অনুমোদন

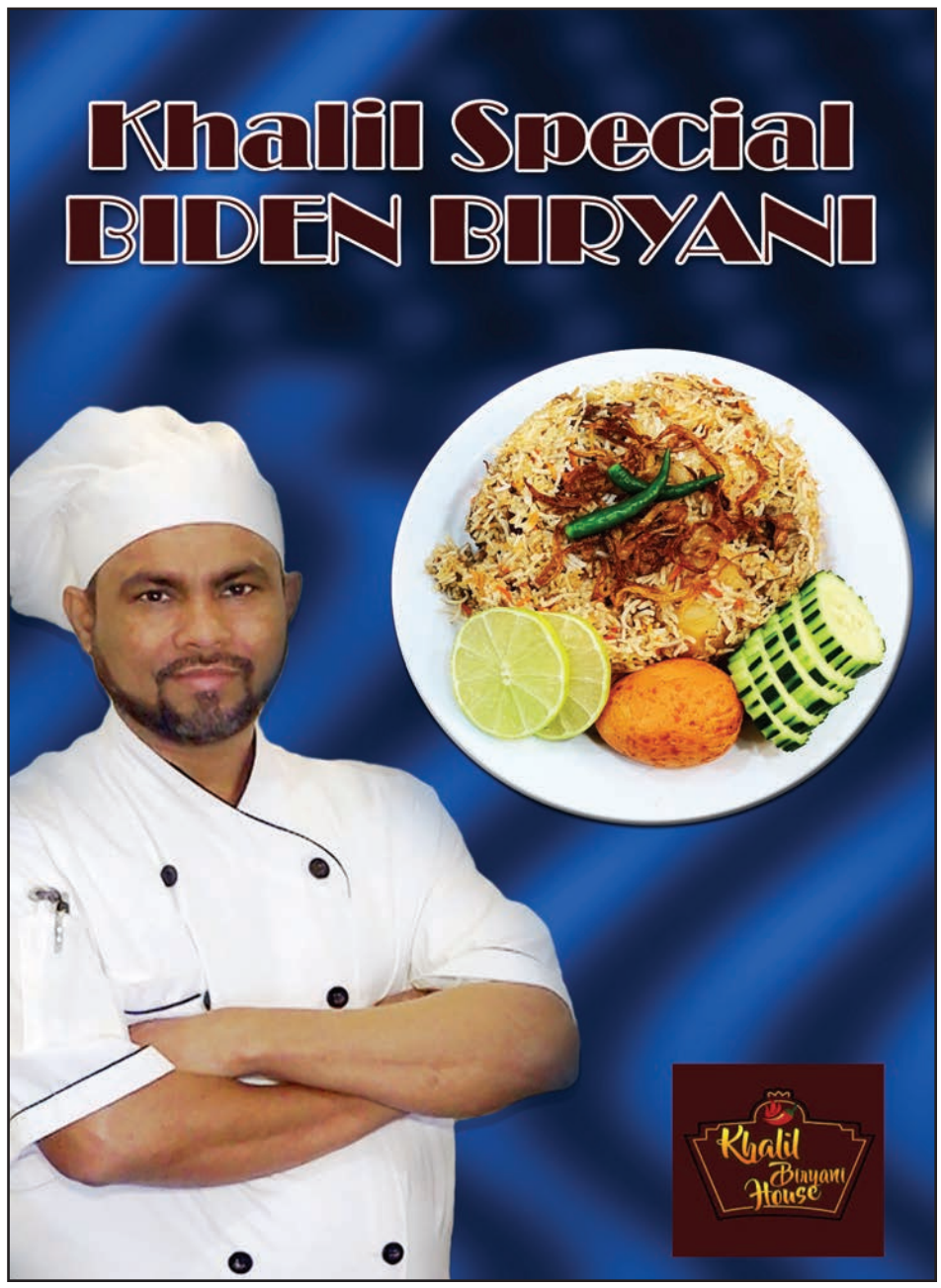
ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা উপ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে দলের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি দলের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক উপকমিটি অনুমোদন করেছেন। এটি মূলত আওয়ামী লীগের 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' উপকমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের প্রাক্তন হাইকমিশনার ড. সাইদুর রহমান খানকে এই উপকমিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং আইন ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. সেলিম মাহমুদকে এই উপকমিটির সদস্য সচিব মনোনীত করেছেন।

উপকমিটির সদস্যরা হলেন: প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি এমপি, তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ এমপি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিআরআইয়ের ট্রাস্টি নসরুল হামিদ এমপি, জাকিয়া পারভিন খানম এমপি, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য গোলাম রাব্বানী চিনু, অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দীন, অর্থনীতিবিদ ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. এসএম মাহফুজুর রহমান, বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ, বিজিএমইএ'র প্রেসিডেন্ট ড. রুবানা হক, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাবেক কমিশনার ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেলালুদ্দীন নিজামী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য ও ভূতত্ত্ববিদ ড. মাকসুদ কামাল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ্র, সমাজ-বিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ ইসতিয়াক রেজা, নৌ পরিবহন বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন এম মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. হাসিবুল আলম প্রধান, ড. প্রণব কুমার পান্ডে, ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. মো. শাহজাহান, ক্রিয়েটিভ ক্রাউডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নওশের রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, চিকিৎসক ডা. জাহানারা আরজু, অধ্যাপক ড. শবনম জাহান, সাংবাদিক কাজী হেমায়েত হোসেন, গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শবনম আজিম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ শামসুর রহমান, দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশক ও নির্বাহী পরিচালক তারিন হোসেন মঞ্জু, কৃষিবিদ বদিউজ্জামান বাদশা, সাংবাদিক আশরাফুল আলম খোকন, ব্যারিস্টার সৌমিত্র সর্দার, অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক আসিফ, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নাঈমুজ্জামান মুক্তা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ আদনান ফাহাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবিএম আশরাফুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাসরিন আক্তার, অ্যাডভোকেট শওকত আলী পাটোয়ারী, অ্যাডভোকেট আরেফা পারভীন তাপসী, একেএম সাজ্জাদ হোসেন শাহীন, অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান মিঠু, চট্টগ্রাম চেম্বারের পরিচালক নাজমুল করিম চৌধুরী শারুন, আমেনা কোহিনুর, অ্যাডভোকেট শামীমা সুলতানা, এসএম এনামুল হক আবীর, নাজমুল ইসলাম তুহিন, জিয়া উদ্দিন আহমেদ ভুইয়া, রাশিদুল বাশার ডলার, মোহাম্মাদ এমদাদুল হক, সাজ্জাদ সাকিব বাদশা, সাকিবুর রহমান শরিফ কনক, মাসুদ পারভেজ খান ইমরান, গাজী আহানাফ সাকিব, ডা. হোসাইন ইমাম, ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুর রহমান হেভেন, সৈয়দ আবু তোহা, মাসুদ পথিক, আরিফ সোহেল, রায়হান কবির, রকিবুদ্দিন আহমেদ ঢালী, মাসুদ পারভেজ, হাসানুজ্জামান লিটন, সাংবাদিক মামুন অর রশিদ, লিপন মন্ডল, এসএম রেজাউল হাফিজ রেশিম, মোস্তাফিজুর রহমান জাহান, সারোয়ার মামুন চৌধুরী, মো. রাজীব হোসেন, আলমগীর হোসেন, জামান সিকদার ও সোহেল তালহা, কাজী এনামুল হক শামীম, হাবিব মজুমদার জয়, সাইদুল ইসলাম বাদল, সোহাগ মিয়া, কামরুজ্জামান মজুমদার প্রমুখ।

এছাড়া সারা দেশে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য বেশ কয়েকজন সাবেক ছাত্র ও যুব নেতাকে এই উপকমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইসব ব্যক্তি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এই উপকমিটি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ডাটাবেজ টিমকে সার্বিকভাবে সহায়তা করবেন। এই ক্যাটাগরিতে যাদেরকে সদস্য করা হয়েছে, তাদেরকে পর্যায়ক্রমে চিঠির মাধ্যমে জানানো হবে বলে আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ জানিয়েছেন।







ছেলের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান

ঢাকা ডেস্ক: না ফেরার দেশে চলেই গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান। অতীতে তাঁর মৃত্যুর গুজব উঠেছিল গোটা দশেকবার। প্রতিবারই সেসব গুজব মিথ্যা প্রমাণ করে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতেন কিংবদন্তি এই অভিনেতা। রাজধানী ঢাকার জুরাইন কবরস্থানে বড় ছেলের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছে দেশবরেণ্য অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান। শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারী) বাদ আসর সূত্রাপুর জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা শেষে জুরাইন কবরাস্থানে তাকে দাফন করা হয়। শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর সূত্রাপুরে নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এটিএম শামসুজ্জামান। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বুধবারও তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারী) বিকালে সেখান থেকে বাসায় ফিরেছিলেন তিনি। শনিবার সকালে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। অভিনয়ের জন্য আজীবন সম্মাননার পাশাপাশি ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া এটিএম শামসুজ্জামান ২০১৫ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

জানাজা: খ্যাতিমান অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানের প্রথম জানাজা শনিবার বাদ জোহর নারিন্দার পীর সাহেব বাড়ী মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাজা শেষে সূত্রাপুরে কমিউনিটি সেন্টারে তার মরদেহ নেওয়া হয়। সেখানে শ্রদ্ধা জানানোর পর সূত্রাপুর জামে মসজিদে তার দ্বিতীয় জানাজা হয়। এরপর জুরাইন কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

স্বনামধন্য এই অভিনেতা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। ছোটপর্দা কিংবা বড়পর্দা সকল ক্ষেত্রেই তুমুল জনপ্রিয়, নন্দিত ও সফল অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান। দর্শক প্রিয় এই অভিনেতা জীবনের শেষ বয়সেও অভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। ১৯৪১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর নোয়াখালীর দৌলতপুরে নানা-বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এ টি এম শামসুজ্জামান। গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার ভোলাকোটের বড়বাড়ি আর ঢাকায় থাকতেন দেবেন্দ্র নাথ দাস লেনে।

এটিএম শামসুজ্জামানের চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় ১৯৬৮ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত 'এতটুকু আশা' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে। অভিনয়ের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। অভিনয়ের বাইরে পরিচালক, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার হিসেবেও তিনি পরিচিত। ১৯৬১ সালে পরিচালক উদয়ন চৌধুরীর 'বিষকন্যা' চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন এটিএম শামসুজ্জামান। প্রথম কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেন 'জলছবি' চলচ্চিত্রের জন্য। এ পর্যন্ত তিনি শতাধিক চিত্রনাট্য ও কাহিনি লিখেছেন।

প্রথম দিকে কৌতুক অভিনেতা হিসেবে চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন। ১৯৭৬ সালে চলচ্চিত্রকার আমজাদ হোসেনের 'নয়নমণি' চলচ্চিত্রে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে আলোচনায় আসেন তিনি। শিল্পকলায় অবদানের জন্য ২০১৫ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক লাভ করেন এ শিল্পী।

শাকিব খানের আবেগঘন স্ট্যাটাস:

না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও



টেলিভিশনের প্রবীণ অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার এটিএম শামসুজ্জামান। শতাধিক চলচ্চিত্রের বহু খল ও কমেডি চরিত্রকে অমর করে যাওয়া খ্যাতিমান অভিনেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সংস্কৃতি অঙ্গনে। তার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন বার্তা দিচ্ছেন অভিনয়শিল্পীরা। প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে তোলা নিজেদের ছবি শেয়ার করেছেন চঞ্চল চৌধুরী, আরিফিন শুভ, ভাবনা, শাহনাজ খুশি, চয়ানিক চৌধুরীসহ অনেকেই। ঢাকাই ছবির বর্তমান সময়ের সেরা তারকা শাকিব খানও নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এটিএম শামসুজ্জামানকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা লিখেছেন।

শাকিব খান লিখেছেন, বাংলা চলচ্চিত্রের যারা পথপ্রদর্শক, 'একে একে তারা চলে যাচ্ছেন। সেই কাতারে এবার কিংবদন্তী এটিএম শামসুজ্জামান আঙ্কেল। তিনিও বিদায় নিলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন। চলচ্চিত্র অঙ্গনে প্রাজ্ঞজনদের একজন তিনি। তবে এতো সহজ মানুষ ছিলেন, যার সাথে সবকিছু অকপটে বলা যেত। সর্বদা সু-পরামর্শ পেয়েছি এই গুণী মানুষটির কাছ থেকে। সবকিছু ছাপিয়ে এটিএম আঙ্কেল ছিলেন অত্যন্ত রসবোধ সম্পন্ন একজন মানুষ। শুধু সিনেমায় নয়, ব্যক্তিজীবনে দারুণ হিউমার সম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। রঙের মানুষ। মুহূর্তেই আসর জমিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু একই সঙ্গে আবার অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান! নাটক, সিনেমা, লেখালিখি, পড়াশোনা সব মাধ্যমে এটিএম শামসুজ্জামান ছিলেন সমুজ্জ্বল। অভিনেতা ছাড়াও ছিলেন একজন চমৎকার লেখক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং কাহিনীকার। এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া এই সময়ে দুস্কর। কাজে কিংবা কাজের বাইরে এই সহজ মানুষটির সাথে আমার অসংখ্য স্মৃতি। তার প্রয়াণে প্রিয় অভিনেতা হারানোর পাশাপাশি একজন অভিভাবক হারানোর শোক অনুভব করছি। যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন এটিএম শামসুজ্জামান আঙ্কেল।'

এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে শোকে কাতর তারকারা

শতাধিক চলচ্চিত্রের বহু খল ও কমেডি চরিত্রকে অমর করে যাওয়া খ্যাতিমান অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে সংস্কৃতি অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এ অভিনেতার মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তারকাদের অনেকেই শোক জানিয়েছেন। অনেকেই প্রিয় অভিনেতার সঙ্গে তোলা নিজেদের ছবি শেয়ার করেছেন। কেউ কেউ এটিএমকে নিয়ে আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন।

অভিনেতা ও সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুক অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানের মৃত্যুতে বলেন, আমার জীবনে এ টি এম ভাইয়ের অবদান অনেক। আমার প্রথম ছবি 'জলছবি' থেকেই তিনি আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। পরিচালক এইচ আকবর সাহেবের বাসায় আমি আর এ টি এম ভাই রাতের পর রাত কাটিয়েছি। শীতের রাতে মাত্র একটি কাঁথা ভাগাভাগি করে নিয়েছি আমরা। 'জলছবি'র পুরো পাণ্ডুলিপি করেছিলেন তিনি। আমাকে ধরে ধরে সংলাপ বলাতেন, অভিনয় শেখাতেন। এই মানুষটা ছিলেন আমার সরাসরি উপদেষ্টা। কোন ছবিটা করব, কোনটা করব না, সেটা নির্ধারণ করে দিতেন তিনি। বরাবরই আমি একরোখা স্বভাবের। এটা নিয়েও বোঝাতেন সে সময়। এমন মানুষ আমরা আর পাব না। দিন দিন কাছের মানুষগুলোকে হারিয়ে ফেলছি। একদিন আমিও হারিয়ে যাব। এটাই সত্যি। অনেক দিন হলো এ টি এম ভাই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেননি। আমাকে ফোনে বলতেনও। বোঝাতাম, বয়স হয়েছে, এখন আর অভিনয় করার দরকার নেই। কিন্তু তাঁর ভেতরের শিল্পীসত্তা এই বয়সেও ভালো চরিত্র খুঁজত।

ফরুক করোনার কারণে এক বছর আমাদের দেখা নেই। তবে অন্তরের মাঝেই ছিলেন, আছেন। মাঝখানে আমি যখন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে, তখনো আমার খোঁজ নিয়েছিলেন। সাহস দিয়েছিলেন বেঁচে থাকার। এ টি এম ভাই খুব সাহসী ছিলেন। একমাত্র মনের জোরেই এত দিন রোগে ভুগেও বেঁচে ছিলেন তিনি। শেষ দেখা দেখতে সূত্রাপুর যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শরীরটা সায় দিল না। আমিও তো অতটা সুস্থ নই। যা হোক, ওপারে এ টি এম ভাই ভালো থাকুন- এই দোয়া রইল।

অভিনয়শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী লিখেছেন, 'শেষ পর্যন্ত সত্যটা হলো। এটিএম ভাই চলে গেলেন। আর হলো না দেখা। কত সময়, কত স্মৃতি। আবেগ তাড়িত হচ্ছি খুব। অপার শ্রদ্ধা। শান্তিতে থাকুন আপন মানুষ এটিএম শামসুজ্জামান।'

প্রবীণ অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানকে চাচা সম্বোধন করে নায়ক আরিফিন শুভ লেখেন, 'শান্তিতে থাকবেন এটিএম চাচা।'

ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এটিএম শামসুজ্জামানের একটি ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে অভিনেতার সঙ্গে তার যমজ সন্তানকে দেখা যাচ্ছে। খুশি লিখেছেন, 'আমাদের অতি প্রিয় সহকর্মী/ প্রিয় বন্ধু/ প্রিয় গুরুজন/ প্রিয় অভিভাবক, বরেণ্য অভিনেতা, শ্রদ্ধেয় এটিএম শামছুজ্জামান আর নেই! গভীর শোক এবং শ্রদ্ধা। খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে, কিছু লেখার ভাষা নাই...।'

অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা লেখেন, এটিম আংকেল ভালো থাকুন। আপনার আদর সব সময় পেয়েছি। শুটিংয়ের সময়গুলো মনে পড়ছে খুব।

নির্মাতা চয়নিক চৌধুরী লিখেছেন, এটিএম শামসুজ্জামান আংকেল কিছুক্ষণ আগে সত্যি সত্যি আমাদের ড়েড়ে চিরতরে চলে গেলেন! পরপারে ভালো থাকবেন আংকেল, প্রার্থনা।





আলজাজিরার রিপোর্ট প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান সেনাবাহিনীকে নিয়ে অপপ্রচার চলছে

ঢাকা ডেস্ক: সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, জাতির গর্ব, দেশের গর্ব সেনাবাহিনীকে নিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার চলছে; যাতে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য ঘৃণাভরে এ ধরনের অপচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

আলজাজিরার প্রতিবেদন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, 'আমাদের চেইন অব কমান্ডে যারা আছেন, সবাই এ ব্যাপারে সতর্ক। সেনাবাহিনীতে এ ধরনের অপপ্রচার বিন্দুমাত্র আঁচ ফেলতে পারবে না। সেনাবাহিনী দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সংবিধানকে সমুন্নত রাখার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ, বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত। বর্তমান সরকারের যে কোনো আদেশ-নির্দেশ পালনে সদাপ্রস্তুত। দেশের অভ্যন্তরীণ, বহির্বিশ্বে যে কোনো সমস্যা মোকাবিলার জন্য সাংবিধানিকভাবে আমরা শপথবদ্ধ।'

জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে মামলা আছে, সাজা আছে; কিন্তু গতকাল যদি আপনার বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা না থাকে, তাহলে আপনাকে কি আজ ফিউজিটিভ (পলাতক) বলা যাবে? আপনাকে কি সাজাপ্রাপ্ত বলা যাবে? যখনই আপনি অব্যাহতি পেয়ে যান কোনো একটা চার্জ থেকে, তার পরের দিন থেকে আপনি যে কোনো মুক্ত নাগরিকের মতো।'

তিনি বলেন, 'আমার ভাইদের সম্পর্কে যে অপপ্রচারগুলো এসেছে, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। খুব শিগগির আমার পরিবারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন করা হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সেনাপ্রধান হিসাবে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি, আমার অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কী করলে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে, আমার দায়িত্ববোধ খর্ব হতে পারে-এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।'

মালয়েশিয়ায় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান বলেন, 'আমার ভাইয়ের সঙ্গে আমি মালয়েশিয়ায় যখন দেখা করেছি, তখন তার নামে কোনো মামলা ছিল না। ষড়যন্ত্রমূলক যে মামলাটা ছিল, সেটিও অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল। সে অব্যাহতি মার্চ মাসে হয়েছিল, এপ্রিলে আমি গিয়েছিলাম।'

জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেন, 'এখানে আলজাজিরা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে দিয়েছে। কারণ, সেদিন আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে না কোনো সাজা ছিল, না তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল। তার আগেই মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।'



কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরায় প্রকাশিত 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার'স মেন' শীর্ষক প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রথমবারের মত সাংবাদিকদের সামনে কথা বলেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। ছবি: নিউজ ২৪ চ্যানেলের সৌজন্যে

আলজাজিরার প্রতিবেদন প্রসঙ্গে সেনাপ্রধান আরও বলেন, 'বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সময় আমার যে চিত্র ধারণ করা হয়েছে, সেনাপ্রধান হিসাবে আমি মনে করি, যখন আমি অফিশিয়াল ক্যাপাসিটিতে কোথাও থাকব, তখন আমার নিরাপত্তা অফিশিয়ালি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। যেখানেই যাই, হোস্ট কান্ট্রি তা করে থাকে এবং সেখানে আমার অতিরিক্ত কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু যখন আমি কোথাও আমার ব্যক্তিগত সফরে থাকি, হয়তো আসার সময় কোনো ট্রানজিটে আত্মীয়স্বজনের কাছে যাই, সে সময় অফিশিয়াল কোনো প্রটোকল ব্যবহার করা আমি সমীচীন মনে করি না। আমি মনে করি সেটা অপচয়। সেটা আমার জন্য উচিত নয়। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যদি কেউ কিছু করে থাকে, তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। আপনারা তো এখন ভালো করে জানেন। আমাদের রিজয়েন্ডার পাওয়ার পর আপনারা বুঝতে পারছেন, যারা এই কাজগুলো করেছে, কেন করেছে, তাদের উদ্দেশ্য কী হতে পারে।'

বারবার কেন আপনাকে টার্গেট করা হয়-এমন প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, 'সেটার দায়িত্ব আপনাদের (সাংবাদিকদের) ওপর ছেড়ে দিলাম। আপনারা বুঝে নেন, খুঁজে নেন কেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধানকে টার্গেট করা হচ্ছে। কারণ, সেনাপ্রধানকে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন। সেনাপ্রধানকে হেয়প্রতিপন্ন করা মানে প্রধানমন্ত্রীকে হেয়প্রতিপন্ন করা।'

জেনারেল আজিজ আহমেদ আরও বলেন, 'আমার কারণে যেন সেনাবাহিনী, সরকার বিব্রত না হয়, বিতর্কিত না হয়- সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। যা কিছু আপনারা শুনছেন, এগুলোর কোনো প্রমাণ নেই। বিভিন্ন জায়গা থেকে কাটপিস সন্নিবেশ করে তারা (আলজাজিরা) এগুলো করতে পারবে; কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। সেটি আপনারা আপনাদের কলমের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন। সে জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।'

আলজাজিরার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, 'এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের (আলজাজিরা) বিরুদ্ধে কিছু করার থাকবে না। আমি নিশ্চিত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা হয়তো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'

চলচ্চিত্র নির্মাতা মনোয়ার খোকনের ইন্তেকাল

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের বহু জনপ্রিয় ঢালিউড সিনেমার নির্মাতা মনোয়ার খোকন ইন্তেকাল করেছেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারী রোববার সকাল ৬টার দিকে তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। তিনি গত তিন বছর ধরে কিডনিসহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

গত ৬ ফেব্রুয়ারী ডায়ালাইসিসের জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিচালক মনোয়ার খোকনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে চলচ্চিত্রাঙ্গনে।

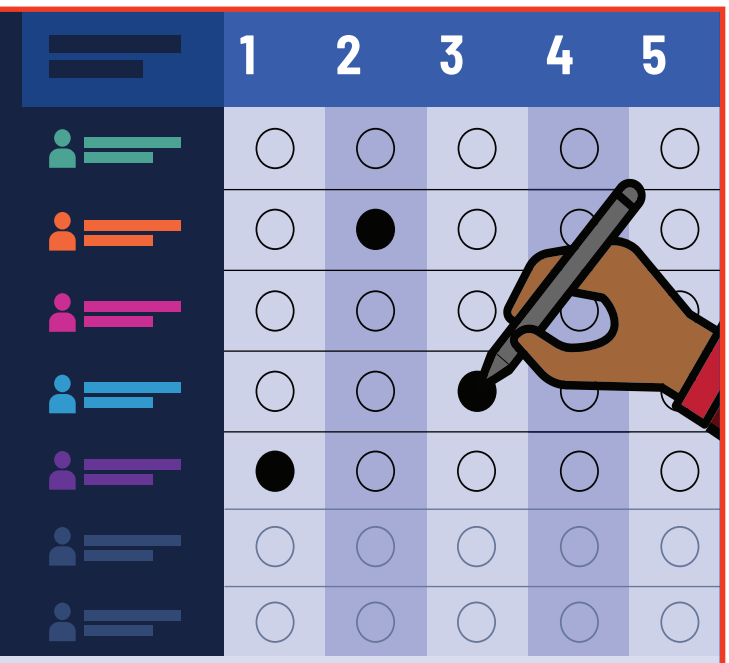


রোববার বাদ জোহর জানাজা শেষে তাকে উত্তরার ৪ নং সেক্টরের কবরস্থানে দাফন করা হয়। '৯০-এর দশকে সিনেমার রমরমা দিনে চলচ্চিত্র পরিচালনায় এসে সাফল্য পান মনোয়ার খোকন। স্বামী কেন আসামিসহ বহু জনপ্রিয় সিনেমা পরিচালনা করেছেন তিনি। এই নির্মাতার সর্বশেষ ছবির নাম 'তুখোর হিরো'।

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

নিউ ইয়র্ক শহরে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

পছন্দের ক্রমানুসারে সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে ভোট দিন



২০২১ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরের সকল প্রাথমিক এবং বিশেষ নির্বাচনগুলোতে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে

আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন

▶ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ - ৩১ সিটি কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, কুইন্স

অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে – ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোটদানের প্রক্রিয়া

আপনি পছন্দের ক্রমানুসারে **সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে** ভোট দিতে পারবেন।

- আপনার প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করুন এবং ভোট দেয়ার জন্য ১ম পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন
- আপনার পছন্দের দ্বিতীয় প্রার্থী থাকলে, ভোট দিতে ২য় পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন
- এই ভাবে আপনি সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিতে পারবেন
  - আপনি চাইলে কেবল মাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বাকী কলামগুলো খালি রাখতে পারবেন
  - আপনি প্রতিটি কলামে কেবলমাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন
  - আপনি একজন প্রার্থীকে একবারের বেশী ভোট দিতে পারবেন না

আপনার ভোট কেন্দ্র, অগ্রিম ভোটদানের সময়সূচী এবং পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেওয়া সম্পর্কে জানতে আমাদের ওয়েব সাইট **VOTE.NYC** দেখুন অথবা **1-866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন।

NYC RANKED CHOICE VOTING

VOTE NYC

Board of Elections City of New York

সাহিত্য সাময়িকী

কিছুই আমার নয়

ইকবাল হাসান

যা কিছু বলছি আমি তা আমার কথা নয়
পুরোটা অন্যের ।
আমার মুখে যা কিছু শুনেছো এতোদিন
এসকল কথা বলা হয়ে গেছে বহুকাল আগে
হয়তো শোনোনি তুমি ।
এখন আমার মুখে হঠাৎ এসব শুনে মনে হবে
'আগেতো শুনিনি
সবকিছু যেন নতুনের মতো মনে হয়'!
প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নতুন নয়
কিছু বলা আছে প্রাগৈতিহাসিক পুঁথি ও
মিথের বিস্তারে, কিছু আটকে ছিলো বিপন্ন বিস্ময়ে
কিছু আটকে ছিলো চিত্রকল্প, উপমায়
আমি তাকে অবমুক্ত করেছি ।
তোমার সামনে আমি নতশিরে স্বীকার করছি আজ
যা কিছু বলেছি এতোদিন কিছুই আমার নয়
সবই অন্যের
শুধু তাঁদের প্রজ্বলিত মোমবাতি থেকে
এক ফোঁটা আলো ধার করে এনে
নিজের ঘরকে আমি কবরের অন্ধকার গুহা থেকে জীবন্ত করেছি ।

লাফ দিতে চাই

মেহেদী ইকবাল

লাফ দিতে চাই
হয়তো উড়তে চাই ধরতে চাই কিছু
জানি আমি সীমাবদ্ধতার কথা
আঙুর ফলের কথা মনে আছে খুব!
লাফ দিতে চাই
উঁচুতে উঠতে চাই দেখতে চাই কিছু
কতকিছু যায় থেকে অদেখা আমাদের
অচেনা পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে বারংবার!

লাফ দিতে চাই
একই দৃশ্য দেখে দেখে একঘেঁয়ে লাগে
নতুন ভোরের ছবি কতবার এঁকেছি আমি
কোথায় পাখিরা সব প্রজাপতি খরগোশ ছুটে যাওয়া
বিদ্যালয়ের পথে হাসি হাসি মুখ শিশুরা কোথায়?

কেন দেখি অগ্নিদগ্ধ গ্রাম
পতন আর পচনের শহর
উপচে পড়া মাংস আর মদ
নিরন্ন শিশু তবু কাতরায় ফুটপাতে!

লাফ দিতে চাই
স্পর্শ করতে চাই ভূমি নতুন নক্ষত্রের
আছো তুমি আলোকবর্ষ দূরে সহস্র
এইযে গভীর খাদ আকাশের
পার হতে দিতে হবে জানি

একসাথে অনিন্দ্য যথাযথ লাফ!

নীলটাই ও বারুদমুক্ত বিশ্ব

শিউল মনজুর

হোয়াইট হাউসে আর ঝড় তুলবে না
লালটাই । হঠাৎ ধুলিঝড়ে কেঁপে উঠবে না
প্রেসবক্সের মাইক্রোফোন । ধর্মের অধর্মের
বর্মে লুণ্ঠিত হবে না মানবিক বিশ্ব,
মহামারী নিয়ে কেউ করবে না টিটকারী
কিংবা মশকরা । রাতের বিছানায় যাবার
আগে সোনালি রূপালি আলোয় দেখে
নেবো কারখানার ভেতরে বাহিরে চিমনির
কালোধোঁয়ায় মাখামাখি করে একসাথে
হাত মিলিয়ে জনসন, মাইকেল ও
নিকোলাসরা কাজ করে যাচ্ছে দিনরাত এবং
সূর্যাস্তের আগেই আদার বেপারী রমিজ
মিয়াও খোঁজ নিচ্ছে জাহাজঘাটের ।
অন্যদিকে হোয়াইট হাউস
হোয়াইটপতাকার শিল্পশুভ্রতা নিয়ে
সীমান্তগুলো গোলাপের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে
বহুবিধ সম্পর্কের আনন্দ উদ্যান রচনা করে
যাবে, বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেবে চকচকে
দেয়াল, সম্পর্ক বিচ্ছেদের কাঁটাতার ।
পূবে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে বিষণ্নতার
বিষবাস্প না ছড়িয়ে হাউসের নতুন
অতিথিরা আকাশে বাতাসে নীলরঙ ছড়িয়ে
বার্তা দেবে বারুদমুক্ত বিশ্বের, উড়াবে
পায়রা শান্তির- নীলটাই ছুঁয়ে জেগে
উঠবে পাখিদের উৎসব.....স্যালুট বাইডেন-
কমলা হ্যারিস

ভাসমান কবিতা

মাহমুদ নোমান

মোনাজাত করো মায়ের ভাষায়
যেন বাবা শোনেন,
কবিতাটি লিখো প্রেমের ভাষায়
জানোই তো,
আতংকে অনেকে কবিতা লিখে
মেঘের সত্ত্বাধিকারে-
কেউ কেউ ঘরেই ফিরলোনা
ঘর তাঁদের পিছনে ছোটে
যেন বাসভ্রমণে-
পদ্মা নদীর দিকে যাচ্ছো,
পদ্মা নদী ভেসে উঠছে
বুকে ফেরি নিয়ে,

কেউ কেউ কলেমা পাঠ করে নিচ্ছো

প্রেমের উপসর্গ নিয়ে মারা যাচ্ছে রোদ
বুকের তীরদেশে,
শস্যদানায় অনেকের গোপনীয় আখ্যান
নিজেরা লিখে যাচ্ছো,
উল্টেপাল্টে লিখে নিও
সময় পেলে আমাকে ছেড়ে দিও
..... ইতি, চিংড়ি মাছের সাঁতার ....

আলো অন্ধকার

হুমায়ূন কবির

তুমি স্বপ্নের বর্ণনা দিলে
আমি বলি স্বপ্ন এক অলীক জগত
যার অস্তিত্ব শুধু তোমার মনের উপত্যকায়
আর যদি ঘুমের কথাই বলো
তাহলে এসো আগে অন্ধকারের কথা হোক
ঘুম নামের যে কবুতর তোমায়
স্বপ্নের খোঁজে নিয়ে যাবে শৈশবের কীন ব্রীজে
তার জন্য চাই একফালি অন্ধকার

সব আলো ভালো নয় সকল সময়
নষ্ট আলোর উজ্জ্বলতায়
দিকভ্রষ্ট হয় স্বপ্নচারি কপোতের মন
নীলাভ পেখমে জখম জমে
আলো মানেই জীবন নয় আর
পায়রারা জেনে গেছে আণবিক আলোর আসল খবর ।

কবিমন হাঁটে দরিয়ানগর

রুদ্র সাহাদাৎ

আজও কবিমন হাঁটে দরিয়ানগর
হিমছড়ির ঝরনাধারা দেখতে দেখতে প্রকৃতিপাঠ
সমুদ্রের নীল জলে সাঁতার দেয় একঝাঁক সাঁতারু চোখ
নব নব কথায় শুনায় গান ঝাউবন, শাদা গাঙচিলের দল
আজও কবিমন হাঁটে দরিয়ানগর
চেয়ে দেখি ধ্যানমগ্ন কবি আঁকে প্রকৃতির ছবি
সাগরলতার সংসার দেখে অন্য ভুবনে
চলে গেছে বহু আগে
লাল কাঁকড়ার লুকোচুরি দেখতে দেখতে প্রকৃতিপাঠ

বসন্ত বারোমাস

আবদুল বাতেন

কথারা কখনো ফিরে আসে না, উৎসমুখে যেমন ফেরে না
রূপালি ঝরনা, নিবিড় নদী
বেরিয়ে যাওয়া বর্বর বুলেট ।
তোমার আকাশ খোলা পিঠে রংধনু তিল- এই যে বলেছি
দীঘল চুলে মেঘের ঘরবাড়ি
পাপড়ি ছড়ানো মিহি লোমে
তোমার বুকের বনানীতে প্রথিত পূর্ণিমার গহীনে টানা গান ।

রক্তিম আলতা ও মেহেদির নকশায় নরম রোদের ঝিলমিল
সিঁথিতে শায়িত পাযqরার পালক
কণ্ঠে কোকিলের উষ্ণ অভ্যর্থনা ।
আকাশ পাতাল চষে বেড়াচ্ছে জুটিগণ, নিশ্চিদ্র গলা ধরাধরি
অস্থির অনিলে বসন্তের খোঁজে
মনন মসনদে বসিয়ে তোমাকে
পূণ্য শ্লোকের মত সতত বলছি-তুমিই আমার বসন্ত বারোমাস ।



বাংলাদেশ মিশনের একুশ উদযাপন।


বাংলাদেশ মিশনের একুশ উদযাপন।


বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন এর একুশ উদযাপন।


বাংলাদেশ মিশনের একুশ উদযাপন।



ইউএস জাপার একুশ উদযাপন।


ইউএসএ যুবলীগের একুশ উদযাপন।


জর্জিয়া সম্মিলিত পরিষদের একুশ উদযাপন।

নানা আয়োজনে উত্তর আমেরিকায় একুশের অনুষ্ঠান

(প্রথম পাতার পর)

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালীর চেতনা মঞ্চ বাংলাদেশ সময় একুশের প্রথম প্রহরে (স্থানীয় সময় ২০ ফেব্রুয়ারী বেলা ১টা) জাতিসংঘ ভবনের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মান করে ভাষা শহীদদের প্রত শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এতে সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশ নেন। এদিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে ইউএস কংগ্রেসে একটি রেজল্যুশন উত্থাপন করেছেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং। নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ৬ থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেট এই আইনপ্রণেতা গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ইউএস কংগ্রেসে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব তুলে ধরেন।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘও দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নিলেও পৃথিবীর অনেক দেশে এখনো দিনটি সেইভাবে পালিত হয় না।

বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের কুইন্স থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তার রেজল্যুশনের বিষয়ে পরে একটি ভিডিও বিবৃতিতে বলেছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে আমেরিকার মানুষ যেন দিনটিকে ঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালনও করে। গত চারটি কংগ্রেসে তিনি এমন রেজল্যুশন তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, 'আরো বেশি আমেরিকানের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং এই দিনটি পালনের তাৎপর্য সম্পর্কে জানা উচিত। আমার রেজল্যুশনটি সেই সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করবে বলে আশা করছি'।

তিনি ১৯৫২ সালে মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণ করেন। তিনি তার বিবৃতিতে বলেন, 'ইউনেস্কো সারা পৃথিবীর মানুষের ভাষার অধিকার রক্ষার জন্যে ২১ ফেব্রুয়ারীকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই দিনটির মর্যাদা একটু ভিন্ন।' তিনি উল্লেখ করেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সেদিন ছাত্ররা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করে গড়ে তুলেছিলেন। অনেকে জীবনও দিয়েছেন।

গ্রেস মেং উল্লেখ করেন, পরিচর্যার অভাবে পৃথিবী থেকে প্রায় দুই হাজার ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারির তথ্য তুলে ধরেন তিনি বলেন, আমেরিকার সৌন্দর্যই হচ্ছে এর বৈচিত্র্য। এখানে ৩৮১টি ভাষায় মানুষ কথা বলে। ফলে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব আরো বেশি।

ভবিষ্যতেও তিনি এমন প্রচেষ্টা আরো চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্যে তিনি মুক্তধারা ফাউন্ডেশনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। এর আগে এই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগেই ২০১৫ সালে নিউইয়র্ক স্টেটের আইনসভা প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্যে একটি রেজল্যুশন পাস করেছিল। এবারো স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস এর উদ্যোগে যা নবায়ন করা হয়েছে।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ সাহা জানিয়েছেন, গ্রেস ম্যাং-এর রেজল্যুশন উত্থাপনের ঘটনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা ও আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আরো একটি ধাপ এগিয়ে গেল। তিনি বলেন, 'আমরা ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের সামনে একুশে ফেব্রুয়ারী পালন করে আসছি। এ বছর সেই কর্মসূচির ৩০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। ২০১৬ সালে সেখানে মাসব্যাপী ভাস্কর্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলাম। ওই বছরই ইউএস পোস্টাল সার্ভিস আমাদের উদ্যোগেই আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে। নিউ-ইয়র্কসহ আমেরিকার আইন সভায় এ সংক্রান্ত রেজল্যুশন পাশের ক্ষেত্রেও আমাদের ধারাবাহিক উদ্যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে'।

একুশের প্রথম প্রহরে জাতিসংঘের সামনে

প্রতি বছরের মতো এবারও নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছে প্রবাসী বাংলাদেশীরা। আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশে একুশের প্রথম প্রহরের সঙ্গে মিল রেখে নি-উইয়র্ক স্থানীয় সময় শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারী) দুপুর ১টা ১ মিনিটে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসেন শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী।

করোনা মহামারির মধ্যে এবার ভিন্ন আবহে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অংশ নেন। এমনকি নিউইয়র্কের বৈরি আবহাওয়াও তাতে বাধা হতে পারেনি। প্রতি বছরের মতো এ বছরও উপস্থিত সর্বকনিষ্ঠ শিশু প্রথমে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। এরপর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালীর চেতনা মঞ্চ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবার নিয়ে ৩০ বছর ধরে তারা জাতিসংঘের সামনে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান করে আসছে।

এছাড়া এবার মুক্তধারা একুশে স্মরণে বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনলাইনে প্রচারিত এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকছে অমর একুশের গান রচ-য়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের আলাপচারিতা, একুশ থেকে একাত্তর। আবদুল গাফফার চৌধুরী লন্ডন থেকে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকছেন। হাসান ফেরদৌসের সঞ্চালনায় নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে থাকছে সুশনা চৌধুরী, চন্দ্রিমা দে ও নাফিউল বারী।

অনুষ্ঠানের আরো থাকবে ১৯৯২ সাল থেকে গত ৩০ বছর একটানা মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালীর চেতনা মঞ্চ জাতিসংঘের সামনে একুশে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে যে আয়োজন করেছে তার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রামাণ্য চিত্র। আরো থাকবে 'কৃ ষ্ণচূড়ার গান' এর লেখক ও গায়ক তাজুল ইমামের সঙ্গে আলাপচারিতা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সালমা বাণী। এছাড়া কবিতা পাঠসহ অন্যান্য আয়োজনও রয়েছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন

নিউইয়র্ক: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারী রোববার মিশনস্থ বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান একুশের ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এর আগে প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে অডিটোরিয়ামটিতে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং মহান একুশের ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে একটি প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটির আলোচনা পর্ব শুরু হয় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে। স্বাগত ভাষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "শিক্ষায় এবং সমাজে বহুভাষার অন্তভূক্তি সযত্নে লালন করি" উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে বহুভাষিকতাকে এগিয়ে নিতে সর্বাত্তক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে"।

ভাষণের শুরুতেই তিনি বাহান্নের ভাষাশহীদ এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদই ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে বার বার গ্রেফতার হয়েছেন। জেলে থেকে ভাষা আন্দোলনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহীদগণ"।

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই কীভাবে জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালী জাতি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে সে প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতিস-ংঘসহ বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা তুলে ধরেন তিনি। বাংলাদেশের জন্য কোভিড-১৯ এর টিকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং চলমান টিকা প্রদান কর্মসূচিতে সরকার যে সফলতা দেখিয়েছে তা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।

তিনি বলেন, "বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে যে প্রস্তাবনা রেখেছেন তা বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে"।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা উজ্জীবিত রাখতে পরিবার এবং কমিউনিটিতে বাংলার শুদ্ধ চর্চা অব্যাহত রাখতে প্রবাসী বাঙালীদের প্রতি আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশ নেন মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ। কোভিড-১৯ জনিত স্থানীয় বিধিনিষেধ অনুযায়ী সামাজিক দুরত্ব মেনে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হয়।

উল্লেখ্য, সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারী) ভার্চুয়ালভাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জাতিসংঘ সদরদপ্তর ও ইউনেস্কো এবং জাতিসংঘে নিযুক্ত ব্রাজিল, কানাডা, মিশর, জর্ডান, লিথুনিয়া এবং নিউজল্যান্ড মিশনের যৌথ উদ্যোগে উদযাপিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জাতিসংঘ ভিত্তিক উদযাপন। এদিন বেলা ১২:০০ থেকে ১৩:৩০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এই অনুষ্ঠান জাতিসংঘ ওয়েভ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন
অমর একুশে ফেব্রুয়ারী (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)



সিডিপ্যাপ বন্ধ হচ্ছে না, গুজবে কান দেবেন না: সাউথ এশিয়ান সিডিপ্যাপ

(শেষের পাতার পর)

কতিপয় ব্যক্তি বা দুস্কৃতকারী যে গুজব ছড়াচ্ছে তাতে কান দেবেন না। যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে অনেক মেম্বার এবং কেয়ার গিভার তাদের কোম্পানির জালিয়াতির প্রমাণসহ ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ'র কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে বলে সাউথ এশিয়ান সিডিপ্যাপ জানতে পেরেছে। যারা ফোন করে বা ম্যাসেজ দিয়ে সিডিপ্যাপ মেম্বার এবং কেয়ার গিভারদের কাছে এ ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে তাদেরকে ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ শিগগিরই চিহ্নিত করবে বলে আমরা আশা করছি।

তিনি বলেন, গত ১৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার নিউইয়র্কের সাউথ এশিয়ান হোম কেয়ার মালিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভায় সিডিপ্যাপ সংক্রান্ত গুজব নিয়ে আলোচনা এবং তীব্র নিন্দা জানানো হয়। পাশাপাশি আরএফও'র কোয়ালিশনের পরবর্তী করণীয় নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ মতামত উঠে এসেছে।

সভায় ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের গিয়াস আহমেদ, বারী হোম কেয়ারের আসেফ বারী টুটুল এবং মুনমুন বারী, ডিএইচ কেয়ারের শাহরিয়ার, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের শাহ নেওয়াজ, দাদা হোম কেয়ারের সাঈদ হায়াত, ব্যাঙ্গল হোম কেয়ারের জামিল মাহমুদ, বাংলা হোম কেয়ারের আবু জাফর মাহমুদ, ডাইরেক্ট সোর্স হোম কেয়ারে নাজিম উদ্দিন, সারা হোম কেয়ারের ডা. শাহজাদী পারভীন ও স্বপ্ন হোম কেয়ারের মিজবাহ আবেদীন অংশ নেন।

গিয়াস আহমেদ আরো বলেন, আরএফও নিয়ে কতিপয় ব্যক্তি নানা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে সাউথ এশিয়ান সিডিপ্যাপ জানতে পেরেছে। বাংলাদেশী মালিকানাধীন এল্ডার হোম কেয়ায়, বারী হোম কেয়ার, ডিএইচ কেয়ার, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, বেঙ্গল হোম কেয়ার, বাংলা হোম কেয়ার, ডাইরেক্ট সোর্স হোম কেয়ার, দাদা হোম কেয়ার, সারা হোম কেয়ার, স্বপ্ন হোম কেয়ার আলাদাভাবে এবং আরো ৪০টি হোম কেয়ারের সঙ্গে কোয়ালিশন করে গত বছর আরএফও'র জন্য আবেদন করেছিল। আমাদের কোয়ালিশনের মধ্য থেকে বুলেভার্ড হোম কেয়ার এবং কমিটেড হোম কেয়ার আরএফওতে জয়ী হয়েছে। এ কোয়ালিশনের কারণে আমরা যারা সিডিপ্যাপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করছি তারা আগের চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছি এবং আগের চেয়ে ভালো সার্ভিস প্রদান করতে সক্ষম হবো। পাশাপাশি সমস্ত এমএলটিসির সার্ভিস প্রদানেও আমরা এগিয়ে থাকবো। তিনি বলেন, আমাদের এ কোয়ালিশনের ইর্ষান্বিত হয়ে কতিপয় দুস্কৃতকারী গত কয়েকদিন ধরে নানা গুজব ছড়াচ্ছে বলে সাউথ এশিয়ান সিডিপ্যাপ জানতে পেরেছে। এসব দুস্কৃতকারী কর্তৃক ইতোমধ্যে ফোন করে, ম্যাসেজ দিয়ে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে এবং নানা গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে অনেক সিডিপ্যাপ মেম্বার ও কেয়ার গিভার ডিপার্টমেন্ট অব হেলথকে অভিযোগ করেছেন বলেও সাউথ এশিয়ান সিডিপ্যাপ জানতে পেরেছে। আমরা মনে করি এ ধরনের কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা আশা করবো গুজব সৃষ্টিকারীরা দ্রুতই চিহ্নিত হবেন। আমরা যতদূর জানি গুজব ছড়ানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আগেও নানা অপকর্মের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল এবং সেগুলো ফেডারেল ও স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তদন্ত করছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

'সাকিব শুধু টাকার চিন্তা করে'

(শেষের পাতার পর)

তিনটি টেস্টে অংশ নেবে টাইগাররা। এখনও পর্যন্ত আইসিসির ৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে এক পয়েন্টও অর্জন করতে পারেনি বাংলাদেশ। অথচ আইপিএল খেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেই শ্রীলংকা সফরে যাচ্ছেন না সাকিব। জাতীয় দলকে উপেক্ষা করে অর্থের মোহে আইপিএল খেলার সিদ্ধান্ত নেয়ায় সাকিবকে নিয়ে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার আইপিএল নিলামের পর থেকেই সমালোচনা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক শফিকুল হক হীরা শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় বলেন, টেস্ট ম্যাচ খেলে সাকিব কী পায়! সর্বসাকুল্যে দুই হাজার পাউন্ড! ও তো প্রতিদিন ২ হাজার পাউন্ড খরচই করে। এজন্যই হয়তো ও টেস্ট খেলতে চায় না। তিনি আরও বলেন, সাকিব শুধু টাকার চিন্তা করে। আইপিএল খেলে এত টাকা পাই, দেশে খেলে কী পাই। বোর্ডও ওকে কিছুই বলতে পারছে না। যখন চাঞ্চ পেল তখনই তো কিছু করা উচিত ছিল। বোর্ড তো ওর আইপিএলে খেলা বন্ধ করতে পারল না।

জাতীয় দলের সাবেক এই ম্যানেজার হীরা আরও বলেন, আইপিএল খেলতে ছুটি নেয়া মানে সাকিব আর টেস্ট ম্যাচ খেলতে চায় না। তবে সাকিব যখন টেস্ট খেলবে না তখন ওকে কেউ সম্মান দেবে না।

অবশেষে চলেই গেলেন!

(শেষের পাতার পর)

বৃহস্পতিবার ছবি দেখলাম, মুখে অক্সিজেন মাস্ক বাঁধা অবস্থায় নিথর শুয়ে আছেন। ভাল মনে হয় নাই। ওই দিনই সাদেক সিদ্দিকী আশংকা প্রকাশ করলেন, হয়তো এবারই শেষ। শুক্রবার (১৯ ফেব্রুয়ারী) ছবিতে দেখলাম বেডে উঠে বসেছেন, হাসিমুখে কথা বলছেন। মনটা নির্ভার হয়ে গেল। দুইএক দিনের মধ্যেই দেখতে যাবো ঠিক করলাম। শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারী) সকালে ফেসবুক খুলতেই দু:সংবাদ।

শ্বাসকষ্ট হওয়া মানে ফুসফুস ঠিকমত কাজ না করা। তেমনটা হওয়ার অর্থ রক্তে অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যাওয়া। ফলশ্রুতিতে কিডনীর ওপর চাপ বেড়ে গেলে এক পর্যায়ে কিডনীর কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া, কিডনী বিকল হয়ে গেলে ফুসফুসে পানি এসে যাওয়া, আর এই পানি জমার অর্থ হচ্ছে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে যাওয়া। যার অনিবার্য পরিনতি- মৃত্যু। চেইন রিএ্যাকশন। আমাদের দেশের হাসপাতাল এবং ডাক্তাররা শুধু চেয়ে চেয়ে এই প্রক্রিয়াগুলো দেখে আর স্বজনদেরকে মিথ্য সান্তনা দেয়। সে কারনে আজকাল কারও হাসপাতালে ভর্তির কথা শুনলেই দুশ্চিন্তায় থাকি। এটিএম ভাই'র বয়স হয়েছিল, তার ওপর বছর দুই আগে একটা মেজর সার্জারি ফেস করেছেন। ছোটখাট সমস্যা লেগেই ছিল। ধুমপানজনিত কারনে ফুসফুসের অবস্থা আগে থেকেই দুর্বল। এমন মানুষের যদি শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় ভাবনারই কথা। অবশেষে সবাইকে ভাবনামুক্ত করে দিয়ে অনন্তের পথে পাড়ি জমালেন কিংবদন্তি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এটিএম শামসুজ্জামান, আমাদের সবার প্রিয়-ভালবাসার মানুষ খোকন ভাই।

এটিএম ভাইকে জানি সেই স্বাধীনতার পুর্বকাল থেকেই। সৈয়দ আহসান আলী সিডনী, আব্দুল্লাহ আল মামুন, নাজমুল হুদা বাচ্চু, এটিএম ভাই, টেলি সামাদ, ফখরুল হাসান বৈরাগী, চিত্র নায়ক উজ্জল- এঁরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাট্যাচার্য্য অধ্যাপক ড. আসকার ইবনে শাইখের নাটকের ছাত্র। ড. আফতাব আহমেদ, জালাল ভাই, মোস্তফা জব্বার ভাই, আতিক, ডালিম- আমরা ছিলাম স্যারের শেষ ব্যাচের ছাত্র। কথা বলায় স্যারের অদ্ভুত একটা মজার স্টাইল ছিল। এটা সবচেয়ে ভাল রপ্ত করেছিলেন বাচ্চু ভাই, টেলি ভাই, এটিএম ভাই এবং ফখরুল হাসান বৈরাগী ভাই। অভিনয়ের প্রথম দিকে এঁরা ওই বাচনভঙ্গিটি ব্যবহার করতেন। এর বদৌলতে কেউ কেউ ভাল সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন। কিন্তু এটিএম ভাইয়ের এ ছাড়াও ছিল নিজস্ব কিছু গুণ এবং ষ্টাইল। তিনি শুধু অভিনয় না, লিখতে পারতেন। নাটক লিখেছেন সিনেমা লিখেছেন। সিনেমা বানিয়েছেন। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা গাঢ় হয় বেশ কয়েক বছর আগে আমার প্রডাকশনে তাঁর অভিনয় করা নিয়ে।

বয়সে আমার বেশ বড়, কিন্তু ছিলাম বন্ধু। এমন এক ব্যক্তিত্ব- যার সঙ্গেই পরিচয় হতো অল্প সময়েই বন্ধু বানিয়ে নিতেন। বন্ধুর মতই কথা বলতেন আড্ডা মারতেন। তবে আমরা দু'জন ছিলাম পরস্পরের গুনমুগ্ধ। একবার এক আড্ডায় তিনি কয়েক লাইনে একটা গল্পের আউটলাইন বললেন। আমি বললাম, এটা আমি লিখি। একটা কিছু দাঁড় করাই, আপনি ঠিক করে দেবেন। তিনি রাজী হলেন। কয়েকদিন পর গল্পটা একটা টেলিফিল্ম হয়ে গেল। স্ক্রিপ্ট তার হাতে দিয়ে বললাম, পড়ে দেখেন, যেখানে যেখানে ঠিক করতে হবে বলবেন, আমি করে দেব। পান্ডুলিপি পড়ে তিনি দেখা করতে বললেন। ভয়ে ভয়ে গেলাম। কি জানি কি বলেন! কিছু হয়েছে কি হয় নাই! আমাকে হতবিহ্বল করে দিয়ে তিনি বললেন, এ স্ক্রিপ্টে হাত দেওয়ার সাধ্য আমার নাই। এটা আমি নিজে লিখলেও এমন হতো না। ওই স্ক্রিপ্ট আমি শ্যুট করেছিলাম, এটিএম ভাই তাতে মূখ্য ভুমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

আমার লেখা কয়েকটি বই তাকে দিয়েছিলাম। তিনি



পড়েছেন। একদিন আমার লেখার স্টাইল বা ধরন সম্পর্কে তিনি এমন একটা কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিলেন আমি অভিভূত হয়ে গেছিলাম। কারন এতদিন ধরে লেখালেখি করছি, অমন কমপ্লিমেন্ট কারও কাছ থেকে পাইনি। সত্যি বলতে কি এটিএম শামসুজ্জামানের কাছ থেকে সেদিন ওই কমপ্লিমেন্ট পাবার পর থেকে নিজের ওপর ভরসা বেড়ে গেছে। আমার লেখা একটা ইতিহাসভিত্তিক বই পড়ে তিনি এতটাই আপ্লুত হয়েছিলেন, কয়েকবরাই বলেছেন, আপনার তো অনেক সাহস! আমি অবাক হই- এখনও আপনেরে বান্ধে নাই!

এটিএম ভাই আমার একটা ধারাবাহিকেও কাজ করেছেন। ম্যাগাজিন শো'তেও কয়েকবারই এসেছেন, কখনও অতিথি হিসেবে কখনও পারফরমার হয়ে। সময়ের প্রতি নিষ্ঠাবান কাজের প্রতি যত্নশীল। সেটে যতক্ষণ থাকতেন জমিয়ে রাখতেন। আবার রাত দশটা বাজলেই গাড়ীতে উঠে যেতেন। কেন যেন আমার সেটে এলে সে কথা ভুলে যেতেন। একদিন তো মধ্যরাত পর্যন্ত শুটিং করলাম। তিনি সিকোয়েন্স শেষ করে দিয়ে গেলেন।

বাসায় তার বসার ঘরে কোন চেয়ার সোফা ছিল না। মাটিতে পাতলা তোষক পাতা। তার ওপর সাদা চাদর বিছানো। বাইরে জুতা স্যান্ডেল খুলে এসে সবাইকে তাতেই বসতে হতো। সেখানে বসেই আড্ডা। কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা। কিছুক্ষণ পরপর সিগারেট ধরাতেন। টান দিতেন আর খকখক করে কাশতেন। শেষের দিকে কাশিটা বাজে রকমের হয়ে দাঁড়ালো। সবাই বারন করতেন। আমিও অনেকবার বলেছি। খকখক করে কাশতে কাশতে বলতেন, সারা জীবন খাইয়া গেলাম, এই শ্যাষ সময় আইসা আর বন্ধ কইরা কি লাভ। যে কয়দিন বাঁচি খাইয়াই বাঁচি। প্রচন্ড রসবোধের অধিকারি এই মানুষটি ছিলেন সব সময় আশাবাদী। আরও অনেক কিছু করার ইচ্ছা ছিল জীবনে। একবার বললেন কলকাতা যাবেন। পরেরবার যাবার সময় যেন তাকে সাথে নিয়ে যাই। কথা দিয়েছিলাম। এরপর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলেন। তারপর এলো করোনা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার কথা রাখা আর হলো না।

বলার অপেক্ষা রাখেনা এটিএম শামসুজ্জামান ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনের এক জীবন্ত কিংবদন্তি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারি এমন মানুষগুলো একে একে চলে যাচ্ছে। শুন্যতার খাদটি দিনে দিনে গভীর হচ্ছে। চারিদিকে মেধা ও মননশীলতার যে আকাল- জানিনা এ শুন্যতা কিভাবে পুরণ হবে! সবাইকেই যেতে হবে। প্রকৃতির নিয়মেই খোকন ভাইকে যেতে হলো। তবে তিনি অনেকদিন থাকবেন আমাদের অন্তরে। আল্লাহ-রসুলে বিশ্বাস ছিল। নিয়মিত নামাজ-কালাম পড়তেন। দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে চুয়েট শিক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

(শেষের পাতার পর)

টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইটিই) শিক্ষক অভিজিৎ হীরার (২৭) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার টেক্সাসের স্থানীয় সময় সকালে অভিজিৎ হীরার মরদেহ উদ্ধার করেন সহকর্মীরা। তিনি গোপালগঞ্জ জেলার সাহাপুর ইউনিয়নের টুঠামান্দ্রা গ্রামের মৃণাল কান্তি হীরা ও স্মৃতি কণা হীরার সন্তান। তিনি ২০১৮ সালে চুয়েটে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়েটের উপ-পরিচালক (জনংসযোগ) ফজলুর রহমান। অভিজিৎ পিএইচডি করতে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান।

অভিজিৎ হীরা মারকুয়িট ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধীনে 'ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যানক্রিপশন টেকনোলজি' বিষয়ে পিএইচডির গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম।

অভিজিৎ হীরার মৃত্যুতে মারকুয়িট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শোক জানিয়েছে। তাঁর স্মরণে ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে। তার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।





নানা আয়োজনে উত্তর আমেরিকায় একুশের অনুষ্ঠান

(২৫ পাতার পর)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বুকে বাংলা ভাষাভাষীদের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সফল ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরীর সঞ্চালনায় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এম এম শাহীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আগামী নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ডিস্ট্রিক ১৮ থেকে কাউন্সিলর প্রার্থী মোহাম্মদ এন মজুমদার, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা উবায়েদ আনসারী। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন একুশ আয়োজন কমিটির আহবায়ক ও সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমেদ। অনুষ্ঠানে অথিতি হিসেবে সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সাবেক সহ সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ কামাল উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ইউএসএ'র সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব ইউএসএ'র সভাপতি জুনেদ আহমেদ চৌধুরী, জামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী মনজুর চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের সাবেক সভাপতি মাহবুবুল আলম, বিশিষ্ট রাজনীতিক আবু সাঈদ আহমেদ, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফারুক চৌধুরী, সিলেট সদর এসোসিয়েশনের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, হৃদয়ে বাংলাদেশ-এর সভাপতি সাইদুর রহমান লিঙ্কন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সহ সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমদ, সাহিত্য সম্পাদক শরীফুল হক মনজু, সাবেক প্রচার সম্পাদক জাবেদ আহমদ, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অব ইউএসএর সভাপতি মামুনুর রশিদ শিপু, কুলাউড়া এসোসিয়েশন অব নিউজার্সীর সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোদাব্বির চৌধুরী সুলেমান, প্রবাসী ভয়েজের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা উবায়েদ আনসারী, ওসমানীনগর এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি বশির উদ্দিন, সিনিয়র সহ সভাপতি ফখরুল চৌধুরী মিসলু, এসেনশিয়াল হোম কেয়ারের ব্রঙ্কস পরিচালক জালাল চৌধুরী, ব্রঙ্কস সোসাইটি অব ইউএসএ'র সভাপতি সামাদ মিয়া জাকের, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নাসির উদ্দিন, বিশিষ্ট কবি, লেখক মাসুম আহমেদ, হাবিবুর রহমান সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কার্যকরী পরিষদ সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, মোহাম্মদ সাদী মিন্টু, ফয়সল আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির শামীম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, কোষাধক্ষ্য কবি শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন, প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক সোহেল আহমদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম, স্কুল ও সমাজ সেবা সম্পাদক সালমা সুমি উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী পরিষদ সদস্য শহীদুল ইসলাম, এ করিম রনি।

কবিতা আবৃত্তি করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার কবি গোপন সাহা, সংগঠনের সহ সভাপতি রেহানুজ্জামা রেহান, সাহিত্য সম্পাদক বিশিষ্ট কবি হাবীব ফয়েজী, কবি মাকসুদা আহমেদ, হৃদয়ে বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক পল্লব সরকার, সালমা সুমি।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব ও শারমিন তানিয়া। অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি মুহূর্তে সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে সংগঠনের সদস্যরা সকল ভাষা সৈনিকদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ব্রঙ্কসের বাংলা বাজারে নির্মিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি

নিউইয়র্কঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারী রাত ১২:০১ টায় নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে মহান একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্প অর্পন করেন। জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি হাজী আবদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু সহ অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য লিয়াকত আলী, জাপার সিনিয়র উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা মাহাবুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়ার সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন চৌধুরী, সহ সভাপতি ও কেন্দ্রিয় সদস্য এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসেফবারী টুটুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোঃ লুৎফর রহমান, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ফেরদৌস ওয়াহিদ, নিউইয়র্ক স্টেট জাপার সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হাসান মিলন, যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র মহিলা সম্পাদক জেসমিন আকতার চৌধরী ও মীর কাশেম।

এসময় সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান গভীর শ্রদ্ধার সাথে ভাষা সৈনিকসহ সকল শহীদের স্মরণ করেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শহীদ মিনার স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রবাসীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও নিউইয়র্ক ষ্টেট শাখার যৌথ উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারী রাত ১২:১ মিনিটের প্রথম প্রহরে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

এসময় যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নেত্রীবৃন্দের মধ্য উপস্হিত ছিলেন যুগ্ন আহবায়ক যথাক্রমে শেখ জামাল হোসেন, ইফজাল চৌধুরী, রিন্টু লাল দাস, সদস্য নুরুল ইসলাম, সাদিকুর রহমান, মোশাহিদ চৌধুরী, শাহিন কামলী, নিউইয়র্ক ষ্টেট যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শোয়েব আহমদ, যুগ্ন সম্পাদক আল মামুন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী। এছাড়াও অন্যান্যর মধ্যে যুবলীগ নেতা সেলিম রেজা, শফিকুর রহমান, রূপচান মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জর্জিয়ায় সম্মিলিত পরিষদ

মনজিলুর রহমান, আটলান্টা (জর্জিয়া) থেকে জানানঃ গভীর শ্রদ্ধা এবং ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জর্জিয়ায় অমর একুশে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছে জর্জিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

জর্জিয়ার সম্মিলিত পরিষদের উদ্যোগ স্থানীয় একটি রেস্তোরার হল রুমে ২০ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে হিম শীতল ঠান্ডার মধ্যে ভাষা শহীদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পাঞ্জলি প্রদান করে মহান এই ভাষা দিবসের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এ সময় সমবেত কণ্ঠে ভরাট গলায় চলতে কণ্ঠে একুশের সেই চিরজীবি গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি.....?' অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য যেসব সংগঠন পুস্পাঞ্জলি প্রদান করে তার হলো, জর্জিয়া আওয়ামী লীগ ও জর্জিয়া বিএনপির একাংশ, জর্জিয়া যুব লীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ জর্জিয়া, জর্জিয়া সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন, সিএম টিভি, অ্যাসেল জর্জিয়া প্রভৃতি সংগঠন।

পুস্পাঞ্জলি প্রদানের আগে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে উত্তম দের পরিচালনায় ও ইলিয়াস হাসানের উপস্থাপনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন কায়েদুজ্জামান, মিনার হক, নবুয়ত মজলিস, সাদমান সুমন, সাজ্জাতুল ইসলাম রুবেল, শহিদুল ইসলাম ঠান্ডু, সাগর চক্রবর্তী, মোহাম্মদ রহমান আজাদ, মাহমুদ রহমান, শেখ জামাল, মোহন জাব্বার, ভাস্কর চন্দ ও দিদারুল আলম গাজী।

প্রতিটি বক্তা আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, আমরা ফেব্রুয়ারী এলেই বাংলা ভাষায় মাহাত্ন নিয়ে কথা বলি কিন্তু আমাদের ঘরে এ প্রজন্মের শিশুদের প্রতি নজর দেই না। এ প্রবাসের অনেক শিশুই বাংলা বলতে পারে না। স্কুল কলেজে তারা তো সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলছে আপনারা বাসায় অন্তত নিজ মাতৃ ভাষায় কথা বলুন তা না হলে অদূর ভিবিষ্যতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাংলা ভুলে যাবে। যে মাতৃভাষা কায়েম করতে বুকের রক্ত দিতে হয়েছে। তা একদিন বৃথা যাবে। জর্জিয়া বাংলাদেশীদের মূল সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার পক্ষ থেকে একুশের কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি। এ ব্যাপারে সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা মাহমুদ এ প্রতিনিধিকে জানান, জর্জিয়ায় এখনও করোনা প্রাদূর্ভাব প্রতিরোধে সভা সম্মেলন করার পূর্ণ অনুমতি নাই বা পূর্বের ঘোষণাও শিথিল করা হয়নি। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়া করোনা বিস্তার প্রতিরোধে একুশের অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত রয়েছে। একুশের দিন বেলা ১১টা ও ১২টায় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পগোষ্ঠি, জর্জিয়া ও জর্জিয়া বিএনপির আয়োজনে একুশের এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের করা হয় বলে জানা যায়।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন।

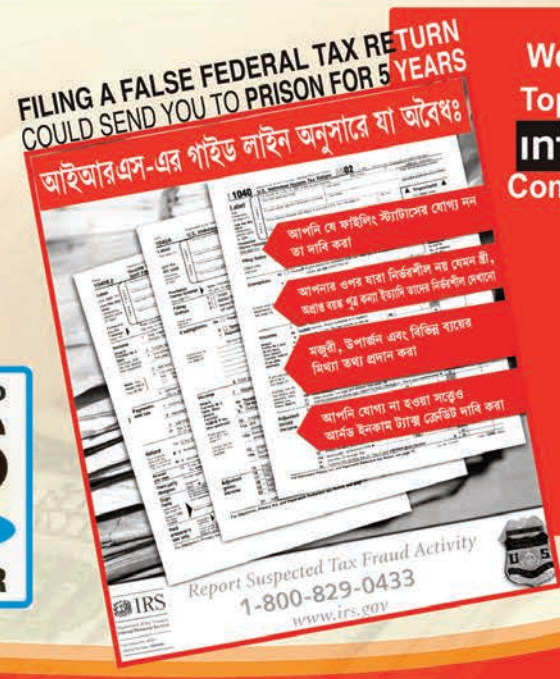


Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রকক্ষা পাবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



We are Top 500 Intuit Company

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com



টানা শুটিংয়ে মাহি

বিনোদন ডেস্ক: গত বছর থেকেই ছন্দে রয়েছেন চলতি প্রজন্মের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। একের পর এক নতুন সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন এবং শুটিং চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই বেশ ব্যস্ত সময়ই পার করছেন এই নায়িকা। বছরের শুরুতে মাহি অভিনয় করেন শামীম আহমেদ রনী পরিচালিত 'লাইভ' সিনেমায়। এতে তার বিপরীতে রয়েছেন সাইমন সাদিক। তারপর শাহীন সুমনের 'গ্যাংস্টার' সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন তিনি। বর্তমানে এ অভিনেত্রী ব্যস্ত আছেন মোস্তাফিজুর রহমান মানিক পরিচালিত 'যাও পাখি বলো তারে'- সিনেমা নিয়ে। বগুড়াতে এর শুটিং চলছে। ত্রিভুজ প্রেমের গল্পে গ্রামীণ পটভূমিতে এ সিনেমায় মাহির বিপরীতে আছেন আজাদ আদর ও শিপন মিত্র। শুটিংয়ের জন্য চলতি মাসের ২৪ তারিখ অবধি সেখানেই থাকবেন মাহি। এরপর তিনি অংশ নেবেন শামীম আহমেদ রনীর 'নরসুন্দরী'- সিনেমায় চিত্রায়ণে। সবমিলিয়ে টানা শুটিংয়ের শিডিউলে রয়েছেন মাহি। চলতি এই ব্যস্ততাকে উপভোগ করছেন উল্লেখ করে মাহি বলেন, আসলে কাজের মধ্যে থাকতেই ভালো লাগে। গত বছর করোনাসহ নানা কারণে পিছিয়ে গিয়েছিলাম। এবার সেই ঘাটতিটা পূরণ করতে চাই। তার জন্যই কষ্ট হলেও কাজগুলো হাতে নিয়েছি। আর দর্শকরাও আমার কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। তাদেরকে হতাশ করা যাবে না। একটা দায়বদ্ধতার জায়গা তো আছে। মাহি আরো জানান, শুধু সিনেমাতেই নয়, ভালো গল্পের ওয়েব সিরিজেও কাজের আগ্রহ আছে তার। সামনের পরিকল্পনা সম্পর্কে মাহি জানান, ভালো ভালো গল্পের সিনেমাতে কাজ করাটাই লক্ষ্য। ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দকে প্রাধান্য আর কাজের ধারাবাহিকতাটা পূর্বের ন্যায় ধরে রাখতে চাই। সবশেষ মাহি অভিনীত 'নবাব এলএলবি' সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে। এটি অনলাইন প্ল্যাটফরমে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। এতে দেশের শীর্ষ নায়ক সুপারস্টার শাকিব খানের বিপরীতে দেখা গিয়েছিল তাকে।



ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে লিজার গান

বিনোদন ডেস্ক: একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নতুন গান নিয়ে হাজির হচ্ছেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা সানিয়া সুলতানা লিজা। ভিডিও আকারে একটি ভাষার গান প্রকাশ করেছেন তিনি। গানটির শিরোনাম 'বাংলা ভাষা'। নুরুল আলম মানিকের কথায় এর সুর করেছেন আনোয়ার হোসেন আনু। আর সংগীতায়োজনে সুমন কল্যাণ। এর ভিডিও পরিচালনা করেছেন আবিদ হাসান। গানটি লিজার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয় ২০ ফেব্রুয়ারী। এটিই লিজার প্রথম মৌলিক ভাষার গান।

এ বিষয়ে লিজা বলেন, ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি। এ রকম নজির পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষা আজ প্রতিষ্ঠিত। একুশে ফেব্রুয়ারী মর্যাদা পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে। সেই বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে ও ভাষা শহীদদের প্রতিশ্রদ্ধা জানাতেই এই গানটি করলাম। অনেক যত্ন নিয়ে গানটি করেছি। গানটি গাওয়ার সময় ও ভিডিও শুটিংয়ের সময় অন্যরকম অনুভূতি কাজ করেছে। আমার বিশ্বাস গানটি ভালো লাগবে সবার। এদিকে লিজা বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছেন নতুন গান নিয়ে। বেশকিছু নতুন গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি, এগুলো সামনেই প্রকাশ হবে। এর বাইরে টুকটাক করে স্টেজ শো-ও করছেন তিনি। লিজা বলেন, করোনার কারণে গত বছর কাজ খুবই কম করেছি। এ বছর থেকে স্টেজ শো ও নতুন গানে ব্যস্ততা বাড়ছে। তবে সাবধানেই কাজ করার চেষ্টা করছি।

সার্জারির পর দুই সিনেমা থেকে বাদ পড়লেন প্রিয়াংকা



বিনোদন ডেস্ক: বলিউড তারকা হয়ে ওঠার আগে পেরোতে হয়েছে অনেক বাঁধা। ২০০২ সালে তামিল সিনেমায় অভিষেক। সেখান থেকে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্রী। কিন্তু বারবার নানা সমস্যায় পড়তে হয়েছে প্রিয়াংকা চোপড়া জোনাসকে। সদ্য প্রকাশিত হওয়া আত্মজীবনী আনফিনিশড-এ উঠে এল সেই সব কথা। সেই সূত্রে জানা গিয়েছে, প্লাস্টিক সার্জারির জন্য ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে দুই সিনেমা থেকে বাদ পড়েন তিনি। পলিপেকটমি সার্জারির জন্য প্রিয়াংকার নাকের আকারে পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু তা নিয়ে একাধিক গুজব রটে যায়।

তার মুখের আদল বদলে গিয়েছে বলে চারদিকে খবর ছড়াতে থাকে। আর এর জেরেই দুটি সিনেমা থেকে বাদ পড়তে হয় প্রিয়াংকাকে। নিজের জীবনের টানাপোড়েন খোদাই করা এই বইতে ডেবিউ সিনেমা নিয়েও নানা কথা বলেছেন তিনি। প্রথম তাকে 'হামরাজ' সিনেমায় কাস্ট করা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণে সেই ছবি করা হয়ে ওঠেনি। শেষমেশ সেই বছরই অর্থাৎ ২০০২ সালে তামিল সিনেমা'থামিজান'-এর মধ্য দিয়ে সিনেমা জগতে ডেবিউ করেন তিনি। এর পর ২০০৩ সালে বলিউডে যাত্রা শুরু হয় প্রিয়াংকার। 'দ্য হিরো: লাভ স্টোরি অফ আ স্পাই'র চরিত্রে দ্বিতীয় নায়িকার চরিত্রে দেখা যায়। তবে প্রথম সিনেমা হিসেবে তামিল ছবি'থামিজান' নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। এই সিনেমায় বিজয়ের বিপরীতে দেখা যায় তাকে। ৩৮ বছর বয়সী প্রিয়াংকার কথায়, তামিল সিনেমা দিয়ে ডেবিউ করলেও, বেশ স্বস্তি ছিল। কারণ থামিজানের সেটে তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। এই সিনেমার সেটে তার প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে তেমন কোনও কথা হয়নি। তার মুখে যে কোনও পরিবর্তন এসেছে, তা নিয়েও কেউ সে ভাবে কথা বলেনি। পুরো টিম বড্ড সাপোর্টিভ ছিল। সহ-অভিনেতা বিজয়েরও প্রশংসা করেছেন তিনি। তার কথায়, বিজয় একজন গিফেটড অ্যাক্টর। ফ্যানেদের সঙ্গে তিনি যে ভাবে মেশেন, তার যে স্টারডম তা কখনও ভুলবেন না প্রিয়াংকা। বলি-অভিনেত্রীর কথায়, শুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ঘন্টার পর ঘন্টা ফ্যানদের অটোগ্রাফ দিতেন বিজয়। সেখান থেকে বেশ অনু-প্রাণিত হয়েছিলেন প্রিয়াংকা। এমনকি কোয়ানটিকোর শুটিংয়ের সময় লাঞ্চের ফাঁকে ফ্যানেদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতেন প্রিয়াংকা। বইতে একটি জায়গায় নায়িকা জানিয়েছেন, সিনে ইন্ডাস্ট্রির এক পরিচালক না কি তাকে ব্রেস্ট, হিপ ও জ সার্জারির কথা বলেছিলেন। এই কথা শোনার পর খানিকটা অবসাদে চলে গিয়েছিলেন তিনি। মানসিক ভাবে বেশ সমস্যা হয়েছিল। তবে পরের দিকে তা কাটিয়ে ওঠেন। ৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছে প্রিয়াংকার আত্মজীবনী আনফি-নশড। বইতে নিজের ছোটবেলা থেকে শুরু করে, সিনে-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তিনি। নিজের বিয়ে, ক্যানসারে আক্রান্ত বাবাকে হারানো, বলিউড থেকে হলিউডের দিকে এগোনোর যাত্রা থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন তিনি।

নিজেদের মধ্যে রেষারেষি বন্ধ করুন-ফারুক

বিনোদন ডেস্ক: আগে এনালগ সিস্টেমে সিনেমা হতো। সময় লাগতো। তারপরও অনেক সিনেমা মুক্তি পেতো। কারণ সুন্দর একটা নিয়মের মধ্যে সব হতো। এখন চলচ্চিত্রে কোনো নিয়মের বালাই নেই। যার যা ইচ্ছে তাই করছে। এভাবে করলে শুধু সমস্যাই সৃষ্টি হবে। যদি সংকট কাটাতে হয় তাহলে এই মাধ্যমে যারা কাজ করছেন তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।



তারা যদি মনে প্রাণে চান তাহলেই সম্ভব। এখানকার চলচ্চিত্রের মানুষদের উদ্দেশ্যে বলবো অনেক তো হলো, এবার একটু থামা উচিত। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি বন্ধ করুন। সিনেমাটাকে বঁ-াচান দয়া করে। সিনেমার চলতি নাজুক অবস্থা নিয়ে এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন বরেণ্য চিত্রনায়ক ও সাংসদ আকবর হোসেন পাঠান ফারুক। সিনেমার মানুষদের প্রতি তার একটা আলাদা আবেগ ভালোবাসা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি এখন সাংসদ। একটা অন্য জগতে আছি। তারপরও কিন্তু সিনেমা নিয়ে সবসময় ভাবি। আপনা আপনি চলে আসে। এই মাধ্যমের প্রতি একটা আলাদা অনুভূতি আছে, থাকবে। এটা অস্বীকার করতে পারবো না।

গত বছরের শেষের দিকে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন ফারুক। সেখানে চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর তার শারীরিক অবস্থা ভালো। এ বিষয়ে ফারুক বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। সবার দোয়া ও আল্লাহর রহমতে আগের থেকে ভালো আছি। এইচ আকবর পরিচালিত 'জলছবি' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে ফারুকের অভিষেক ঘটে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত প্রথম এই সিনেমা। ছাত্রলীগ করার কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তার বিরুদ্ধে ৩৭টি হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে বলে জানান। এসব মামলা থেকে বাঁচতে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে চলচ্চিত্রে আসেন ফারুক।

অবশেষে সিনেমায় আমিরপুত্র

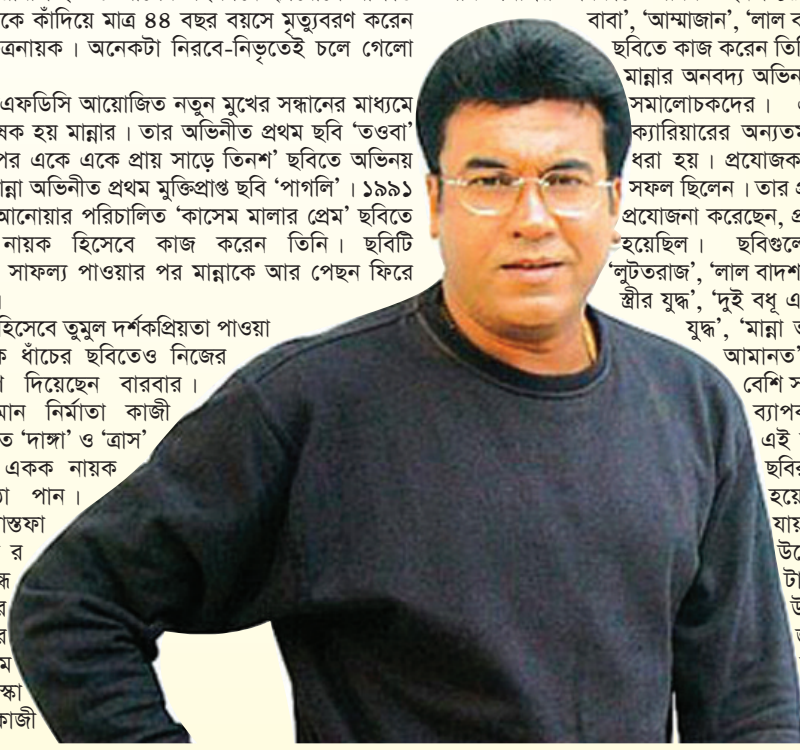
বিনোদন ডেস্ক: বাবা অথবা মা সুপারস্টার হলে এমনিতেই একটা প্রত্যাশা তৈরি হয় তাদের সন্তানদের নিয়ে। মহাতারকার ছেলে বা মেয়েও যে মহাতারকা হয়ে উঠতে পারেন এমনটা নয়। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্টোটাই হয়। তবু বাবা-মায়েরা হাল ছাড়েন না। যদিও বলিউডের হাল-হকিকত এখন অনেক পাল্টে গিয়েছে। তারকা বাবা-মায়েরা নিজেরা ছেলে মেয়েদের লঞ্চ না করে নামজাদা পরিচালকের সাহায্য নেন। যেমন আমির খানের ছেলে জুনেইদ খান তার ডেবিউ করছেন যশরাজ ফিল্মের ব্যানারে। জানা গিয়েছে যে সিদ্ধার্থ পি মালহোত্রা পরিচালিত এই ছবির নাম ঠিক করা হয়েছে'মহারাজ'। ছবির সেটে জুনেইদের প্রথম দিনকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন বোন ইরা খান। আদতে ইরা-ই জুনেইদ এবং তার একটি ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে হাঁটু গেড়ে বসে ভাইকে ফুলের তোড়া দিচ্ছেন ইরা। লজ্জায় অধোবদন হয়ে যাচ্ছেন জুনেইদ। ইরা নিজে একজন চিত্রপরিচালক হতে চান। তাই আদরের ভাই জুন্নর আনন্দে শরিক হতে পেরে তিনি যে অত্যন্ত খুশি, সেটা বোঝা যাচ্ছে। তবে ছবির বিষয়বস্তু ঠিক কী রকম, সেই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন ইরা। তার বক্তব্য অনুযায়ী তিনি না কি এই প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছুই জানেন না! ইরা শুধু এটুকু বলেছেন যে বড় পর্দায় আসার আগে থেকেই মঞ্চে অভিনয় করছেন জুনেইদ। ইরার প্রথম নাটক মিডিয়া-তেও ছিলেন তিনি। তবে সূত্রের খবর ১৮৬২ সালের একটি সত্যি ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে জুনেইদ অভিনীত ছবি। ছবির নাম নির্ধারিত হয়েছে'মহারাজ'। যদুনাথ ব্রিজরতনজি মহারাজ তার বিষয়ে লেখা একটি প্রতিবেদন নিয়ে আদালতে টেনে নিয়ে যান সাংবাদিক করসনদাস মুলজিকে। এই সাংবাদিক মুলজির চরিত্রেই অভিনয় করছেন জুনেইদ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী

নিরবেই চলে গেলো নায়ক মান্নার মৃত্যুবার্ষিকী

বিনোদন ডেস্ক: চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক মান্নার ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী ছিলো ১৭ ফেব্রুয়ারী। ২০০৮ সালের এই দিনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কোটি ভক্তকে কাঁদিয়ে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন জনপ্রিয় এই চিত্রনায়ক। অনেকটা নিরবে-নিভৃতেই চলে গেলো দিনটি।

১৯৮৪ সালে বিএফডিসি আয়োজিত নতুন মুখের সন্ধানের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় মান্নার। তার অভিনীত প্রথম ছবি 'তওবা' (১৯৮৪)। এরপর একে একে প্রায় সাড়ে তিনশ' ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। মান্না অভিনীত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'পাগলি'। ১৯৯১ সালে মোস্তফা আনোয়ার পরিচালিত 'কাসেম মালার প্রেম' ছবিতে প্রথম একক নায়ক হিসেবে কাজ করেন তিনি। ছবিটি ব্যবসায়িকভাবে সাফল্য পাওয়ার পর মান্নাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

অ্যাকশন হিরো হিসেবে তুমুল দর্শকপ্রিয়তা পাওয়া মান্না রোমান্টিক ধাঁচের ছবিতেও নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন বারবার। এরপর খ্যাতিমান নির্মাতা কাজী হায়াত পরিচালিত 'দাঙ্গা' ও 'ত্রাস' ছবির মাধ্যমে একক নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। পর্যায়ক্রমে মোস্তফা আনোয়ার পরিচালিত 'অন্ধ প্রেম', মনতাজুর রহমান আকবর পরিচালিত 'প্রেম দিওয়ানা', 'ডিস্কো ড্যান্সার', কাজী হায়াত পরিচালিত 'দেশদ্রোহী' ছবিগুলোর মাধ্যমে দেশের অন্যতম শীর্ষ জনপ্রিয় তারকাতে পরিণত হন। ১৯৯৯ সালে 'কে আমার বাবা', 'আম্মাজান', 'লাল বাদশা'র মতো সুপারহিট ছবিতে কাজ করেন তিনি। 'আম্মাজান' ছবিতে মান্নার অনবদ্য অভিনয় মন্ত্রমুগ্ধ করে দর্শক-সমালোচকদের। এই ছবিটিকে তার ক্যারিয়ারের অন্যতম মাইলফলক হিসেবে ধরা হয়। প্রযোজক হিসেবেও মান্না বেশ সফল ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠান থেকে যত ছবি প্রযোজনা করেছেন, প্রতিটি ছবি ব্যবসাসফল হয়েছিল। ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে 'লুটতরাজ', 'লাল বাদশা', 'আব্বাজান', 'স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধ', 'দুই বধূ এক স্বামী', 'মনের সাথে যুদ্ধ', 'মান্না ভাই', ও 'পিতা-মাতার আমানত'। মৃত্যুর এক যুগের বেশি সময় পার হলেও এখনো ব্যাপক জনপ্রিয় 'দাঙ্গা'খ্যাত এই নায়ক। তার অভিনীত ছবির সামনে আজও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখা যায় ভক্ত-অনুরাগীদের। উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন মান্না। তার আসল নাম এস এম আসলাম তালুকদার।



আ. লীগে পদ পেলেন নিক্সন চৌধুরীর স্ত্রী তারিন মঞ্জু

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক উপ কমিটিতে সদস্য হিসেবে পদ পেয়েছেন ফরিদপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সনের স্ত্রী তারিন হোসেন মঞ্জু। তিনি সাবেক পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর কন্যা এবং দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশক ও নির্বাহী পরিচালক।



জন্মসূত্রে বড় একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য তারিন হোসেন। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নাতনি তিনি। **তারিন হোসেন মঞ্জু ও নিক্সন চৌধুরী। ফাইল ছবি**

যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়া করেছেন তারিন হোসেন। তার বাবা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু পাঁচবার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি এখন জাতীয় পার্টি (জেপি) চেয়ারম্যান। তারিন হোসেনের মা তাসমিমা হোসেন দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যার সম্পাদক। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা উপ-কমিটিতে বিভিন্ন অঙ্গনের আরো অনেকে সদস্যপদ পেয়েছেন। তথ্য ও গবেষণা উপ-কমিটির কাজ হলো- দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও রাষ্ট্রীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা টেকসই করার লক্ষ্যে দলকে তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণা কর্মের মাধ্যমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।যুগান্তর, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২১

আল জাজিরাকে মোকাবিলা করা যাবে তো!

(শেষের পাতার পর)

'কে কষ্ঠ দিয়েছেন? কোথায় বসে কষ্ঠ রেকর্ড হয়েছে' এটা জানা কোন ব্রেকিং নিউজ নয়। কারণ আল জাজিরাকোন নিষিদ্ধ মিডিয়া নয়। একটি মিডিয়া বাংলা, ইংরেজী,আরবী, উর্দু, হিন্দী বিভিন্ন ভাষায় হতে পারে! বাংলাদেশের একটি মিডিয়া আবিস্কার করেছে এটি 'লন্ডনে 'বাংলায় ডাব হয়েছে। হলোই বা লন্ডনে তাতে নতুন কি আবিষ্কার হলো? দেশের ঐ মিডিয়া 'কি ষড়যন্ত্র' আবিষ্কার করলেন সেখানে? যা খুব ডাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হল। লন্ডন কি কারো পৈত্রিক সম্পত্তি যে সেখানে কিছু করা যাবেনা? বা লন্ডন কি নিষিদ্ধ শহর যে যেখানে কিছু করা যাবেনা? আসলে বিষয়টি তা নয়। বিষয়টি হল আল জাজিরা'র রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকে সরকার উল্টে পথে হাঁটছেন। তারা অভিযোগগুলো বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। সরকার এই রিপোর্টের সত্যতা যাচাই করলেই বিপদে পড়বে। সুতরাং এড়িয়ে যাচ্ছেন। কারণ অসুবিধা আছে, সমস্যা ও আছে।

বাংলাদেশ সরকার প্রথম দিকে ভেবেছিল 'জনগন' বিষয়টি দ্রুত ভুলে যাবে! কিন্তু ভোলেনি। আর তাই সরকার পরবর্তীতে শহীদ জিয়ার 'বীরোত্তম' খেতাব প্রত্যাহার (!) বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন। তাতেও যখন কাজ হলনা সরকার এখন আল জাজিরা'র বিরুদ্ধে বিষোদগার করে মামলার পথ বেছে নিলেন! সরকার বারবার বলছেন 'মিথ্যা রিপোর্ট'। বারবার বলছেন 'ষড়যন্ত্র'। প্রায় ১৫ দিন বসে থাকার পর সরকার এখন বলছেন, দোষী যে কেউ আদালতে হাজিরা না দিয়েও মামলা থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নিয়ম মেনে জেনারেল আজিজের দুই ভাই রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমা পেয়েছেন। কি অদ্ভুত কথা। পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী সবাই এখন একই কথা বলছেন। শুধু বলছেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

সরকার দোটানায়: সেনা প্রধানের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সেনাবাহিনীতে হট্টগোল হতে পারে তাই সে রিস্ক তিনি নেবেন না বলে মনে করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, সেনা প্রধানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রচারিত হবার পরও সরকার এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন না। তবে সরকার যদি কোন ব্যবস্থা না করে তাহলে সরকার জাতিসংঘ, দাতা সংস্থা, বা বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। দূর্নীতির সাথে আপোষকামিতা এখন মানলেও ভবিষ্যতে এটা নিয়েই কথা উঠবে। এরপরেও এসব নিয়ে সরকার আপাতত: কিছু করবে বলে মনে হয়না। কেননা সরকার এবং সরকার প্রধান এ বিষয়ে উভয় সঙ্কটে পড়েছেন।

এদিকে আল জাজিরার প্রথম এপিসোডের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আল জাজিরা তাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় এপিসোড প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। অপরদিকে তা আল জাজিরায় যাতে প্রচার না হতে পারে তার জন্য সরকার আল জাজিরা-কে 'ম্যানেজ' করার চেষ্টা করছেন। সরকার উপরে উপরে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে এ ধরনের রিপোর্টে তাদের কিছু যায় আসে না। অন্যদিকে সরকার আল জাজিরা'র কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করছেন। ভাড়াটিয়া মামলাবাজদের দিয়ে মামলা করে বাংলাদেশে আল জাজিরার প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে আদালত-কে ব্যাবহার করা হচ্ছে বলে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

রাজনীতি সচেতন নাগরিকরা মনে করছেন- সরকার শুধুমাত্র গলাবাজি করেই আল জাজিরাকে মোকাবেলা করবে বলেই এখন মনে করা হচ্ছে। কারণ আল জাজিরার অভিযোগগুলো খন্ডন করার দু:সাহস সরকারের নেই। সে চেষ্টাও তারা করবে না।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.



SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



Free Consultation



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)



ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
ফ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থবুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

স্তন ক্যান্সারের কারণ ও করণীয়

(শেষের পাতার পর)

নারী এবং ২ শতাংশ পুরুষ। প্রতি বছর শুধু স্তন ক্যান্সারে সাড়ে সাত হাজারের বেশি মহিলা মারা যাচ্ছে। পুরুষদের যেমন ফুসফুস ক্যান্সার বেশি হয়, তেমনি মহিলাদের স্তন ক্যান্সার বেশি হয়- তবে পুরুষদের স্তন ক্যান্সার হতে পারে, আবার মহিলাদেরও ফুসফুস ক্যান্সার হতে পারে।

যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর ১০ লাখেরও বেশি মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে- যার ১৮ শতাংশ মহিলা। আর যুক্তরাষ্ট্রে এ সংখ্যা ৩২ শতাংশ। শুরুতে রোগ নির্ণয় পূর্বক চিকিৎসা করা হলে অধিকাংশ রোগীরই অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। বেশির ভাগ রোগীদের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের কারণ জানা যায় না।

স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি:

* পারিবারিক ইতিহাস অর্থাৎ মা, খালা, বোন, রক্তের সম্পর্ক যুক্ত। পরিবারের একজনের ক্যান্সার হলে অন্যদের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়।
* যারা নিয়মিত স্ক্রিনিং করান না।
* বয়স ৪০ বছরের বেশি হলে কোনো উপসর্গ ছাড়াই চিকিৎসকের পরামর্শে ছয় থেকে বারো মাস অন্তর সব মহিলাকে ম্যামোগ্রাম করাতে হবে। রুটিন পরীক্ষা তো করাতেই হবে।
* ১২ বছরের আগে যদি ঋতুস্রাব শুরু হয়।
* কারও ঋতুস্রাব যদি ৫৫ বছরের পরও চলতে থাকে।
* প্রথম সন্তান যদি ৩৫ বছরের পর হয়। স্তনে অন্য কোনো রোগ হয়।
* যাদের সন্তান হয় না অর্থাৎ বন্ধ্যা।
* যাদের উচ্চতা ৫-৮ বা তারও বেশি।

উপরোক্ত যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে।

স্তন ক্যান্সারের বিপত্তি থেকে পরিত্রাণের উপায়:

* ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
* কায়িক ও শারীরিক পরিশ্রম করুন। প্রতি দিন ঘাম ঝড়িয়ে ৩০-৪৫ মিনিট ব্যায়াম করুন।
* প্রতিদিন ৪ ধরনের ফল ও সবজি খেতে হবে।
* ধূমপান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন।
* জন্ম বিরতিকরণ পিল সেবন থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে যাদের বয়স ৩৫ বছর পার হয়েছে।
* ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর অনেকেই হরমোন থেরাপি গ্রহণ করেন- সেটি থেকে বিরত থাকুন।
* দুগ্ধবতী মায়েরা অবশ্যই বাচ্চাকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ পান করাবেন। কমপক্ষে ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াবেন।
* ওষুধে রোগ সারায় আবার ওষুধেই স্তন ক্যান্সার হয়। যদি কেউ টেমক্সিফেন অথবা রেলক্সিফেন ওষুধ দীর্ঘদিন সেবন করেন।

ফাইব্রোঅ্যাডিনোমা:

অনেক মহিলা যাদের বয়স ১৫-৩৫ বছর, বুকের স্তনে বা দুই দিকেই মার্বেলের মতো গোল গোল এক বা একাধিক চাকা অর্থাৎ মাংস দলা থাকতে পারে- যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মসৃণ, রাবারের মতো, মার্জিন সহজে বোঝা যায়, নড়াচড়া করে ব্যথা থাকে না।

১৫-৪৫ বছর বয়সী মহিলাদের ১ থেকে ২ সেন্টিমিটার আকৃতির হতে পারে আবার অর্ধ সেন্টিমিটারও হতে পারে। কেন হয় কারণ জানা যায়নি। এটিকে বলা হয় বেনাইন অর্থাৎ শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়।

স্তন ক্যান্সারের সতর্ক সংকেত- যখন চিকিৎসকের কাছে অতি শিগগির যাবেন:

* বুকের মধ্যে শক্ত চাকা, ঘন পুরো বা অমসৃণ, একই স্থানে থাকে।
* স্তন ফুলে গেলে গরম অনুভব হলে, লাল হয়ে গেলে অথবা ত্বক কালো হয়ে গেলে।
* স্তনের আকার, আকৃতি যদি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে।
* স্তনের ত্বকে যদি গর্ত হয় বা কুঁচকে যায়।
* নিপল যদি বেশি চুলকায়, র‍্যাশ হয়, ঘা হয়।
* নিপল যদি হঠাৎ করে ফুলে যায় বা অংশ বিশেষ ফুলে যায়।
* হঠাৎ করেই নিপল দিয়ে রক্ত বা সাদা, যে কোনো তরল জাতীয় আঠালো পদার্থ নিঃসরণ হতে শুরু করে।
* হঠাৎ করেই স্তনের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়েছে- তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

এমনটি হলে- তখন আর দেরি নয়, দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাবেন।

ক্যান্সারের একটি মূল্যবান স্লোগান হচ্ছে- 'শুরুতে পড়লে ধরা ক্যান্সার রোগ যায় যে সারা'।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বক্ষব্যাধি বিভাগ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস। সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০। সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Inspiring
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

মুক্তিযুদ্ধে সন্তানহারা মায়েরা এত অসহায়!



ডা. এম এ হাসান

মুক্তিযুদ্ধে সন্তানহারা এক মা রাশিদা বেগমের বসতবাড়িটি ভূমিদস্যুর কবলে পড়ায় তা হারাচ্ছেন তিনি। এ রকম একটি প্রতিবেদন গত ১৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সমকালে প্রকাশিত হওয়ার পর একদিকে যেমন ভূমিদস্যুর উত্থান প্রতিরোধে বিশেষ করে শহীদদের সম্পত্তি রক্ষায় এবং মুক্তিযুদ্ধে প্রাণোৎসর্গকারীদের সম্মান, সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ সুরক্ষা আইনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করছি; তেমনি লুটের মুখে সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বও গভীরভাবে অনুভব করছি। আইন মান্যকারী ন্যায়ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টিতে আমাদের ব্যর্থতা স্মরণ করে আক্ষেপের সঙ্গে ভাবছি, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশে লুটেরা শক্তির উত্থান এবং শক্তিশালী অবস্থানটাই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। যে দেশে অগ্নিযুগের বিপ্লবীসহ দেশবন্ধু দানবীর তথা সব হারানো দেশপ্রেমিকের ভিটেয় লুটেরাদের ঘুঘু চরে, সেখানে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদ যোদ্ধাদের ত্যাগের ইতিহাস মুছে ফেলে তাদের সম্পদ ও অর্জন গ্রাস করা হবে- এটাই যেন স্বাভাবিক।

সমকালে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১ বছরের কন্যাসন্তান ইশরাত জাহান আরাকে হারিয়েছেন মা রাশিদা বেগম। মিরপুর-১ নম্বর সেকশনে এই বৃদ্ধার বাড়িটির প্রতি পড়েছে শ্যেনদৃষ্টি। রাশিদা বেগম সাংবাদিকদের কাছে আকুতি জানিয়েছেন তার বাড়িটি রক্ষার। এ আলোকেই দেখতে হবে মিরপুর মুক্তিদাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ লে. সেলিমের নামে উৎসর্গকৃত মায়ের জমিজমা, সড়ক, সম্পদ দখল ও লুটের বিষয়কেও।

মুক্তিযোদ্ধা, মিরপুর মুক্তিদাতা শহীদ লে. সেলিমকে অমর করে রাখার জন্য বরিশাল শহরে তার বাবা-মার কেনা সম্পত্তিতে নির্মিত ব্যক্তিগত সড়ক শহীদ লে. সেলিম সরণিতে পয়ঃনিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ করে ওই জমি কিছু ব্যক্তির জবরদখল আশ্চর্যের বিষয় নয়। এটা ঘটেছে বরিশাল শহরে কাউনিয়ায় জানুকি সিংহ রোডে, যা কিনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানাধীন। এখানেই শেষ নয়; শহীদের মা সালেমা বেগম যিনি এক সময় বরিশাল ও দক্ষিণাঞ্চলের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন; তার বাড়ির একটি অংশ এখন লুটেরাদের কবলে। এই অপকর্মে উদ্যোগী হয় পুলিশের প্রচ্ছায়ায় থাকা তারই ভৃত্য মো. জাকির হোসেন, পিতা মৃত আব্দুল খালেক, গ্রাম পশ্চিম চরাদি, উপজেলা-বাকেরগঞ্জ, বরিশাল এবং পরসম্পদলোভী দুষ্ট পড়শিরা।

তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশন তাদের সার্ভেয়ার দিয়ে জমি ও রাস্তা পরিমাপ করে তা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও আজ পর্যন্ত কোনো ফল হয়নি। উপরন্তু লুটেরার হাত দীর্ঘ হয়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। এ বিষয়ে কাউনিয়া থানায় মামলা (সিআর ১৪৪/১৯ এবং জিআর ১২৯/১৯) দেওয়ার পর অপরাধীচক্র আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এক পর্যায়ে মূল আসামি মো. জাকির হোসেন ও সঙ্গীরা ওয়ারেন্টভুক্ত



হলেও তারা বিগত দুবছর ধরে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরছে নিজেদের নাম পলাতক এবং ফেরারি খাতায় লিখিয়ে। যারা আইন নিয়ে কাজ করে ও প্রয়োগ করে তাদের দুর্বলতার সুযোগে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে ওই জাকির হোসেন গং। তার সঙ্গী, পরামর্শদাতা ও ভাগীদার হয়ে আছে ডা. আদিব হাসানের সাবেক ম্যানেজার দুলাল হাজরাসহ সম্পত্তি দেখভালে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মী, কোর্টে কর্মরত কিছু দুর্বৃত্ত। এ ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যসহ পুলিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুষ্টচক্রের নষ্ট ভূমিকা স্পষ্ট।

একইভাবে ১৯৬১ সালে মিরপুর-১-এ বিজি প্রেসের কর্মী প্রয়াত ইয়াকুবের কেনা বাড়ি জবরদখল করে একটি সংবাদমাধ্যমের পরিচয় ব্যবহারকারী জনৈক মামুন ইসলাম আইন অমান্যের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে। এ ক্ষেত্রে জমিজমা সংক্রান্ত আইনের দুর্বলতা, ভুয়া দলিল তৈরি ও তার ব্যবহার প্রতিরোধে আইন প্রয়োগের ব্যর্থতা- এ ব্যাপারে দ্রুত বিচারের অভাব বিষয়গুলো সামনে আসছে। আরও আসছে ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়ের দুর্বলতার কারণে জবরদখলকৃত ভূমি অবৈধভাবে বিআরএস খতিয়ানভুক্ত করার বিষয়টি। ২০১০-এ ডা. আদিব হাসান অজানা কারণে পঙ্গু হলে তার দাদি সালেমা বেগম অসুস্থতা ও নিরাপত্তার কারণে নিজ গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন হন। এর পরপর ডা. হাসানের হাসপাতাল ও বাড়ি দেখভালে নিয়োজিত কিছু কর্মী তঞ্চকতা, প্রতারণা ও চৌর্যকর্মে পারদর্শী ওই জাকিরের সঙ্গে যোগ দেয়। একের পর এক তারা তৈরি করে নকল দলিল। গোপনে বিক্রি করে সালেমা বেগমের কিছু জমি। পরসম্পদলোভী পড়শিসহ নানাজনের কাছে তারা সালেমা বেগমের বাড়ির সড়কসহ কিছু জমির দখলস্বত্ব অবৈধ উপায়ে হস্তান্তর করে।

এ কাজ সহজ করার জন্য সালেমা বেগমের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ির দরজা ও আলমারি ভেঙে আমার বাবা ডা. এম সিকদারের রেখে যাওয়া শতাধিক জমির দলিল ডাকাতি করে নিয়ে যায় দুষ্টচক্র। এই অপরাধী চক্র ১০ ভরি স্বর্ণ চুরিসহ কেটে নেয় ১১ লাখ টাকা মূল্যমানের ১২৩টি শাল, সেগুন, মেহগনি, চাম্বল বৃক্ষ। ২০১২ সালে এই সাজানো ডাকাতির মামলা দুর্বল করা হয় পরিকল্পিতভাবে পুলিশ ও সম্পত্তি দেখভালে নিয়োজিত কর্মীদের সহায়তায়। এতে জিডির ভাষা, বিষয়বস্তু, ঘটনা-সংক্রান্ত আলামত ও বিবরণ পরিবর্তিত হয়। এতে শহীদ মা সালেমা বেগমের ৭ শতাংশ ভূমি এবং শহীদ লে. সেলিম সড়কের একাংশ চলে যায় দখলদারের কবলে। এ রকম ঘটনা হয়তো আরও আছে।

২০১৯ সালের ১৫ জুলাই বরিশাল সিটি করপোরেশনে যথাযথ ফি দিয়ে আরআই ১নং অভিযোগটি দাখিল করলে ২০২০ সালের মার্চে বরিশাল সিটি করপোরেশন কর্তৃক জমি ও সড়কের মাপজোক হয় একাধিকবার এবং দখলদার উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। এতে ১. নজরুল ইসলাম, ২. নাজমুল হোসেন, ৩. খোকন মিয়া, ৪. স্বপন মিয়া, পিতা মৃত সামাদ মিয়া, ৫. মাহমুদা বেগম পাখি, স্বামী গিয়াস উদ্দিন, হোল্ডিং নং ১১০৪, ৬. মো. নুরুল উদ্দিন, পিতা ফজলে আলী মৃধা, হোল্ডিং নং ১১০৩, (কাউনিয়া, বরিশাল) অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়। এর পর কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা এবং করোনার কারণে স্থির হয়ে আছে আইনের প্রয়োগ ও নোটিশ বাস্তবায়নের বিষয়টি। যেমন স্থির হয়ে আছে ২০১৬ সালে সামরিক বাহিনীর এজি শাখা ও কোরোতে পাঠানো শহীদ লে. সেলিমের শহীদি মর্যাদা এবং বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাতা দেওয়ার বিষয়টি। জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গন বলে পরিচিত মিরপুর মুক্তকরণ যুদ্ধটি মুক্তিযুদ্ধের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। অথচ যেখানে আখাউড়া যুদ্ধে ১২ সেনা সদস্য শহীদ হয়েছেন; সেখানে পাকিস্তানি সেনা, আলবদর, বিহারি মুজাহিদ কর্তৃক দখলকৃত মিরপুর মুক্ত করতে গিয়ে লে. সেলিমসহ ৪২ সেনা সদস্য প্রাণ উৎসর্গ করেন।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় পাঠানো বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের ভাতা-সংক্রান্ত আবেদনের সিদ্ধান্ত আজও জেলা সদর এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আসেনি। ফলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা অধরা রয়ে গেছে শহীদ লে. সেলিমের পরিবারের কাছে। যেমন শহীদ লে. সেলিমের নামে সড়কের নামকরণ বিষয়টি হিমাগারে রয়ে গেছে। আরও অধরা রয়ে গেছে শহীদ লে. সেলিমের নামে প্রদত্ত পরিবারের জন্য সরকার বরাদ্দকৃত গৃহ (৪/১০, ব্লক-বি, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর), যা বঙ্গবন্ধুর ঘাতক মেজর ডালিম ছিনিয়ে নেয়। মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি প্রতিশ্রুত সুবিধাগুলো তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর দায়িত্ব সরকারের। তাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে দেখভালের দায়িত্বও সরকারের। এ জন্য একটি হেল্পলাইন খোলা জরুরি।

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরসূরিদের এমন দুঃসহ সংবাদ, চিত্র দেখতে ও শুনতে হয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে এসেও। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কল্যাণে ইতোমধ্যে অনেক কিছু করেছে সত্য বটে, কিন্তু রাশিদা বেগমের মতো মুক্তিযুদ্ধে সন্তানহারা মায়েরা এখনও অশ্রুপাত করছেন- এমনটি বড়ই গ্লানি ও ক্ষোভের। সরকার যদি এসব বিষয় সুরাহা করতে না পারে; ভূমিদস্যু, লুটপাটকারীদের কালো হাত গুটাতে না পারে তাহলে অনেক অর্জনই ম্লান হয়ে যাবে।

লেখক: চেয়ারপারসন, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD AIRWAYS
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



Sheikh Salim
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

KUWAIT AIRWAYS
APPROVED IATA
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

KAKATUA AGENCY

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary 1990 2015

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী



পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY

Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?
ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



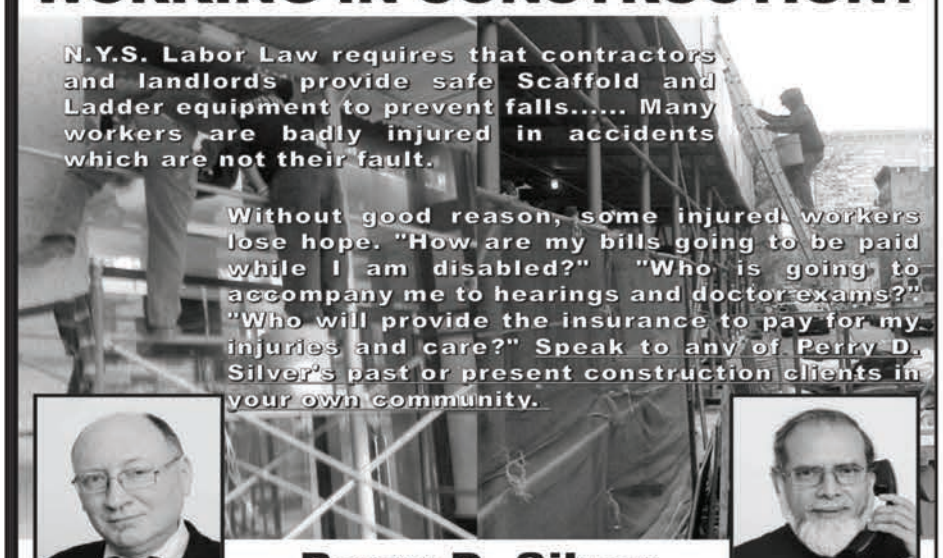
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

'অর্থের জন্য বাংলাকে

(শেষের পাতার পর)

প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, টাকার জন্য এই প্রক্রিয়া আটকে আছে। আমরা টাকার দেওয়ার অঙ্গীকার করতে পারিনি। তিনি বলেন, প্রাথমিক আলোচনায় প্রতি বছর ৬০ কোটি ডলার (৫ হাজার কোটি টাকা) দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

ড. মোমেন বলেন, ভাষা ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা। বাংলাকে দাপ্তরিক ভাষা করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কোনো আপত্তি নেই। প্রথম পাঁচটি দাপ্তরিক ভাষা হয়েছিল জাতিসংঘ যখন সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে একটি নতুন ভাষা হয়েছে সেটি আরবি। এরপর প্রায় ১৯ বছর আরবি ভাষাভাষী দেশগুলো এর খরচ বহন করেছে। জাতিসংঘ সবসময় খরচ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন থাকে। তিনি বলেন, জাপানী, হিন্দি ও জার্মান ভাষার জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছিল। একই কারণে সেগুলোও দাপ্তরিক ভাষা হয়নি। জাতিসংঘে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কিছু সাফল্য পাওয়ার কথা তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন একটা বাংলা রেডিও পেয়েছি, প্রত্যেক সপ্তাহে অনুষ্ঠান করে। এশিয়ার ওপর ইউএনডিপির যে রিপোর্টটা হয়, সেটা তারা ইংরেজির সঙ্গে বাংলাও করে, তাদের খরচে।

ঢাকায় বিভিন্ন বিদেশি মিশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ফরেন সার্ভিস একাডেমি প্রাঙ্গণে তৈরি অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কূটনীতিকরা। আলোচনায় অন্যদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, একাডেমির রেক্টর মাসুদ মাহমুদ খন্দকার বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিদেশি কূটনীতিকদের জরুরি প্রয়োজনীয় কিছু বাংলা বাক্য শেখানো হয়।



FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.



- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ইসলামে মাতৃভাষার

(শেষের পাতার পর)

পর যখন কথা বলতে শেখে তখন সে তার মায়ের ভাষাতেই কথা বলে, এটা তার স্বভাবগত ও জন্মগত চাহিদা। ইসলাম মানুষের এ চাহিদার যথেষ্ট মূল্যায়ন করেছে। প্রত্যেক জাতির কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর জন্য এই জগতে ধারাবাহিকভাবে নবী ও রসুল এসেছেন।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষাভাষী মানুষের কাছে আল্লাহ অসংখ্য নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। সব নবী-রসুলের ওপর আল্লাহ ওহি পাঠিয়েছেন তাদের স্বগোত্রীয় ভাষায়। মহান রব্বুল আলামিন সুরা ইবরাহিমের ৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন- 'আমি প্রত্যেক রসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যেন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।'

নবী ও রসুলগণ যদি সুকৌশলে মানুষকে আল্লাহর পথে নিজ মাতৃভাষায় আহবান না করতেন, তাহলে জনসাধারণ তা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। কেননা আহবানকারী যদি এক ভাষার হন, আর তার জাতি যদি হয় ভিন্ন ভাষাভাষী, তবে তার ডাকে কেউই সাড়া দেবে না। তাই দিন প্রচারে ইসলাম মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মহান আল্লাহর অসংখ্য অগণিত সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হচ্ছে 'আশরাফুল মাখলুকাত'সৃষ্টির সেরা জীব।

এই মানুষকে আল্লাহ এমন একটি নেয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কোনো প্রাণিকে দেননি; আর তা হচ্ছে মানুষের মুখের ভাষা। আল্লাহ সুরা রুমের ২২ নম্বর আয়াতে বলেন- 'তার নির্দেশনাবলির অন্যতম হলো: আসমান-জমিন সৃষ্টি, তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা এবং ভাষার ভিন্নতা।' আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিপুণতার সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষকে অন্য মানুষ থেকে আলাদাভাবে তৈরি করেছেন। তাদের মধ্যে দিয়েছেন রংয়ের ভিন্নতা, ভাষার ভিন্নতা, দিয়েছেন রুচির বৈচিত্র্য। এর মাধ্যমেই আল্লাহর মহা কুদরত ও অপরূপ মহিমা ফুটে উঠেছে।

পৃথিবীর প্রত্যেক জনপদে সব জাতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে; যা তাদের মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা, স্বপ্নের ভাষা এবং প্রাত্যহিক মনের অব্যক্ত বিষয়গুলো প্রকাশের ভাষা। মমতাময়ী মায়ের কাছ থেকে প্রথম সে ভাষা শেখে বলে তার নামকরণ করা হয়েছে মাতৃভাষা। বর্তমানে বিশ্বে প্রচলিত ছয় সহস্রাধিক ভাষার মধ্যে এক এক জনপদের লোকেরা তাদের সেই প্রিয় মাতৃভাষায় কথা বলে থাকেন। মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশ ও অঞ্চলকে। তুরস্ক, বুলগেরিয়া, মধ্য এশিয়ার অঞ্চলগুলো এবং ভারতের উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন।

তবে আমাদের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় শুধু আন্দোলন-সংগ্রামই নয়, জীবনও দিতে হয়েছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালীর ইতিহাসে রচিত হয়েছে অমর এক শোকগাথা; যেখানে শাহাদতের সুধা পান করতে হয়েছে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেককেই। বাংলার দামাল ছেলেরা সেদিন বুকের তাজা রক্ত ঢেলে মায়ের ভাষাকে মুক্ত করেছিলেন বলেই আজ একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের উচিত ভাষা শহীদদের জন্য দোয়া করা এবং বিশুদ্ধ মাতৃভাষা চর্চা করা, বাংলাকে সব বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।

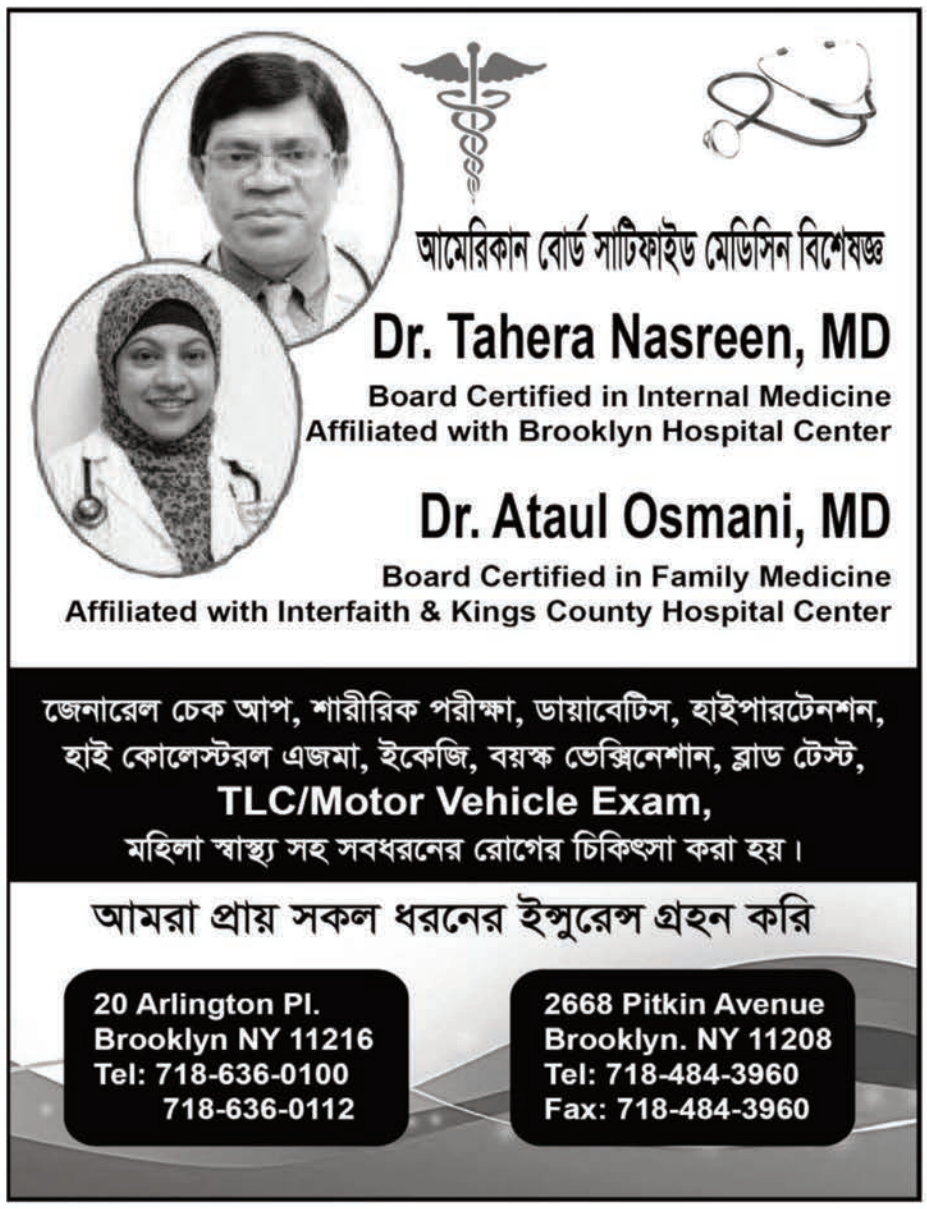
লেখক: বাংলাদেশ বেতারের উপস্থাপক ও ধর্মীয় আলোচক, ঢাকা।

কানাডায় সড়ক দূর্ঘটনায় ৩

(শেষের পাতার পর)

আরবর্গ শহরের উত্তরে ইন্টারলাক সম্প্রদায়ের এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- রসুল বাঁধন, অরণ্য আসাদ চৌধুরী ও আল নোমান আদিত্য। তাদের বয়স আনুমানিক ২৩ থেকে ২৫ বছর হবে। তারা সবাই ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাদের অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা যায়, নিহত ওই তিন ছাত্র ম্যানিটোবা শহরে নর্দার্ন লাইফের অরোরার আলোকচ্ছটা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে উইনিপেগ শহর থেকে ১১৫ কিলোমিটার দূরে আরবর্গ শহরের উত্তরে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে তারা নিহত হন। দূর্ঘটনার পর আরসিএমপি তদন্তের জন্য ঐ মহাসড়কের একটি অংশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

সিবিসি থেকে জানা যায়, আরসিএমপি তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাদের মৃত ঘোষণা করে। তারা জনসেবামূলক কর্মকান্ডে ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। তাদের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।







এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

ভেঙে ফেলা হলো ট্রাম্প পাজা ক্যাসিনো



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে বিখ্যাত ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো' ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার সকালে ডিনামাইট দিয়ে ট্রাম্পের প্রথম মালিকানাধীন ৩৯ তলা বিশিষ্ট এ ক্যাসিনোটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এক সময়ে ট্রাম্পের মালিকানাধীন নিউজার্সীর আটলান্টিক সিটির সমুদ্রতীরের এই স্থাপনাটি পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্যস্থল ছিল। এদিন শীতের সকালে হাজারো লোকজন জড়ো হয়ে স্মৃতিময় এই স্থাপনাটিকে বিদায় জানান।

১৯৮৪ সালে ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো চালু হয়। ২০১৪ সালে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্যাসিনো ব্যবসায় ধস নামা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পারার কারণেই মূলত এই হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনোটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ক্যাসিনো ও হোটেলে বেশ কিছু বাংলাদেশীও কাজ করতেন।

বুধবার সকালে ট্রাম্প প্লাজার দাঁড়িয়ে থাকা ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। এ জন্য দীর্ঘ এলাকাব্যাপী নিরাপত্তাবেষ্টনী দেওয়া হয়। হোটেল ও ক্যাসিনোটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় হাজারো লোক শীতল আবহাওয়া উপেক্ষা করে একসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ভবনটির ভেঙে পড়া দেখে। ট্রাম্প প্লাজা হোটেল ও ক্যাসিনোর মালিকানা ২০০৯ সালে হারান ট্রাম্প। ট্রাম্প কয়েক দফা নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণার পর নিলাম থেকে কার্ল সি একাহান স্থাপনাটি কিনে নেন। মালিকানা না থাকলেও হোটেল ও ক্যাসিনোটি ২০১৪ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর এটির তেমন আর রক্ষাণাবেক্ষণ করা হয়নি।

ক্যাসিনো ও মনোরম সব হোটেলে সাজানো নিউজার্সীর আটলান্টিক সিটিকে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'লাস ভেগাস' হিসেবে অভিহত করা হতো। আটলান্টিক সিটির অন্যতম আকর্ষণ ছিল ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো। দিন-রাত আলো ঝলমলে থাকা এই হোটেলে সারা বিশ্বের প্রধান প্রধান সেলিব্রিটিদের আগমন ঘটে। মুষ্টিযুদ্ধের তারকা মোহাম্মদ আলী থেকে মাইক টাইসন। অপরাহ্ উইনফ্রে থেকে শুরু করে হলিউডের নামীদামি তারকাদের পদভারে সরগরম থাকত ট্রাম্প প্লাজা হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো। কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকায় এটি অনেকটাই ভঙ্গুর হয়ে উঠেছিল। আটলান্টিক সিটির অবস্থা এখন আগের মতো নেই। ক্যাসিনোগুলোর ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকার চেষ্টার মধ্যে করোনার অতিমারি হাজির হয়। ফলে ক্যাসিনো ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সাগরপারের হোটেলগুলোতে এখন পর্যটক নেই। নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে নিত্যদিন জমে থাকা আটলান্টিক সিটিতে এখন উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিও নেই।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

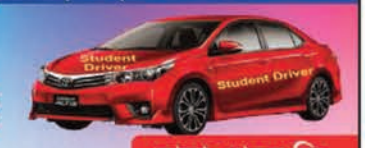
- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।





Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamalmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE
3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



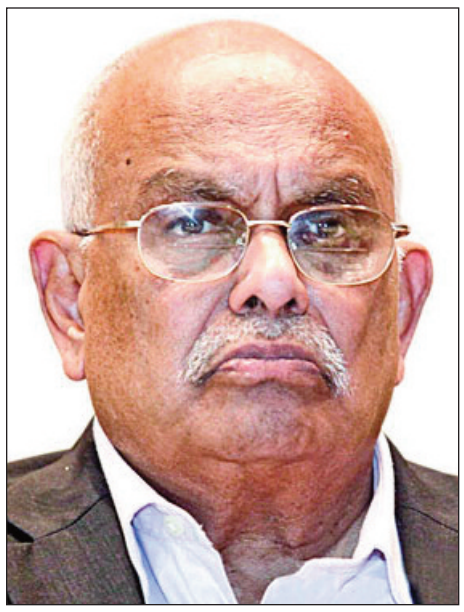
Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



কেমন আছেন গাফ্ফার চৌধুরী

(প্রথম পাতার পর)

ভুগছেন তিনি। লন্ডনের বাড়িতে শুয়ে-বসেই বেশির ভাগ সময় কাটছে যুক্তরাজ্য প্রবাসী এ প্রগতিশীল লেখকের। কিছু দিন পর পরই ছুটতে হচ্ছে হাসপাতালে। লেখালেখিও খুব একটা করতে পারছেন না। গতকাল সন্ধ্যায় টেলিফোনে তিনি নিজেই বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান তার শারীরিক অবস্থা।

টেলিফোনে আলাপকালে ৮৬ বছর বয়েসী এ লেখকের কণ্ঠ অনেকটা দুর্বল মনে হয়। কেমন আছেন প্রশ্ন করতেই প্রথম বাক্যে বলেন, 'ভালো নেই'। তিনি জানান, মিডলসেক্সের এজোয়ারের মেথুইন রোডের ৫৬ নম্বর বাসায় অনেকটা শুয়ে-বসেই দিন কাটছে তার। গ্যাস্ট্রিক, বাত, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, শ্বাসতন্ত্রের সমস্যাসহ নানা রোগ জেকে বসেছে। 'এই ভালো, এই খারাপ' অবস্থা। এখন রোগগুলো কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে উপসর্গগুলো রয়ে গেছে। শরীর দুর্বল। প্রায়ই হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। ১০-১২ দিন আগে একবার হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়ে এসেছেন। সামনের সপ্তাহে আবার যেতে হবে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, বার্ধক্যজনিত সমস্যা, একেবারে মুক্তি সম্ভব না। বর্তমানে চার মেয়ে তার দেখাশোনা করছেন। এ ছাড়া জাহানারা নামের এক আত্মীয় সার্বক্ষণিক তার দেখভাল করেন।

অসুস্থতার কারণে খুব বেশি সময় কথা বলতে পারেননি একুশের গানের রচয়িতা গাফ্ফার চৌধুরী। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রগতিশীল এ লেখক ও কলামিস্ট বঙ্গবন্ধু পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, মানিক মিয়া পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, যুক্তরাজ্যের ফ্রিডম অব বারা (টাওয়ার হ্যামলেটস) উপাধিসহ দেশ-বিদেশে বিভিন্ন সম্মাননা পেয়েছেন।

মঙ্গল অভিযানের অন্যতম 'কারিগর' ভারতীয়

(প্রথম পাতার পর)

এইœমিশন মঙ্গল্লর অন্যতম পুরোধা ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন বিজ্ঞানী স্বাতী মোহন। নাসার রোভার যে সফলভাবে মঙ্গলের মাটি ছুঁয়েছে এ খবর প্রথম ঘোষণা করেছিলেন স্বাতীই।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, নাসার এই স্বপ্নের মিশনের দায়িত্ব থাকা স্বাতীর জন্ম বেঙ্গালুরুতে। তাঁর ১ বছর বয়সে পরিবার চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রে। এই ভারতীয় কন্যা জানিয়েছেন, ৯ বছর বয়সেœস্টার ট্রেক্স শো দেখা পর থেকেই মহাকাশ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু এরপরেও ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন চোখে নিয়েই তাঁর বড় হওয়া। পরে অবশ্য স্বপ্নের পাতায় নতুন অধ্যায় যোগ করে দিয়েছিল পদার্থবিদ্যার একটি ক্লাস। ১৬ বছর বয়সে স্বাতী সিদ্ধান্ত নেন ডাক্তার নয়, ইঞ্জিনিয়র হতে চান তিনি। এরপরেই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়রিং-এ স্নাতক হন তিনি। পরে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেড ডিগ্রি লাভ করেন।

পার্সিভিয়ারেন্সের আগেœক্যাসিনি, 'গ্রেল' - এ দুটি মিশনে কাজ করেছেন স্বাতী। ২০১৩ সাল থেকে এই মঙ্গল অভিযানের অংশ হন এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী। পার্সিভিয়ারেন্স-এর ফ্লাইট কন্ট্রোলের দায়িত্বের পুরোভাগের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। পাসাডেনার জেট প্রপালসন ল্যাবরেটরিতে মিশন অপারেশনস সেন্টারে টানা তিরিশ ঘণ্টা নিজের সিটে বসেছিলেন স্বাতী।

লাল গ্রহের রুক্ষ মাটিতে পারসিভিয়ারেন্স রোভার নামার পর নিজের উচ্ছ্বাস চেপে রাখেননি স্বাতী। তাৎক্ষণিক এক টুইটবার্তায় তিনি জানান, পারসিভিয়ারেন্স সফলভাবে মঙ্গলের মাটিতে নেমেছে। এখন এটি প্রাণের সন্ধান করতে প্রস্তুত। স্বাতী বলেন,'স্কুলের থেকে বেশি সময় আমি পার্সিভিয়ারেন্সে কাটিয়েছি। আমার ছোট মেয়ের বয়সের থেকেও বেশি সময় এই মিশনকে আমি দিয়েছি। জীবনের একটা বড় অধ্যায়জুড়ে রয়েছে এই মিশন।'

২০৩ দিন আগে ৪৭ কোটি কিলোমিটারের দূরে লাল গ্রহের পথে রওনা দিয়েছিল নাসার পার্সিভিয়ারেন্স রোভার। এ যাবৎ তাদের তৈরি সর্বাধুনিক রোভার বলে যাকে দাবি করছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। ১৮,০০০ কিলোমিটার/ঘণ্টা বেগে ছুটছিল পার্সিভিয়ারেন্স, যে গতি ক্যালিবার ৫.৫৬ অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে ছোড়া বুলেটের গতির ছয়গুণের সমান। মঙ্গলের মাটিতে কন্ট্রোলড কলিশনের আগে সেই গতিকে সাত মিনিটে প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনা (পরিভাষায়œসেভেন মিনিটস অব টেরর্স্ব বা আতঙ্কের ৭ মিনিট) ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ।

সূত্র: গল্ফ টুডে, এই সময়।

কেন? বাড়ি বিক্রি করতে চলেছেন

(প্রথম পাতার পর)

সান ফ্রান্সিসকোতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টটি বিক্রি করে দিতে চলেছেন তিনি। খবর এই সময়ের।

জানা গেছে, ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি পদে থাকাকালীন এই বাড়িটি কিনেছিলেন তিনি। ২০০৪ সালে কেনা বাড়িটির বাজারমূল্য প্রায় ৭ লাখ ৯৯ হাজার ডলার। অ্যাপার্টমেন্টটির একতলায় রয়েছে ডাইনিং রুম, অফিস। দ্বিতীয়তলায় রয়েছে একটি বেডরুম, বাথরুম এবং হল। চার বেডরুমের এই অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে একটি সুইমিং পুল।

আপাতত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের গেস্ট হাউসেই ঠাঁই হয়েছে কমলা হ্যারিস এবং তার স্বামী ডগলাস এমহফ। তবে এবার ব্লেয়ার হাউসে স্থানান্তরিত হতে চলেছেন তিনি। সেখানে রয়েছে ১১৯টি রুম এবং ১৪টি বেডরুম।

শাফকাত মুনীরের প্রশ্ন আমলে নিলেন জন কেরি

(প্রথম পাতার পর)

নিরাপত্তা সম্মেলনে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মারাত্মক ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরলেন তরুণ গবেষক শাফকাত মুনীর। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বৈশ্বিক জলবায়ু বিষয়ক দূত সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি বাংলাদেশি প্রতিনিধির উত্থাপিত প্রশ্ন এবং উদ্বেগের বিষয়টি আমলে নিয়ে বৈশ্বিক নিরাপত্তায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি রোধে জাতি-রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত পদক্ষেপ কামনা করেন। এ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে জন কেরি বলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার ঝুঁকি কেবল দেশ বা জাতি-রাষ্ট্র ভেদে নয়, এটি গোটা অঞ্চল তথা বিশ্বকে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলছে। যা এখনই রোধ করতে হবে।

করোনার কারণে এবার ভার্চুয়ালি হয়েছে বৈশ্বিক ফোরাম দ্য মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্স-২০২১। এতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং দেশটির উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি ছাড়াও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, জার্মান চ্যান্সেলর, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ মহাসচিব, ন্যাটোর মহাসচিব এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক প্রমুখ অংশ নেন। সম্মেলনের এবারের গুরুত্বপূর্ণ সেশন ছিল দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত হওয়া তরুণ স্কলার এবং গবেষকদের কথা শোনা এবং তাদের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান। সেই সেশনে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত মারাত্মক ঝুঁকির বিষয়টি তুলে ধরেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (বিপ্স) এর রিচার্স ফেলো এবং হেড অব বাংলাদেশ সেন্টার ফর টেরোরিজম (বিসিটিআর) গবেষক শাফকাত মুনীর।

তিনি বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার ফলে অস্তিত্বের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার (৩৯.৩৭ ইঞ্চি) বাড়লে বাংলাদেশের ১৭-২০ শতাংশ স্থলভূমি পানিতে তলিয়ে যেতে পারে এমন গবেষণার রেফারেন্স তুলে ধরে তিনি বলেন, এর ফলে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ৩ কোটি মানুষ জলবায়ু-উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে পারে।

শাফকাত মুনীরের জিজ্ঞাসার জবাব মার্কিন প্রেসিডেন্টশিয়াল এনভয় জন কেরি উত্থাপিত উদ্বেগের সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং এ নিয়ে বাংলাদেশের অর্থ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তার আগের আলোচনার বিষয়টি স্মরণ করেন। তিনি আগামী ২২শে এপ্রিল ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রে জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ওই সম্মেলনে বাংলাদেশের মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মারাত্মক ঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা তাদের উদ্বেগের কথা সরাসরি মার্কিন নেতৃত্বের নোটে নিতে পারবেন। ওয়াশিংটন সম্মেলনকে জলবায়ু ইস্যুতে মার্কিন নেতৃত্বের অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শাফকাত মুনীর এবং তার প্রতিষ্ঠান বিশেষত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (বিআইপিএসএস) বাংলাদেশের জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিআইপিএসএস'র প্রেসিডেন্ট আ ন ম মুনীরুজ্জামান জাতিসংঘসহ বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি রোধে এডভোকেসি করছেন। বিশেষত ক্রমাগত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে যে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে তা তুলে ধরছেন। তিনি বিশ্ব সমপ্রদায়কে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে মানুষের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। আধুনিক জীবনযাত্রা অনুসারে চলতে গিয়ে মানুষের বিভিন্ন কর্মকা- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সারা বিশ্বের নিম্নাঞ্চলের দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

উল্লেখ্য যে, এই সম্মেলনের প্রধান ফিচারগুলোর একটি হচ্ছে, এতে নিরাপত্তা ঝুঁকি সমপর্কিত প্রশ্নের জন্য মিউনিখ ইয়াং লিডারদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। শাফকাত মুনীর বাংলাদেশ থেকে যাওয়া প্রথম মিউনিখ ইয়াং লিডার। এটি হচ্ছে বিশ্বজুড়ে থাকা উদীয়মান চিন্তার নেতৃত্ব প্রদানকারী, নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং পি-তদের একটি অনন্য সংঘ। শাফকাত মুনীর ২০১৭ সালের মিউনিখ ইয়াং লিডার্স ক্লাসের সদস্য ছিলেন।

কোম্পানীগঞ্জে কাদের মির্জা ও বাদল গ্রুপের সংঘর্ষে

(প্রথম পাতার পর)

করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ সাংবাদিক বুরহান উদ্দিন মুজাক্কির মৃত্যুবরণ করেছেন।

শনিবার রাত পৌনে ১১টায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান শাহাব উদ্দিন যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সাংবাদিক বুরহান উদ্দিন মুজাক্কির অনলাইন পোর্টাল বার্তা বাজারের স্থানীয় প্রতিনিধি।

উপজেলার চাপরাশিরহাট বাজারে শুক্রবার বিকালে ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বুকে ও গলায় গুলিবিদ্ধের ঘটনার পর মুজাক্কিরকে প্রথমে কোম্পানীগঞ্জ হাসপাতালে, পরে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করার পর জরুরিভাবে তাকে রক্ত দেয়া হয়। অবস্থার অবনতি ঘটলে রাতেই মুজাক্কিরকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়।

লাইফ সাপোর্টে থাকা সাংবাদিক মুজাক্কিরের চিকিৎসার জন্য বিএনপি নেতা ঢাকার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মেট্রো হোমসের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম ফারুক ২০হাজার টাকা দেন। এছাড়াও ঢাকার অপর এক ব্যাবসায়ী ও আওয়ামী লীগ নেতা নাজমুল হক নাজিম সাংবাদিক মুজাক্কিরের চিকিৎসার বিষয়ে সার্বক্ষণিক খোজ-খবর রেখেছিলেন।

অভিযোগ ঃ করোনায় সংক্রমিত হয়েও প্রকাশে

(শেষের পাতার পর)

করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পায়ো গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কমিউনিটির অনেকেই এখনো করোনায় আক্রান্ত আছেন। কিন্তু তারা সেই আক্রমনের খবর গোপন রেখে প্রকাশে ঘোরাফেরা করছেন, বাজার-ঘাট করছেন। করোনার সিমটন পরিবর্তন হওয়ায় নতুন করে করোনায় আক্রান্তদের সহজই বুঝা যাচ্ছে না। ফলে অনেকেই নিজেদের আক্রান্তের কথা গোপন রাখছেন। আর যারা তাদের ঘনিষ্ট বা করোনার সিমটম লক্ষ্য করছেন তারা এতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অভিজ্ঞজনের মতে এতে গোপনে গোপনে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে।

বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ডা. মাসুদুর রহমান, ডা. মাসুদ রহমান, ডা. বিএম আতিকুজ্জামান এই প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে বলেন, করোনার মতো মহামারী রোগে আক্রান্ত গোপন রাখা অত্যন্ত দু:খজনক। যেকোরো যেকোন রোগ হতে পারে। তা গোপন রাখা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। বরং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ। নেয়া উচিৎ চিকিৎসা। তা নাহলে ব্যক্তিগত ঝুঁকি ছাড়াও পরিবার ও কমিউনিটি জ্য তা ঝুঁকি কারণ হতে পারে।

বারবার চোখ ভিজে ওঠে

(শেষের পাতার পর)

সালাম করতাম। পরবর্তী সময়ে যখন চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করলাম, তখন বুঝতে পারলাম এ টি এম ভাই কত বড় মাপের অভিনেতা। আমার বিখ্যাত যত ছবি–'নয়নমনি', 'গোলাপী এখন ট্রেনে' কিংবা 'লাঠিয়াল', প্রতিটিতে তিনি ছিলেন। শুধু অভিনেতা হিসেবেই নন, ইউনিটের একজন হয়ে থাকতেন। মনে আছে, তখন আমাদের বেশির ভাগ ছবির শুটিংয়ের লোকেশন ছিল মানিকগঞ্জ। আমজাদ ভাই [পরিচালক আমজাদ হোসেন] 'ফকির বাড়ি'তেই বেশি শুটিং করতেন। এমনও হয়েছে, এ টি এম ভাইয়ের শুটিং নেই, তবু অন্য শিল্পীদের শুটিং দেখার জন্য বসে থাকতেন। কোথাও কোনো ভুল হলে ধরিয়ে দিতেন। অনেক পরিচালক এ টি এম ভাইকে কাস্ট করতেন শুধু অভিনয়ের জন্য নয়, তিনি ছবিতে থাকলে পা-ুলিপিটা ঘষেমেজে আরো শক্তিশালী করে দেবেন, এই লোভে। আমি নিজে এসব অনেক দেখেছি। এ টি এম ভাইকে পা-ুলিপি দিলে তিনি শুধু নিজের অংশটুকু পড়তেন না, পুরোটাই পড়তেন। অন্যান্য চরিত্রের কোনো অসংগতি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিতেন। কারেকশন করে দিতেন।

আগেরবার যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, আমরা তিন বোন (সুচন্দা, ববিতা, চম্পা) দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখে হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন। কত স্মৃতি যে সেদিন মনে করেছিলেন! আমরা তো এ টি এম ভাইয়ের স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হয়েছিলাম। বড় আপার পরিচালনায় 'হাজার বছর ধরে' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, আপা ছবি নির্মাণ করবেন শুনে কী যে খুশি হয়েছিলেন! পা-ুলিপি তৈরি থেকে শিল্পী নির্বাচন–কোথায় ছিলেন না তিনি!

এ টি এম ভাই নেই, ভাবতেই বারবার চোখ ভিজে ওঠে। গতকাল সকালবেলায় ভাবির [এ টি এমের স্ত্রী রুনি জামান] সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। কথা বললাম এ টি এম ভাইয়ের মেয়ে কোয়েলের সঙ্গেও। ভাবি বললেন, আগের দিনও নাকি আমাদের কথা বলেছেন। আরো বলেছেন, তাঁর মৃত্যু নাকি পশ্চিম দিকে ফিরেই হবে; তা-ই হয়েছে। ভাবি বললেন, কী কারণে যেন পশ্চিম দিকে মাথা দিয়েই ঘুমাতে দেওয়া হয়েছিল। কথাগুলো বলতে বলতে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন ভাবি। আমিও কান্না থামাতে পারিনি। একদিন আমাদের সবাইকে না-ফেরার দেশে যেতে হবে। এর চেয়ে বড় কোনো সত্যি নেই। তার পরও কেন যে মেনে নিতে কষ্ট হয়! ওপারে ভালো থাকুন, ভাই আমার। অনেক অনেক দোয়া রইল আপনার জন্য।

লেখক : অভিনেত্রী

ইঞ্জি. হানিফ প্রতিষ্ঠা করলেন 'আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি'

(শেষের পাতার পর)

আইজিইউ)'র পুরো দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে।

ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানান, গত ১১ ফেব্রুয়ারী কাগজপত্রের স্বাক্ষর-অনুস্বাক্ষর এবং রাষ্ট্রীয় প্রটোকল মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্রেই শুধু নয় সমগ্র প্রবাসে সুধীমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কারণ, বাংলাদেশের মেধাবি শিক্ষার্থীরাও বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে অধিক হারে আসতে সক্ষম হবেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

জানা গেছে, গত ১২ বছরে ৪ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। চলতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ শতাধিক। এরমধ্যে বিদেশি (ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট) শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ এই ভার্সিটির পরিচালনা-পর্ষদের প্রধান এবং মালিকানায় আসার পর শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন এনে সকল ডিগ্রধারীকে উপযুক্ত চাকুরি পাবার আগ পর্যন্ত সহায়তা আর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবার অঙ্গীকার করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার হানিফ বলেন, 'দেখুন উচ্চ বেতনে চাকুরি পাওয়ার জন্য আপনার বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু কেবল ডিগ্রিই আপনাকে চাকুরির নিশ্চয়তা দেয় না। যেমনটা আমাকে দেয়নি ২০ বছর আগে। বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকার পরও আমি এখানে স্বল্প পারিশ্রমিকের কাজ, অর্থাৎ 'অড জব' করতাম। সে সময় আমি অনুভব করেছি আমার এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি থাকলে হয়তো আমি উঁচু মানের এবং অনেক বেশী বেতনের চাকুরি পাব।'

ভার্সিটির চেয়ারম্যান এবং সিইও আবুবকর হানিফ বলেন, 'প্রায় ৫০ হাজার ডলার ঋণ নিয়ে আমি কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করলাম। সর্বোচ্চ গ্রেড নিয়ে আমি পাশ করার পরও সাথে সাথে চাকুরি পাইনি। ফের ফিরে গেলাম অডজবে, জীবন চালিয়ে নেবার সংগ্রামে। কিন্তু আমি থেমে যাইনি, হতাশও হইনি। বেশকিছুদিন পরে আমি ঠিকই আইটি জবে ঢুকতে পেরেছি স্কীল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সম্পন্ন করে। তখন আমি বুঝলাম, ডিগ্রি দরকার, কিন্তু শুধু ডিগ্রি দিয়েও একজন তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে না এই দেশে, যতক্ষণ না তার স্কীল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সেই মানসেই আমি ১৫ বছর আগে 'পিপল এন টেক' নামক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করি, যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার অভিবাসী এখন উচ্চ বেতনে চাকুরি করছেন। 'সেই পিপল এন টেক'র অভিজ্ঞতাই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এতদিন স্বপ্ন দেখিয়েছিল। আজ সে স্বপ্ন পূরণ হলো। এখন আমি এবং ভার্সিটি-টিম বেশ গর্ব করেই বলতে পারছি যে, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা চাকুরিতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা ক্যারিয়ার সহায়তা দেব। কেননা সেই ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বা সুবিধাদি আমরা এরই মধ্যে অর্জন করেছি 'পিপল এন টেক'র মাধ্যমে। আর এজন্যেই আমাদের শিক্ষকরা শুধু স্কলার নন, তারা ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিশনারও, যাদের রয়েছে চার থেকে ৩০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।'

এই ভার্সিটিতে মাস্টার অব সায়েন্স এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি (এমএসআইটি), মাস্টার অব সায়েন্স ইন সাইবার সিকিউরিটি ও মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ)এ উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া যায়।

আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিগুলোর মধ্যে অন্যতম ব্যাচেলর অব সায়েন্স এ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি (বিএসআইটি) ও ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ)। এছাড়া কম্পিউটার ও আইটি বিষয়ে বেশ কিছু সার্টিফিকেট-কোর্সও রয়েছে। ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, শীঘ্রই হেলথ কেয়ার, নার্সিং, ড্যাটা সায়েন্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়েও বেশ কয়েকটি কোর্স চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

আরো জানা গেছে, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বার্ষিক দু'লাখ ডলারের স্কলারশিপ। এনিয়ে সংশিষ্টদের সাথে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করেছে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করা যাবে ।।।.রিম.বফঁ ওয়েবসাইটে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ভার্সিটি বিজ্ঞান, ব্যবসা ও প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের কাছে সবচে কাঙ্খিত একটি শিক্ষাঙ্গণ হিসেবে বিবেচিত। ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিফ যুক্তরাষ্ট্রে 'পিপল এন টেক'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী। ইঞ্জিনিয়ার হানিফ এই ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে মার্কিন আইটি সেক্টরে গত দেড় দশকে ৭ হাজারের অধিক প্রবাসীকে উচ্চ বেতনে চাকরির ব্যবস্থা করেন।

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৫ স্ট্রীটে এক বেডরুমের সেকেন্ড প্লোর বাসা ভাড়া হবে ১ মার্চ থেকে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০ অথবা ৭১৮-৪৭৮-৭০০০
ফে-১৫/২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না, আমরাই জীবনকে জটিল বানাই। আপনার বর্তমান জীবন যাত্রা যাই হোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ: ৭১৮-৫২৪-৯৭৭৭
e-mail: everlybrown@yahoo.com
ফে-১৫/২

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার কন্ডোমিনিয়ামে একটি এক রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ নজরুল। ফোন: ৩৪৭-২৬১-৮১২১
এইচ-জা-১৮

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৩ স্ট্রীটে নতুন রেনোভেটেড ৪ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে কাছাকাছি। ফোন: ৭১৮-৬০৭-৯৫৫১ অথবা ৩৪৭-৮৭০-০৭৪০
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১০৯ এভিনিউ এবং ভ্যান উইক বুলেভার্ডে নতুন রেনোভেটেড এক বেডরুম, একটি লিভিং রুম, বাথরুম ও পৃথক কিচেন-এর বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। ২ অথবা ৩ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৭৮-১৮৮৬
জা-১৮/২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

১ বেডরুম কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন ইউনিয়ন পোর্ট রোডে বাঙালী গ্রোসারী, মসজিদ এবং ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভালো ইনকাম এবং ক্রেডিট থাকতে হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৮-১৮৩৫ (সকাল-১০ টা-রাত ৯ টা)

২ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

পার্কচেস্টার বাঙালী মার্কেট সংলগ্ন ,খলিল বিরিয়ানীর উল্টোদিকে ২ বেড রুমের একটি কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান। ফোন: [illegible]

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফর্মে পার্ট টাইম কাজ করার জন্য পুরুষ অথবা নারী কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
ফে-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে, এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৬, কিউ-১১ বাস। জেএফকে এয়ারপোর্টের নিকট রকওয়ে বুলেভার্ড ১২৯ এভিনিউ, ১৫৪ ষ্ট্রিট দৌতলায় নতুন রেনোভেটেড তিন বেডরুম, দুইবাথ রুম, বড় লিংভিং রুম, বড় কিচেন, ফ্রি পার্কিং সহ ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: খন্দকার জাকির হোসেন। ফোন: ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, অথবা ৭১৮-৫৫৮-৪৩৪৭
জা-০৪

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের ডাহিল রোডে (এভিনিউ সি এবং চার্চ এভিনিউর মাঝে) লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ ২ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২২-৪০৭১ অথবা ৩৪৭-৭২২-৪১০৯
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

আগামী ১ মার্চ থেকে জ্যামাইকার ১৭২ স্ট্রীট এবং ৯৩ এভিনিউর উপরে তিন বেড, দুই ফুল বাথ, ব্যাকইয়ার্ডে যাতায়াতের সুবিধা সহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২২-৯০৫২
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্ত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

গ্যাস ষ্টেশনে আবশ্যক

জর্জিয়ার ছোট শহর সাইলোর একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করার জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। যোগাযোগ: ফয়জুল কবির। ফোন: ৭০৬-৯৭৭-৯১০৬
ফে-০১/০৮

ড্রাইভিং

লারনার পারমিট, রোড টেষ্ট এবং টিএলসি পরীক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর এন্ড আর ড্রাইভিং স্কুল। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৩৬-১২৭৯

বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদের এডভাইজারী বোর্ডের একটি চেয়ারম্যানও ৮টি সদস্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ধার্মিক, শিক্ষিত ও রিসোসফুল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। অবৈতনিক এই পদগুলো তাদের জন্য যারা মসজিদ ও আল্লাহর জন্য নি:স্বার্থভাবে কাজে আগ্রহী। যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫ অথবা ৬৪৬-৬৮৪-৮৭৬২
ফে-১৫/২২

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সাবওয়ের লাস্ট স্টপ সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে তিন তলার ৩ বেডরুম, ২ বাথরুমের বড় এপার্টমেন্টে পরিবারের সাথে থাকার জন্য একজন ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কাছে ফার্নিসড রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ ষ্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)





ফ্লোরিডা স্টেট আ. লীগের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ফ্লোরিডা: গত ২০ ফেব্রুয়ারী শনিবার বেলা ২ টায় "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষে ফ্লোরিডা ষ্টেট আওয়ামী লীগের আয়োজনে আলোচনা সভা, মধ্যাহ্নভোজ ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ স্থানীয় লেক আইডা পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফ্লোরিডা ষ্টেট আওয়ামীলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নান্নু আহমেদ। সভায় মূখ্য আলোচক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বয়নটন বীচ সিটি মেয়র স্টেভেন গ্র্যান্ট। ষ্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মো: মুজিব উদ্দিনের সঞ্চালনায় অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইকরামুল ইসলাম ভুঁইয়া, স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি যথাক্রমে সরকার হারুন, রানা খান ও লিটন খান, যুগ্ন সম্পাদক আলহাজ্ব ফারুক আহমেদ, আলম আশু, সাংগঠনিক সম্পাদক আনেয়ার খান দীপু, প্রচার সম্পাদক আকরাম হোসেন, কোষাধ্যক্ষ নাইম খান দাদন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুবি আওলাদ, সদস্য শেখ বাবুল, মানবধিকার বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল্লাহ চৌধুরী লেবু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু নাসের, ষ্টেট মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জেমি খান, মহিলা যুবলীগের সভাপতি চেমন উদ্দিন, ষ্টেট যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম খান, ষ্টেট স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রেজাউল করিম চৌধুরী প্রমুখ।

শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ বেদীতে পুস্প দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগের সাথে বয়নটন বীচ সিটি মেয়র স্টেভেন গ্র্যান্ট, অঙ্গ সংগঠন সমুহ, বাংলাদেশ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের হাসান জাহাঙ্গীর, মাসুদ মিয়া, আতিকুর রহমান সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ঢাকা ক্লাবের সভাপতি মীম খান ও রানা খান অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণে বিশেষ ভুমিকা রাখেন। যুগ্ন সম্পাদক সালমা রহমান মিনু পরিচালিত একুশের নাটক ও গীত মঞ্চস্থ করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন স্টেট যুব মহিলা যুবলীগের সহ সভাপতি সোনিয়া খান, সাধারণ সম্পাদক ইরিনা খান সহ আরো অনেকে। একুশের গান পরিবেশনা করেন রুবী রউফ ও তরুণ জনপ্রিয় শিল্পী শোভন আনোয়ার ও সাহিরা উদ্দীন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কবি সালেহ উদ্দীনের জন্মদিন ১ মার্চ

(শেষের পাতার পর)

প্রবন্ধ-নিবন্ধসহ আন্তর্জাতিক ফিচারধর্মী কলাম লেখায় সিদ্ধহস্ত। গল্প, কবিতা ও গবেষণাধর্মীসহ তার কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রেম-বিরহ, রোমান্টিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্ববোধ ও মানবতাবোধের ঐশ্বর্য তাঁর লেখার প্রধান বিষয়। তাঁর সাহিত্যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও ঐতিহ্যবোধ প্রবলভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এবিএম সালেহ উদ্দীন ছাত্রজীবন থেকে বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন ও স্মরণিকা সম্পাদনা করেছেন। তন্মধ্যে 'অয়ন', 'অনির্বাণ,'স্বদেশ', 'ঝংকার' অন্যতম। এছাড়াও তিনি নিউইয়র্কে দুইযুগ ধরে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোক সঙ্গীত সম্মেলনের অন্যতম উদ্যক্তা এবং এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'সুর' পত্রিকার সম্পাদক এবং সমকালীন প্রসঙ্গ নিয়ে পত্র-পত্রিকার নিয়মিত কলাম লেখক।

এবিএম সালেহ উদ্দীন ঢাকার ইনলাইটন প্রি-ক্যাডেট স্কুলের সাবেক চেয়ারম্যান ও অনন্য সংস্কৃতি সংসদের সহ-সভাপতি। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন তিনি ঢাকা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পরিচালক, বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদের পরিচালক ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকার অভিজাত প্রকাশনা সংস্থা 'বাড পাবলিকেশন্স'-এর স্বত্বাধিকারী। এলিফ্যান্ট রোডের অংকন প্রিন্টিং প্রেসের পরিচালক ও বাংলাবাজারে অবস্থিত 'দি বাড কম্পিউটার্স'এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক 'দেশ মাতৃকা' ও পাক্ষিক 'দেশ অর্থনীতি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক। উপমহাদেশের সুবিখ্যাত মানবসেবা প্রতিষ্ঠান 'আন্‌জুমান মফিদুল ইসলাম'-এর জীবন সদস্য এবং লায়ন ক্লাব ঢাকা ওয়েসিসের সদস্য।

এবিএম সালেহ উদ্দীন বাংলাদেশ আমেরিকান প্রেস সার্ভিস (বাপস)-এর ভাইস-চেয়ারম্যান, 'বনলতা শিল্পী-সাহিত্যিক সাংবাদিক গোষ্ঠী'র পরিচালক এবং 'শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্রের অন্যতম উপদেষ্টা। নজরুল একাডেমি ইউএসএ'র জীবন সদস্য এবং শিল্পকলা একাডেমি ইউএসএ'র অন্যতম উপদেষ্টা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারা'র নিউইয়র্ক প্রেসক্লাবের এ্যাক্টিভ মেম্বার। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও দীর্ঘদিন ধরে তিনি আমেরিকার হিউমেনিস্ট সেন্টার অব কালচার-এর অন্যতম অ্যাক্টিভিস্ট।

ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুপ্রিয় সংস্কৃতিসেবী ও উপস্থাপনা শিল্পে পারদর্শী এবং টিভি উপস্থাপক কবি এবিএম সালেহ উদ্দীন নিউইয়র্কে শতকণ্ঠে 'বিজয়ের কবিতা', 'একুশের কবিতা' ও 'স্বাধীনতার কবিতা' অনুষ্ঠানের অন্যতম রূপকার। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি শহীদ কাদরী প্রতিষ্ঠিত ও কবিপত্নী নীরা কাদরী পরিচালিত 'একটি কবিতা সন্ধ্যা'র সঙ্গে শুরু থেকেই কবির মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কে সর্ববৃহৎ সংগঠন 'সাহিত্য একাডেমি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যুক্ত রয়েছেন এবং নিয়মিত সাহিত্য আসরসহ অন্যতম ভূমিকা রাখছেন।

বহির্বিশ্বে পড়াশুনা ছাড়াও এবিএম সালেহ উদ্দীন বিভিন্ন সময়ে ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যন্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, সৌদী আরব, কুয়েত, বাহরাইন, আরব আমিরাত দুবাই, তুরস্ক, লন্ডন, প্যারিস, রোম, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, স্পেনের মাদ্রিদ, বার্সেলনা, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও শহর ভ্রমণ করেছেন।

তিনি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে তিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত 'অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (আয়েবা)-এর ফার্স্ট বাংলাদেশ গ্লোবাল সামীট-২০১৬, রোমে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কানেক্ট বাংলাদেশ সম্মেলন-২০১৮ এবং স্পেনের বার্সেলনায় অনুষ্ঠিত (তিনদিন ব্যাপী) কানেক্ট বাংলাদেশ সম্মেলন-২০১৯-এ অংশগ্রহন এবং আমেরিকা ও কানাডা'র বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সম্মেলন ও ফোবানাসহ বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেন। ১ মার্চ কবি এবিএম সালেহ উদ্দীনের জন্মদিন উপলক্ষে 'জন্মদিনের শুভেচ্ছা'।

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।

যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।

ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন:

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

ফুলটাইম মহিলা নেনী

কর্মজীবি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/কেয়ারগিভার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় দোতলা বাড়িতে নেতলা-গহ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল/টেক্সট:

347-766-6412

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

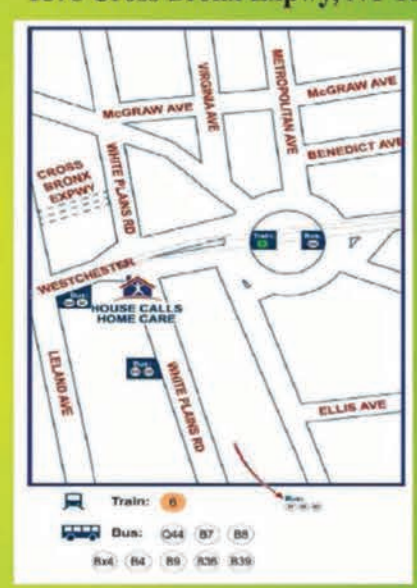
আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

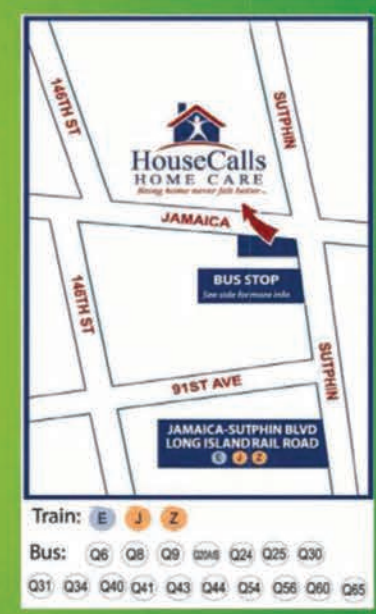
Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



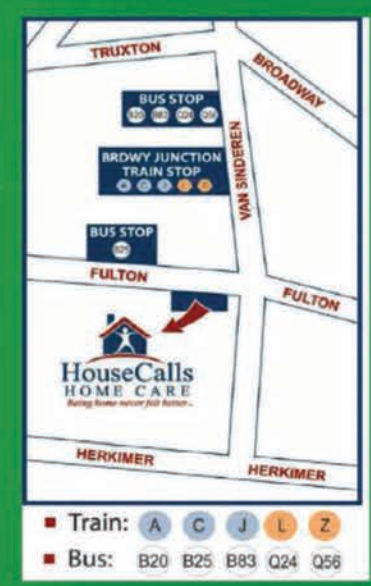
Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday //February 22 // 2021

৩৯৩টি বার ও লিকার স্টোরের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মহামারী করোনাভাইরাসের সময় অনিয়মের কারণে নিউইয়র্ক সিটি ও লং আইল্যান্ডের নতুন আরো ২৩টিরও অধিক বার ও লিকার স্টোরের লাইসেন্স বতিল করা হয়েছে। ষ্টেট লিকার অথরিটির বরাত দিয়ে গভর্নর এন্ড্রু কুমো গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্নে এই তথ্য জানান। ষ্টেট লিকার অথরিটি জানায়, করোনাভাইরাস শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৯৩টি বার ও লিকার স্টোরের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়। ১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নতুন করে লাইসেন্স বাতিল হওয়া বার ও লিবার স্টোরগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

টেক্সাসে দুর্যোগ পরিস্থিতি ঘোষণা বাইডেনের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই ঘোষণার ফলে প্রদেশটিতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনায় অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে পারবে সরকার। এ নিয়ে শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারী) একটি বিবৃতি দিয়েছে হোয়াইট হাউজ। এতে বলা হয়েছে, মারাত্মক শীতকালীন ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে স্থানীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টাগুলোতে পরিপূরক ফেডারেল সহায়তার আদেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। খবর রয়টার্স'র।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে চলা প্রবল শৈত্য প্রবাহে এ পর্যন্ত অন্তত ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে ২১ জনই টেক্সাসের বাসিন্দা। সেখানে কয়েকদিন ধরে ৪০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা বিদ্যুৎবিহীন ছিলেন। তবে শনিবার থেকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি আবার ফিরতে শুরু করেছে। তাপমাত্রাও বাড়তে শুরু করেছে। টেক্সাসের কোটি মানুষ এখনো বিশুদ্ধ পানি সুবিধার বাইরে রয়েছে। ফলে সেখানে দুর্যোগ ঘোষণার জন্য টেক্সাসের অনুরোধে দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট তার টিমের প্রতি



আহ্বান জানান। বাইডেন টেক্সাসের হিউস্টন, অস্টিন ও ডালাসের মতো বড় বড় শহরগুলোর মেয়রদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ।

আরেক খবরে প্রকাশ, টেক্সাসের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রচন্ড শীতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সেখানকার নাগরিকরা। ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তৃতীয় দিনের মতো লাখ লাখ বাড়ি বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশংকা রয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, টেক্সাসের ২৭ লাখ বাড়ি বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে; প্রাকৃতিক গ্যাসের কূপ, পাইপলাইন ও উইন্ড টারবাইন ঠান্ডায় জমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ পরিস্থিতিতে টেক্সাসের একশটিরও বেশি কাউন্টির বাসিন্দাদের খাবার পানি ফুটিয়ে নিতে বলেছে কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎ না থাকায় পানি শোধনাগারগুলো অচল হয়ে পড়ায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যাচ্ছে না বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

টেক্সাসের প্রায় দুই কোটি ৯০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে এক কোটি ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দার বাড়ির কলে পান করার মতো কোনো পানি নেই অথবা কেবল মাঝে মাঝে পানি আসছে। হিমশীতল তাপমাত্রা পুরো সপ্তাহজুড়েই বজায় থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অপরদিকে টেক্সাসের হিউস্টন সহ বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীরা কষ্টে থাকলেও বিপদমুক্ত রয়েছেন বলে জানা গেছে।



শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার আহ্বান জানালো বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক: "শীর্ষস্থানীয় সৈন্য ও পুলিশ প্রেরণকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শান্তিরক্ষী মোতায়েন রয়েছে। এসকল শান্তিরক্ষীগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত 'শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ কমিটি (সি-৩৪)'-এর সভায় প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

কোভিড-১৯ এর মধ্যেও অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং স্বাগতিক দেশের করোনা অতিমারি মোকাবিলা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। শান্তিরক্ষা ব্যবস্থাপনায় 'জরুরী প্রস্তুতি' অত্যাবশ্যক করাসহ শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। শান্তিরক্ষীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক কোভিড-১৯ এর টিকা প্রদানের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি ক্রমবর্ধমান বহুমাত্রিক ও বহুমুখী হুমকির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, এহেন পরিস্থিতিতে শক্তিশালী শান্তিরক্ষা পদক্ষেপের কোনো বিকল্প নেই। 'অ্যাকশান ফর পিসকিপিং এজেন্ডা (এফরপি)'সহ জাতিসংঘ গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি। এফরপি -এর রিভিউকেও স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। মাঠপর্যায়ে কর্মরত শান্তিরক্ষীদের প্রেরিত তথ্য-পরামর্শগুলো জাতিসংঘের প্রধান নীতি ও দলিলসমূহে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। শান্তিরক্ষীদের উপর হামলার নিন্দা এবং এসকল হামলার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। পারদর্শিতা প্রশ্নে প্রয়োজনীয় জনবল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসহ কাজ করার অনুকুল পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর জোর দেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, "শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্বসমূহ অবশ্যই হতে হবে স্পষ্ট, বাস্তবভিত্তিক এবং অর্জনযোগ্য; আর সেগুলো থাকবে সামর্থ্য, মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা এবং সম্পদের যথাযথ সংস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ"।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, মাঠ পর্যায়ে টেকসই শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে শান্তি প্রক্রিয়াকে অবশ্যই সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সমাধানের পথে পরিচালিত করতে হবে। আর তা হবে সমন্বিত শান্তিরক্ষা ও শান্তি-বিনির্মাণ প্রচেষ্টা অনুযায়ী। এক্ষেত্রে তিনি শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের সাথে শান্তিবিনির্মাণ ও টেকসই শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সকল পক্ষের আরও বেশী সমন্বয়, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের উপর জোর দেন।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বিনির্মাণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষায় নারী ভূমিকার বৈচিত্র বৃদ্ধি এবং তাদের কর্ম-উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য সম্পদ বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বানও জানান তিনি। নারী শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্নমুখী ভূমিকা ও নেতৃত্বশীল পদসহ সকল পর্যায়ে নারী শান্তিরক্ষী পদায়নে বাংলাদেশের সক্ষমতার কথা পূনর্ব্যক্ত করেন।

কানাডার অন্টারিও প্রদেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালুর সিদ্ধান্ত

রাজীব আহসান, কানাডা থেকে: কানাডার অন্টারিও প্রদেশের স্থবির অর্থনীতির চাকা সচল করতে একেরপর এক সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে অন্টারিওর সরকার। অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিরাপদে খুলে দেওয়া। সেই লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে অর্থনীতি সচলের ব্যাপারে ভালো একটা ধারণা আমরা পাব। তবে সংক্রমণের হার বেশি এমন কিছু অঞ্চলের অর্থনীতি খুলে দিতে সপ্তাহখানেক দেরি হতে পারে। উল্লেখ্য, দৈনিক সংক্রমণ ও হাসপাতালে রোগী ভর্তির সংখ্যা কমে আসায় এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার।

গত বছরের ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ থেকে অন্টারিওজুড়ে লকডাউন কার্যকর হয় এবং বিপুল সংখ্যক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে পড়ে। ফোর্ড সরকার এরপর দ্বিতীয়বারের মতো জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পাশাপাশি সংক্রমণ বাড়তে থাকায় ১২ জানুয়ারী স্টে-অ্যাট-হোম অর্ডার জারি করে। দুটি আদেশের মেয়াদই আগামী সপ্তাহে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এর মেয়াদ আবার বাড়বে কিনা তা এখনও জানা যায়নি।



সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডগ ফোর্ড বলেন, আমরা অর্থনীতি খুলে দিতে চাই, বিশেষ করে উত্তর অন্টারিওর গ্রামীণ অঞ্চলে, যেখানে সংক্রমণের হার কম আছে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকারে থাকবে সুরক্ষা। আরো উল্লেখ্য কানাডায় গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হলেও তা চলছে ধীর গতিতে। অন্যদিকে কানাডার সরকার করোনা মহামারির প্রথম থেকেই নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য ও অর্থনীতিক স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে, যা এখনো বলবৎ রয়েছে।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

নাটোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

শোক সংবাদ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছোট ভাই খলিলুর রহমানের স্ত্রী নার্গিস রহমান ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তিনি মঙ্গলবার সকালে ম্যারিল্যান্ডের গার্মেনটাইন হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন সন্তান ও দুই নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান।

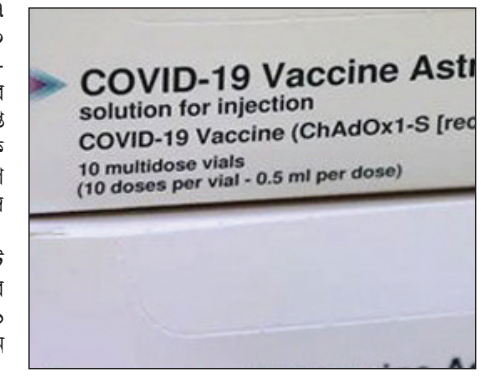
যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা শরাফত হোসেন বাবু জানান, মরহুমার নামাজে জানাজা বুধবার বাদ জোহর অনুষ্ঠানের পর মরদেহ স্থানীয় জর্জ ওয়াশিংটন সেমিট্রিতে দাফন করা হয়েছে।

কভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংকটে নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি আবার কভিড-১৯ ভ্যাকসিন সংকটে পড়েছে। ফলে চলতি সপ্তাহে ভ্যাকসিন গ্রহনের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় সম্ভব হচ্ছে না বা বাতিল করা হচ্ছে। সিটি মেয়র বিল ডি ব্লজিও এমন তথ্যই জানিয়েছেন।

মেয়র ব্লজিও তার নিয়মিত ব্রিফিংকালে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বধুবার বলেছেন, আমাদের হাতে ৩০ হাজারের মতো ফাস্ট ডোজ টিকা রয়েছে। যা আজ-কালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। অথচ ভ্যাকসিন গ্রহনের জন্য ৩০-৩৫ হাজার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। আর পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন হাতে না থাকার কারণে আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, বিরূপ প্রকৃতির কারনেই সময়মত ভ্যাকসিন সরবরাহে বিলম্ব হচ্ছে।

অপরদিকে গভর্নও এন্ড্রু কুমো বলেছেন, আমি হোয়াইট হাউস থেকে ফোন কল পেয়েছি যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ফেডারেল গভর্মেন্ট থেকে প্রদত্ত কভিড-১৯ ভ্যাকসিন চলতি সপ্তাহের পেতে বিলম্ব হবে। তিনি বলেন যদিও নিউইয়র্ক কোন প্রকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়নি। কিন্তু কোন কোন রাজ্য দূর্যেযাগের শিকার হয়েছে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।



বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432

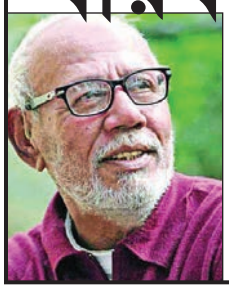
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
NMLS#177308
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

বারবার চোখ ভিজে ওঠে



ফরিদা আক্তার ববিতা



আমার বয়স যখন ১০-১১, তখন থেকেই এ টি এম ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয়। বোন ডাকতেন আমাকে। আমরা তখন গে-রিয়ায় থাকতাম। আমার মা-বাবার সঙ্গে তাঁর দারুণ সম্পর্ক ছিল। প্রায়ই নারায়ণ ঘোষ মিতার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসতেন। সুচন্দা আপা তাঁকে খুব সমাদর করতেন দেখে আমি ভাবতাম বড় মাপের কেউ হবেন; তাই পায়ে হাত দিয়ে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

অভিযোগ ঃ করোনায় সংক্রমিত হয়েও প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা

বিশেষ প্রতিনিধি: মহামারী করোনা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। ভ্যাকসিন প্রদান শুরুর পর থেকেই সর্বত্রই আশার আলো। তারপরও বিপদ এখনো কেটে যায়নি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত করোনা পরিস্থি মোটামুটি স্বাভাবিক হতে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। এদিকে করোনায় সংক্রমিত হয়েও অনেকে প্রকাশে ঘোরাফেলা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এনিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। গত সপ্তাহেও নতুন করে একাধিক বাংলাদেশী ---(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



ইসলামে মাতৃ ভাষার মর্যাদা

মুফতি মীযানুর রহমান রায়হান

মায়ের সঙ্গে যেমন সন্তানের সম্পর্ক গভীর, মাতৃভাষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও তেমনি গভীর। সন্তান জন্মের (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

মন্তব্য প্রতিবেদন
আল জাজিরাকে মোকাবিলা করা যাবে তো!

শেখ সিরাজ: কাতার ভিত্তিক টিভি চ্যানেল 'আল জাজিরা'র রিপোর্ট বাংলা ভার্সন লন্ডনে ডাবিং হয়েছে। বাংলা ডাবিং যখন হয়েছে তখন কোন না কোন বাঙালী এতে কণ্ঠ দিয়েছেন। (বাকি অংশ ২৯ পাতায়

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক দু'লাখ ডলারের স্কলারশিপ!

ইঞ্জি. হানিফ প্রতিষ্ঠা করলেন 'আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভাষার মাসে বহুজাতিক আমেরিকান সমাজে বাঙালীর এগিয়ে চলার অভিযাত্রায় যুক্ত হলো আরেকটি অধ্যায়। এজন্য কঠোর পরিশ্রমী এবং মেধাবী একজন অভিবাসী ইতিহাসের অংশ হলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত 'ম্যাজিকম্যান' খ্যাত ইঞ্জি-নিয়ার আবুবকর হানিফ। এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে একটি ইউনিভার্সিটির মালিকানা অর্জনের মধ্য দিয়ে এ অধ্যায়ের যাত্রা। আর তা ঘটলো ১১ ফেব্রুয়ারী ভার্জিনিয়া স্টেটের ভিয়েনায় অবস্থিত 'আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি' (ইনোভেটিভ গোবাল ইউনিভার্সিটি তথা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



আই গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। ইনসেটে ইঞ্জি. আবু হানিফ

হেলথ টিপস
স্তন ক্যান্সারের কারণ ও করণীয়

ডা. রফিক আহমেদ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৫ হাজারের বেশি মানুষ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। যার ৯৮ শতাংশ (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম
অবশেষে চলেই গেলেন!



এবার যখন খবর এলো- শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তী হয়েছেন, মনটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল, তাহলে এই কি শেষ যাত্রা! এর আগে বারকয়েকই হাসপাতাল-বাসা করেছেন, নানা গুঞ্জন গুজব উঠেছে, আমার মন বলেছে, ও কিছু না- ঠিক হয়ে যাবেন। এই বয়সে শ্বাসের কষ্ট, তাও শীতে, সিম্পটনটা ভাল না। (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

কবি সালেহ উদ্দীনের জন্মদিন ১লা মার্চ



বিশেষ প্রতিনিধি: এবিএম সালেহ উদ্দীন। সাহিত্যাঙ্গনে সংস্কৃতি মনস্ক একজন মুক্তমনা মানুষ। তিনি কবি ও সাহিত্য সমালোচক। শৈশব থেকেই তাঁর লেখালেখির যাত্রা শুরু। শিশুতোষ, ছড়া-গল্প দিয়ে হাতেখড়ি হলেও মূলত গল্প-কবিতা, ---(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সিডিপ্যাপ বন্ধ হচ্ছে না, গুজবে কান দেবেন না: সাউথ এশিয়ান সিডিপ্যাপ



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের সাউথ এশিয়ান সিডিপ্যাপ এর পক্ষে বাংলাদেশী মালিকানাধীন ইমিগ্র্যান্ট এন্ডার হোম কেয়ার এলএলসি'র সিইও এবং মুলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ বলেছেন, ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ'র হোম কেয়ার প্রোগ্রাম-সিডিপ্যাপ (আত্মীয় বা প্রতিবেশির মাধ্যমে সেবা) সার্ভিস বন্ধ হচ্ছে না। সিডিপ্যাপ সার্ভিস বন্ধ হচ্ছে বলে (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

খেলার খবর
'সাকিব শুধু টাকার চিন্তা করে'

স্পোর্টস ডেস্ক: এপ্রিলে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশ নিতে শ্রীলংকা সফরে যাবে বাংলাদেশ দল। সেই সফরে আইসিসির টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়

'অর্থের জন্য বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করা যাচ্ছে না'

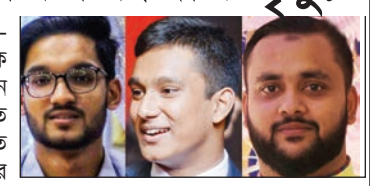
ঢাকা ডেস্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন, নিজস্ব অর্থায়নের শর্তের কারণে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করার প্রক্রিয়া থমকে আছে। রোববার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে চুয়েট শিক্ষকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার থেকে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

কানাডায় সড়ক দূর্ঘটনায় ৩ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কান-াডার ম্যানিটোবায় মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত ১৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা ২০ মিনিটে (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

রসুল বাঁধন, অরণ্য আসাদ চৌধুরী ও আল নোমান আদিত্য। ছবি সংগৃহীত

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
Jaydeb Gain
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
ওমরাহ
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
ইন্টারনেট পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com